স্বপ্নের ব্যাখ্যা

মূল ঃ
আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)

অনুবাদ ঃ
মাওলানা মুহাম্মদ আবূ আশরাফ

এমদাদিয়া পুস্তকালয়
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রখ্যাত তাবেয়ী আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর জন্ম সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তিনি ইসলাম জগতের তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ)-এর শাহাদতের (যিলহজ্জ, ৩৫ হিজরী) দু'বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম 'মুহাম্মদ', উপনাম 'আবু বকর', পিতার নাম 'সীরীন'। ইসলামের ইতিহাসে তিনি আরব্য রীতি অনুসারে 'সীরীন-পুত্র' তথা 'ইবনে সীরীন' নামেই সমধিক খ্যাত।

আল্লামা মুহাম্মদ-এর পিতা সীরীন 'আইনুত্ তামার' যুদ্ধে মুসলিম সিপাহ-সালার হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)-এর হাতে বন্দী হন। হযরত রসূলে করীম (দঃ)-এর বিশিষ্ট খাদেম ও ঘনিষ্ঠ সহচর হযরত আনাস (রাঃ) তাঁকে ক্রয় করে মুক্তি প্রদান করেন। ইসলামের মানবিক রীতিতে যুদ্ধলব্ধ দাসের জীবন সমাপ্ত হলে সীরীনের ঔরসে জন্মগ্রহণকারী সন্তানদের দ্বারা তাঁর সুনাম অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় এবং ইতিহাসে তাঁর পরিবারটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন-এর অপর ভাই-বোন যথা আনাস, মা'বাদ, ইয়াহ্‌ইয়া, হাফসা ও কারীমা এঁদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন।

সর্বাপেক্ষা বেশী প্রখ্যাত সন্তান আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে সীরীন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ), হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) এবং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের নিকট থেকে কোরআন-হাদীসের শিক্ষা ও ইসলামী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন।

স্বপ্নের ব্যাখ্যা তথা তা'বীরুর রু'য়া শাস্ত্রে তাঁর কৃতিত্ব ও সুখ্যাতি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের অপরাপর গুণ ও প্রতিভাকে এমনভাবে ছাপিয়ে যায়, যাতে মনে হয় যে, তিনি কেবল স্বপ্নের মর্ম ও ব্যাখ্যা শাস্ত্রেরই লোক ছিলেন। অথচ এ বিখ্যাত তাবেয়ী একাধারে বড় আলেম, আবেদ, যাহেদ এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের মুহাদ্দিসও ছিলেন। অসংখ্য মানুষ কোরআন, হাদীস, ফিকাহ ও তা'বীর শাস্ত্রে তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে সমকালীন বিশ্বে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর কৃতী ছাত্রদের

মধ্যে ইমাম কাতাদা, ইমাম শা'বী, সাবেত, মালেক ইবনে দীনার, সুলায়মান তাইমী, খালিদ হায্যা, আইয়ূব এবং ইমাম আওযায়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইতিহাস ও রিজাল শাস্ত্রে (চরিতাভিধান) ইমাম ইবনে সীরীন সম্পর্কে যতদূর উল্লেখ পাওয়া যায়, তার আলোকে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন যুগের সেরা একজন মনীষী আলেম ও উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গ ব্যক্তি। বর্ণিত আছে, ইমাম ইবনে সীরীন (রহঃ) জীবনভর একদিন অন্তর রোযা পালন করতেন। অর্থাৎ একদিন তিনি রোযা রাখতেন পরদিন রোযা ছাড়া কাটাতেন। তৃতীয় দিন পুনরায় রোযা রাখতেন এবং তার পরদিন রোযা ছাড়া কাটাতেন। রমযান ছাড়া এ ভাবেই তাঁর সারা বছর কেটে যেতো।

ওসমান বিত্তি বলেন, ন্যায় ও সুবিচার সম্পর্কে ইমাম ইবনে সীরীনের চেয়ে বেশী প্রজ্ঞাবান আর কোন ব্যক্তিই বসরায় ছিল না। আবু আওয়ানা বলেন, আমি বাজারেও তাঁকে লক্ষ্য করেছি। বাজারে চলাফেরা অবস্থায়ও যে তাঁকে দেখেছে, আল্লাহ্কে স্মরণ করেছে। হিশাম ইবনে হাস্সান বলেন, আমার পরিচিত জনসমষ্টির মধ্যে মুহাম্মদ ইবনে সীরীনই ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্পষ্টবাদী ও সত্যভাষী। মুআররেক আজালী বলেন, আমি ইবনে সীরীনের মতো খোদাভীরু, পরহেযগার, সূক্ষ্মদর্শী, প্রজ্ঞাবান এবং ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত গভীর জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি। তাকওয়া সম্পর্কে তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বেশী পরিজ্ঞাত আর ফিক্হী মাসআলা সম্পর্কে অধিক প্রাজ্ঞ।

খাল্ফ ইবনে হিশাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে এমন উত্তম চরিত্র এবং বিনয় দান করেছিলেন যে, তাঁকে দেখলেই আল্লাহ্র কথা স্মরণ হতো। আশআস বলেন, মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে ফিকাহ্ সংক্রান্ত কোন মাসআলা তথা হালাল–হারাম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তাঁর চেহারা এতই বিবর্ণ হয়ে পড়তো, মনে হতো যেন ইনি সেই ইবনে সীরীন নন, অন্য কেউ। মাহদী ইবনে হাসান বলেন, আমরা প্রায়ই মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের কাছে যাতায়াত করতাম। তিনি আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন, আমরাও অসংকোচে তাঁর সাথে কথা বলতাম। কিন্তু কখনো মৃত্যুর আলোচনা শুরু হলে তাঁর চেহারা এমন ফ্যাকাসে ও বিবর্ণ হয়ে যেতো, মনেই হতো না যে ইনি সেই ব্যক্তি যার সাথে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম। এ মহান জ্ঞানতাপস ৭৭ বছর বয়সে ১১০ হিজরীর ৯ই শাওয়াল ইহলোক ত্যাগ করেন।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

স্বপ্নের ব্যাখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র। যিনি জগতসমূহের পালনকর্তা। নাবিয়্যিল উম্মী সাইয়েদুনা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাহাবীগণের উপর সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক।

অতঃপর স্বপ্নের তা'বীর (ব্যাখ্যা) সংক্রান্ত বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর সাথে সম্পর্কযুক্ত এটি এক তথ্য সমৃদ্ধ ও নযীরবিহীন কিতাব। যার বিন্যাস পঁচিশটি পরিচ্ছেদে সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তা'বীর দানকারীর আদব, ভাল–মন্দ স্বপ্নের পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষমতা ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নীতিমালা

জানা দরকার–স্বপ্ন নবুওয়তের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। তাই এর তা'বীর দানকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাওফীক পেতে, সঠিক পথ- নির্দেশনা লাভ করতে এবং এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ মনীষীবৃন্দের তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় জানতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির বৃত্তে বিচরণকারী ও বিশেষ গুণী হওয়া একান্ত জরুরী।

(ক) পবিত্র কোরআনের বিজ্ঞ আলেম হওয়া। (খ) রসূলে পাক (দঃ) বর্ণিত হাদীসের হাফেয হওয়া। (গ) আরবী ভাষা, শব্দমূল ও রূপান্তর সম্পর্কে পারদর্শী হওয়া। (ঘ) মানব–প্রকৃতি ও এর স্তর বিন্যাসে দক্ষতার অধিকারী হওয়া। (ঙ) তা'বীর তথা ব্যাখ্যার নিয়ম–নীতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা। (চ) আধ্যাত্মিক পবিত্রতায় ধন্য হওয়া। (ছ) নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া। (জ) আচার–আচরণে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় বহন করা। আল্লাহ্ আমাকে, আপনাকে,

সকলকে তাঁর আনুগত্যের তাওফীক দান করুন।

কেননা, স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কখনো যুগ-বিবর্তন, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, কোন সময় পবিত্র কোরআনের আলোকে, কখনো নবী করীম (দঃ)-এর হাদীসের মর্ম অবলম্বনে ব্যাখ্যা দিতে হয়। আবার কোন সময় প্রচলিত ধারণা বা রীতির ভিত্তিতে তা'বীর দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। কখনো স্বপ্ন দেখা ব্যক্তির বদলে তার অনুরূপ ও তুল্য ব্যক্তি অথবা তার একই নামের ব্যক্তির প্রতি সম্পৃক্ত করে ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন হয়।

একইভাবে স্বপ্নের তা'বীর কখনো শুধু বাহ্যিক নামের দ্বারা, কোন সময় কেবল ভাবার্থের দৃষ্টিতে হয়ে থাকে। সময়ে আবার স্বপ্নে দেখা বিষয়বস্তুর বিপরীত অর্থে, কখনো শব্দমূল কিংবা তার রূপান্তর দৃষ্টে, কখনো দেখা বিষয়ের মধ্যে বাড়িয়ে বা কমিয়ে ব্যাখ্যা করা হলে মর্ম উদ্ধারে সহায়ক হয়ে থাকে।

পবিত্র কোরআনের আয়াত মর্মে তা'বীর দেয়ার দৃষ্টান্ত-যেমন, স্বপ্নে কোন ব্যক্তি ডিম দেখতে পেলে তার অর্থ হবে নারী। যথা-আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ ۝

জান্নাতী হুর-বালাগণ যেন ডিমের ভেতর কুসুমের ন্যায়।

(সূরা সাফফাত ঃ আয়াত ৪৯)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতী হুর-বালাকে ডিমের সাথে তুলনা করেছেন। অনুরূপ পাথরের তা'বীর নিতে হবে অন্তরের কাঠিন্য ও পাষাণধর্মী অর্থে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً

অতঃপর (এ ঘটনার পর) তোমাদের অন্তরসমূহ পাথরের ন্যায় কঠিন হয়ে গেল, এমনকি তদপেক্ষাও কঠিন। (সূরা বাকারাহ্ ঃ আয়াত ৭৪)

আর তাজা গোশত দেখার অর্থ হবে গীবত তথা পরনিন্দা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط

তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পসন্দ করবে ? তোমরা তো একে ঘৃণা করে থাক। (সূরা হুজুরাত ঃ আয়াত ১২) গীবত বা পরের নিন্দা করাকে এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। স্বপ্নে কোন ব্যক্তি চাবি দেখতে পেলে এ দ্বারা ধন-সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত বুঝতে হবে। কেননা, পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَآ اِنَّ مَفَاتِحَهٗ لَتَنُوْٓءُ بِالْعُصْبَةِ اُولِى الْقُوَّةِ

আর তাকে আমি এত ধন-সম্পদ দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা কয়েকজন শক্তিশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। (সূরা কাসাস ঃ আয়াত ৭৬)

কাজেই চাবি দ্বারা মালের অর্থ ধরে নিতে হবে এই কারণে যে, চাবির মাধ্যমেই ধন-ভাণ্ডারের নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়। আর নৌকার অর্থ হবে মুক্তিলাভ করা। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَ اَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ

আমি তাকে এবং নৌকায় আরোহী লোকদের মুক্তিদান করেছি।

(সূরা আনকাবূত ঃ আয়াত ১৫)

অন্য আয়াতে আছে ঃ

فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ

অতঃপর আমি তাকে (নূহকে) ও নৌকায় তার সঙ্গীদের মুক্তি দিয়েছি।

(সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১১৯)

অনুরূপ কেউ স্বপ্নে দেখল, কোন ঘর-বাড়ী, শহর-বন্দর অথবা মহল্লায় বাদশাহ্ বা রাষ্ট্রপতি প্রবেশ করেছেন। অথচ তাঁর যত্রতত্র আগমন স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় এর ব্যাখ্যা হবে এই যে, উক্ত স্থানের বাসিন্দাদের উপর কোন বিপদ পতিত হবে অথবা তারা নিজেরা অচিরেই কোন বিপদ-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। যেহেতু নিম্নোক্ত আয়াতের মর্ম ও ভাবার্থ এরই প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْٓا اَعِزَّةَ اَهْلِهَآ اَذِلَّةً

বস্তুত (আধিপত্যবাদী) রাজা-বাদশাহগণ কোন জনপদে প্রবেশ করলে সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তথাকার সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে অপদস্থ করে ছাড়ে।

(সূরা নামল ঃ আয়াত ৩৪)

স্বপ্নে পোশাক দেখলে একইভাবে নারী অর্থ নিতে হবে। যথা আল-কোরআনের ভাষায় ঃ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

-তারা তোমাদের পরিচ্ছদ, তদ্রূপ তোমরাও তাদের পরিচ্ছদ।

(সূরা বাকারাহ ঃ আয়াত ১৮৭)

এ জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়।

একইভাবে নবী করীম (দঃ) বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা'বীর দেয়ার ক্ষেত্রে (নাম ও বিষয়বস্তুর সাথে) সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। যেমন, স্বপ্নে কোন ব্যক্তি কাক দেখতে পেল। এর ব্যাখ্যা হবে ফাসেক ও অসৎ লোক। কেননা, নবী করীম (দঃ) কাককে ফাসেক নামে অভিহিত করেছেন। কেউ ইঁদুর দেখতে পেয়েছে। এর

ব্যাখ্যা হবে অসৎ নারী। কারণ, নবী করীম (দঃ) ইঁদুরকে এক হাদীসে فاسقة এবং অপর হাদীসে فويسقة (চরিত্রহীনা) বলে আখ্যায়িত করেছেন। স্বপ্নে এক ব্যক্তি পাঁজরের হাড় দেখতে পেল, এর অর্থ নারী বা মহিলা নেয়াই সঙ্গত। যেহেতু রসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ اَعْوَجَ

"নারী (জাতি)-কে পাঁজরের বাঁকা হাড়ের প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

একইভাবে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দরজার চৌকাঠ দেখতে পেল। এর অর্থও নারী হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে-তিনি প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে বলেছিলেন ঃ غَيِّرْ اُسْكُفَةَ بَابِكَ তোমার দরজার চৌকাঠ বদলে ফেল। চৌকাঠ দ্বারা এখানে স্ত্রী বুঝানো হয়েছিল। এ জাতীয় অসংখ্য উপমা বর্ণিত রয়েছে।

প্রচলিত প্রবাদ বা পরিভাষার ভিত্তিতে তা'বীর দেয়ার দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পেল তার হাত তুলনামূলক লম্বা হয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি জনকল্যাণমূলক কাজে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। কেননা, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় আরবরা বলে থাকে ঃ هٰذَا اَطْوَلُ مِنْكَ يَدًا -তোমার চেয়ে এই ব্যক্তির হাত অধিক প্রসারিত। এ কথা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল-লোকটি অধিকতর দানশীল। লাকড়ী সংগ্রহ ও জমা করার ব্যাখ্যা হবে পরনিন্দায় লিপ্ত হওয়া। কারণ, নিন্দা-চর্চায় লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে আরবরা বলে থাকে-লোকটি লাকড়ী বা কাঠখড়ি জমা করায় ব্যস্ত আছে।

স্বপ্নে রোগ-ব্যাধি দেখতে পাওয়ার অর্থ-নিফাক বা মিথ্যা-কপটতা। যেমন, অঙ্গীকার পূরণ করে না এহেন লোক সম্পর্কে আরব সমাজে বলা হয়ে থাকে- "অঙ্গীকার পূরণে লোকটি বেজায় অসুস্থ (فَلَانٌ يَمْرُضُ فِىْ وَعْدِهٖ)। নকশা কিংবা ফর্মা দেখলে অর্থ হবে পুত্র সন্তান। যেহেতু পারস্পরিক আলাপচারিতায় পিতার আকৃতি সদৃশ পুত্র সম্পর্কে আরব জনতা বলে থাকে - هُوَ مِخْطَةُ الْاَسَدِ অর্থাৎ, আকারে লোকটি সিংহের আকৃতি পেয়েছে।

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল-লোকদের প্রতি সে তীর, বন্দুকের গুলী অথবা পাথর নিক্ষেপ করছে। এর তা'বীর হবে-সে ব্যক্তি লোকদের নিন্দাচর্চা ও দুর্নাম রটনা করছে। কেননা, আরব সমাজে বলা হয় ঃ رَمٰى فَلَانٌ فَلَانًا وَقَذَفَهٗ অর্থাৎ, অমুক লোক অমুক ব্যক্তিকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছে, অথবা তার প্রতি অপবাদ আরোপ করেছে। এক ব্যক্তি উশনান জাতীয় ঘাস অথবা সাবান ইত্যাদি দ্বারা নিজের হাত ধোয়া দেখতে পেল। এতে কোন বিষয়ে নিরাশ হওয়ার অর্থ প্রকাশ পায়। কেননা,

আরবদের মধ্যে কেউ যদি বলে ঃ

غَسَلْتُ يَدِىْ بِالْأُشْنَانِ عَنْكَ اَىْ اَيِسْتُ مِنْ خَيْرِكَ

'উশনান দ্বারা তোমার বিষয়ে আমি হাত ধুয়ে ফেলেছি।' এর অর্থ তখন এটাই নেয়া হয় যে, তোমার কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে আমি নিরাশ হয়ে গেছি। অনুরূপ স্বপ্নে কেউ ভেড়া দেখতে পেলে তার ব্যাখ্যা হবে–সে ব্যক্তি সমাজে গণ্যমান্য ও বরণীয় হবে। এ জাতীয় অগণিত উপমা সমাজে প্রচলিত প্রবাদ হিসাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

নামের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তা'বীর করার দৃষ্টান্ত– যেমন, কারো নাম 'ফযল' হলে ফযীলত, 'রাশেদ' হলে হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন এবং 'সালেম' হলে শান্তি–নিরাপত্তা ইত্যাদি অর্থ নিতে হবে। আর অর্থ ও মর্মদৃষ্টে তা'বীর করতে হলে তার উপমা যেমন, নার্গিস ও গোলাপ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করলে কিংবা এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হলে তার অর্থ হবে স্থায়িত্বহীনতা ও আয়ুর স্বল্পতা। কিন্তু স্থায়িত্ব ও দীর্ঘায়ুর কারণে রায়হান ফুলের সুগন্ধির ব্যাখ্যা এর বিপরীত অর্থবোধক নিতে হবে। (অর্থাৎ, স্বপ্নে কেউ রায়হান ফুল দেখতে পেয়ে এর তা'বীর জানতে চাইলে উত্তর হবে–তার আয়ু দীর্ঘ হবে। কেননা, রায়হান ফুলের গাছ বহু দিন বেঁচে থাকে এবং এর সুগন্ধি ও সজীবতা অন্যান্য ফুল বা সুগন্ধির তুলনায় অধিক স্থায়ী হয়। –অনুবাদক) এ জাতীয় বহু দৃষ্টান্ত বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়।

বিপরীত অর্থে ব্যাখ্যা দেয়ার দৃষ্টান্ত যেমন– স্বপ্নে এক ব্যক্তি নিজেকে কান্নারত অবস্থায় দেখতে পেল। এর সাথে চিৎকার, আওয়াজ কিংবা কাপড় ছিঁড়ে ফেলা যুক্ত না হলে অর্থ হবে– আনন্দ ও খুশীর আগমন। পক্ষান্তরে হাসি–খুশী ও নাচ দেখতে পেলে অর্থ হবে দুঃখ–বেদনা, বিপদ–মুসীবত ও দুশ্চিন্তা। অনুরূপ দুই ব্যক্তিকে পরস্পর বিবদমান ও কুস্তিরত দেখা গেলে ধরাশায়ী ও পরাজিত ব্যক্তিকেই বিজয়ী ধরে নিতে হবে।

কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল–তার দেহে শিংগা লাগানো হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা–তার প্রতি কোন শর্ত আরোপ করা হবে। অথবা দেখতে পেল তার প্রতি কোন শর্ত লাগানো হচ্ছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে– তার গায়ে শিংগা লাগানো হবে। কেননা, শর্ত (شرط) শব্দটি আরবী ভাষায় শিংগা লাগানোর অর্থে ব্যবহারের প্রচলন বহুল পরিচিত।

অনুরূপ কেউ স্বপ্নে দেখল– তাকে কবরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। এর অর্থ হল, তাকে বন্দী করা হবে। কিন্তু যদি দেখতে পায় তাকে এমন জায়গায় আটক করার আয়োজন চলছে, যা তার নিকট অজ্ঞাত ও অপরিচিত। তদুপরি সেখানকার

বাসিন্দাদেরকেও সে চিনতে পারে না, তাহলে অর্থ হবে (অচিরেই) সে কবরবাসী হবে, যদি সেখান থেকে বের হয়ে আসার অবস্থা দেখতে না পায়। অনুরূপ স্বপ্নে যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখতে পাওয়ার অর্থ- দর্শনকারী ব্যক্তি দুশমন কর্তৃক আক্রান্ত হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল, সে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হবে- স্থানটি বন্যা কবলিত হবে। পঙ্গপাল দেখার অর্থ- সৈন্যদল আর সৈন্যদলের অর্থ- পঙ্গপাল মনে করতে হবে। এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অসংখ্য-অগণিত, যার সীমা-সংখ্যা গণনা দ্বারা শেষ করার মত নয়।

উপরন্তু পঙ্গপাল দেখার অর্থ কখনো গুপ্তধন হয়ে থাকে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল তার সাথে ভনভন আওয়াজ না থাকা চাই। কিন্তু পঙ্গপালের সাথে ভনভন শব্দ উচ্চারিত হতে থাকলে ব্যাখ্যা হবে ঝগড়া-ফাসাদ, কলহ-বিবাদ। চুল দেখার অর্থ ধন-সম্পদ ও রকমারি চাকচিক্য। কিন্তু চুল বড় হয়ে চেহারায় পতিত হলে কিংবা মুখমণ্ডল অতিক্রম করে গেলে অর্থ হবে, চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-বেদনার নিদর্শন। অবশ্য কেউ কেউ এদ্বারা লেবাস-পোশাক অর্থ নিয়ে থাকেন। কেউ যদি মাথার চুল লেপ্টে জড়িয়ে রয়েছে দেখতে পায়, তাহলে অর্থ হবে তার সম্পর্কে দুর্নাম রটানো হবে, যার প্রতিকার তার পক্ষে সম্ভব হবে না। কেউ স্বপ্নে দেখল তার পাখা বা দুটি ডানা রয়েছে। এর অর্থ হবে, সে ব্যক্তি অর্থ-বিত্তের মালিক হবে। আর পাখায় ভর করে উড়ে গেলে অর্থ হবে, সে লোক সফরে বের হবে।

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল তার হাত কাটা পড়েছে, কিন্তু খণ্ডিত হাত সে তুলে নিয়েছে এবং সেটি তার সাথেই রয়েছে। এমতাবস্থায় অর্থ হবে-ভাই কিংবা পুত্র দ্বারা সে ব্যক্তি উপকৃত হবে। কিন্তু কাটা হাত তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে দেখতে পেলে অর্থ হবে, ভাই অথবা ছেলে দ্বারা তার বিপদ ঘটবে।

কোন রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হয়ে নিজেকে ঘর থেকে বের হওয়া অবস্থায় দেখতে পেল। বের হওয়া কালে যদি কারো সাথে কথা বলে, তাহলে সে রোগমুক্ত হবে। আর কথা না বললে তার মৃত্যু হবে। মাকামাতে বর্ণিত আছে-যদি তা বিভিন্ন রং ও বর্ণ বিশিষ্ট না হয়, তাহলে তার অর্থ হবে অপবিত্র ও চরিত্রহীনা নারী। কিন্তু রং সাদা-কালো মিশ্রিত হলে অর্থ হবে দিন ও রাত। মাছ দেখলে সংখ্যা জানা থাকলে অর্থ হবে নারী। আর জানা না থাকাবস্থায় অর্থ হবে গনীমতের মাল ও ধন-সম্পদ। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে- যা বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায়।

মানুষের মান-মর্যাদা, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ এবং অবস্থার প্রেক্ষাপটেও একই ভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন, কোন দ্বীনদার-পরহেযগার ও সৎকর্মশীল ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, তার হাতে অথবা ঘাড়ে বেড়ি

লাগানো হয়েছে। এটা তার জন্য কল্যাণ ও বিপদ-বিপর্যয় থেকে নিরাপদ থাকার নিদর্শন।

পক্ষান্তরে চরিত্র ও কর্মগতভাবে সে যদি এর বিপরীতধর্মী হয়, তাহলে এটা তার দ্বারা অধিক পরিমাণে পাপকার্য অনুষ্ঠিত হওয়া এবং পরিণামে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রমাণ করে। অসীম করুণা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

অনুরূপ সময়ের ব্যবধানেও স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তারতম্য হতে পারে। যেমন, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে হাতির পিঠে সওয়ার হয়ে আছে। এ স্বপ্ন যদি রাতের বেলা দেখে, তাহলে অর্থ হবে-সে ব্যক্তি বৃহত্তর কল্যাণধর্মী কাজের মালিক হবে। কিন্তু দিনের বেলা দেখলে তার অর্থ- আপন স্ত্রীকে সে তালাক দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ জেনে রাখা দরকার যে, রাতের শেষ প্রহরে এবং দিনের বেলা দুপুরে বিশ্রামকালে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সাধারণত সত্যে পরিণত হয়ে থাকে। অনুরূপ ফল পাকার মওসুম এবং বিক্রয়কালীন সময়ে দেখা স্বপ্ন ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। কিন্তু শীতকালে ও বৃষ্টিপাতের সময় দেখা স্বপ্ন বাস্তবায়নের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির কথা ও বক্তব্য প্রথমত উত্তমরূপে বুঝে নেয়া, অতঃপর তাকে নির্ধারিত নিয়মের সাথে মিলিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা ব্যাখ্যা দানকারীর অন্যতম কর্তব্য। তার কথা যদি সঠিক হয়, ভাবের সাথে বাক্যের পারস্পরিক সম্পর্ক পুরাপুরি বজায় থাকে, তদুপরি তার বক্তব্যের মর্ম সুস্পষ্টরূপে বুঝে আসে, তাহলে মনে করতে হবে এ স্বপ্ন সত্য ও সঠিক। আর বক্তব্যের অর্থ একাধিক ও বিভিন্ন রকম মনে হলে বিবেচনা করে দেখতে হবে, শব্দের কোন্ অর্থ মূল অর্থের অধিক নিকটবর্তী। অতঃপর সে অনুপাতেই ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং সে অর্থই গ্রহণ করা বিধেয়।

পক্ষান্তরে স্বপ্নের আদি-অন্ত পুরোটাই যদি অবিন্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়, নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করা আদৌ সম্ভব না হয়, তাহলে এ স্বপ্ন আদতে অর্থহীন ও বাতিল ধরে নিতে হবে। স্বপ্নের বিষয়বস্তু একেবারে অস্পষ্ট মনে হলে তার মনের অবস্থা জেনে নিতে হবে। স্বপ্ন নামায সম্পর্কিত হলে তার নামাযের অবস্থা জিজ্ঞেস করবে, সফর বিষয়ক হলে সফরের অবস্থা আর বিয়ে সম্পর্কিত হলে বিয়ের ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করে অতঃপর সে অনুপাতে ব্যাখ্যা দিবে।

পক্ষান্তরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা পাপাচারধর্মী ও মন্দের প্রতি ইঙ্গিতবাহী হলে প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা বিধেয়। অথবা উত্তম ব্যাখ্যা দিয়ে এর আসল অর্থ চেপে যাওয়াই সমীচীন।

অনুচ্ছেদ ঃ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আসল অর্থ বিবেচনা ব্যতীত যে কোন প্রকারের একটা ব্যাখ্যা দিলেই একে তা'বীর বলা যায় না। এ পর্যায়ে বরং প্রথমত বিষয়টি তলিয়ে দেখা দরকার–এটি কোন্ ধরনের এবং কি জাতের। সুতরাং প্রকৃতিগতভাবে স্বপ্নে দেখা বিষয়বস্তুর জাত, প্রকার ও স্বভাব অবগত হওয়ার পর সে অনুপাতে তা'বীর করা উচিত এবং ব্যাখ্যা দেয়ার কালে আনুষঙ্গিক প্রকার, প্রকৃতি ও স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। অতএব, জাতের দৃষ্টান্ত যেমন গাছ–পালা, পশু–পাখী এ সবই পুরুষ জাতীয়। এখন কথা হল স্বপ্নে গাছ দেখতে পেলে চিন্তা করবে গাছটি কোন্ প্রকারের ? অথবা পশু–পাখী হলে কোন্ ধরনের প্রাণী এগুলি ? এতসব চিন্তার আলোকে প্রকার বা ধরন নির্ণয়ের পর সে হিসাবে ব্যাখ্যা দেয়াই বিধিসম্মত।

অতএব, গাছটি যদি খেজুর বৃক্ষ হয়, তাহলে এর ব্যাখ্যা হল–সেটি একজন সম্মানিত আরবী লোক বুঝতে হবে। কেননা, খেজুর গাছের উৎপাদন সাধারণত ও মূলত আরব দেশেই হয়ে থাকে। আর আখরোট হলে আজমী তথা অনারব লোক অর্থ নেয়া সঙ্গত। কারণ, আখরোট সাধারণত অনারব দেশে উৎপন্ন ফল। অনুরূপ বৃহদাকার পাখী হলে আরবী লোক আর ময়ূর পাখী হওয়া অবস্থায় অনারব লোক উদ্দেশ্য হবে। এরপর চিন্তা করতে হবে বিষয়টির স্বভাব বা চরিত্র কোন্ ধরনের হতে পারে। এ পর্যায়ে সেটি খেজুর বৃক্ষ হলে ব্যাখ্যা হবে–লোকটি পূত–পবিত্র অন্তর ও কল্যাণধর্মী গুণের অধিকারী। আর আখরোট গাছ হলে ব্যাখ্যা হবে–সে লোক কলহপ্রিয় এবং তার আচার–আচরণে ধোকাবাজির প্রবণতা রয়েছে। কেননা, আখরোট থেকে খড়খড় আওয়াজ নির্গত হয় এবং পাষাণতুল্য উপরের সুপুষ্ট খোসা ভঙ্গ করা ব্যতীত ভিতরের শাঁস অর্জন করা যায় না।

স্বপ্নে দেখা বিষয়টি পাখী হলে অর্থ হবে– সে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে বিদেশ সফরে দিন কাটাবে। কেননা, নানা স্থানে উড়ে আর ঘুরে বেড়ানোই পাখীর সহজাত অভ্যাস। কিন্তু পাখীটি ময়ূর হলে অর্থ হবে–সে লোক অনারব সম্পদশালী বাদশাহ্, বিশেষ জাঁকজমক ও সৌন্দর্যের অধিকারী, তদুপরি যার ভক্ত অনুসারীর সংখ্যা হবে পরিমাণে অধিক। এই একই ব্যাখ্যার অধীনে মনে করতে হবে পাখীটি যদি বাজ কিংবা ঈগল জাতীয় হয়। কিন্তু পাখীটি কাক কিংবা পেঁচক জাতীয় হওয়ার অর্থ লোকটি ধর্মহীন, অসৎ এবং পাপাচারে বিজড়িত। এমন ধরনের চিন্তা–ভাবনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যাখ্যা দেয়া বাঞ্ছনীয়। তবেই আল্লাহ্ চাহে তো সঠিক পথ পাওয়া যেতে পারে এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাওফীকের আশা করা যায়।

■

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার ব্যাখ্যা

স্বপ্নে কোন ব্যক্তি উত্তম অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দর্শন লাভে ধন্য হলে এটা তার জন্য সুসংবাদ, আনন্দ ও সাফল্য হাসিলের নিদর্শন বিশেষ। কিয়ামতের ময়দানে এ অবস্থায়ই আল্লাহ্‌র সাক্ষাত লাভে সে ধন্য হবে। অধিকন্তু পার্থিব জীবনে তার যাবতীয় নেক আমল কবুল হওয়ার দলীল সাব্যস্ত হবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলাকে সে যদি তৃপ্ত নযরে দেখতে পায়, তাহলে পার্থিব জীবনে তার যথাযথ মূল্যায়ন হবে, মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, উপরন্তু সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, মহান আল্লাহ্ তাকে কোন পার্থিব জিনিস দান করছেন। এর ব্যাখ্যা হবে, সে কোন রোগে আক্রান্ত হবে, কোন বিপদে পতিত হবে অথবা তার পরীক্ষা নেয়া হবে, পরিণামে যার প্রতিদান এত অধিক পরিমাণে তাকে দেয়া হবে যে, পরিশেষে সে লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। এক ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় অবতরণ করতে দেখতে পেল। এর ব্যাখ্যা হবে সে স্থানের বাসিন্দাদের আনন্দ, কল্যাণ ও সফলতা নসীব হবে।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, আল্লাহ্‌পাক তার সাথে এমন কথা বলছেন, যার মাঝে হুমকি, ধমকি, নিষেধাজ্ঞা ও ওয়াদা-অঙ্গীকার রয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- সে গোনাহ্‌গার এবং যে কাজে লিপ্ত আছে, সেগুলো ছেড়ে দেয়া উচিত।

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে আল্লাহ্ পাক স্বয়ং তার বিছানায় উপস্থিত হয়ে তাকে মুবারকবাদ জানাচ্ছেন, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার প্রতি রহমত বর্ষিত হবে এবং সে বুযুর্গীপ্রাপ্ত হবে। কেননা, এ জাতীয় স্বপ্ন দেখার ভাগ্য কেবল নেককার-পরহেযগার লোকদেরই হয়। কেউ যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখতে পায় যে, তাঁর ছবি বানানো হয়েছে, অথবা আল্লাহ্‌কে দেখছে বলে নিজের কল্পনায় আসে, কিংবা আল্লাহ্‌র অনুরূপ অন্য কাউকে দেখতে পায়, এমতাবস্থায় এর তা'বীর হল- এহেন স্বপ্নদ্রষ্টা লোকটি অচিরেই মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ আরোপকারী এবং আচার-আচরণে বেদআতের অনুসরণকারী প্রতিপন্ন হবে।

কাজেই অতিশীঘ্র তার তওবা-ইস্তেগফারে আত্মনিয়োগ করা দরকার।

একইভাবে কেউ যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে অপূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেখতে পায় অথবা মূর্তি-প্রতিমা কিংবা অন্য এমন অবস্থায় দেখতে পায়, যা তাঁর সৌন্দর্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের জন্য শোভনীয় নয়, তাহলেও তার তওবা-ইস্তিগফারে লুটিয়ে পড়া উচিত। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সকল ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী।

ঘটনা ঃ একবার এক লোক হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি স্বপ্নে দেখি আল্লাহ্ যেন আমাকে একখণ্ড লোহা দান করেছেন এবং আমাকে এক ঢোক সিরকা পান করিয়েছেন, এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে ? উত্তরে ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ) বললেন, লোহা দ্বারা কঠোরতা বুঝানো হয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন ঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ

-আর আমি লোহা নাযিল করেছি, যাতে রয়েছে বিপুল কঠোরতা।

(সূরা হাদীদ ঃ আয়াত ২৫)

তোমার সন্তানদের কেউ সম্ভবত হযরত দাউদ (আঃ)-এর এ কারিগরি বিদ্যা শিখে নিতে পারে। আর আল্লাহ্ তোমাকে সিরকা পান করানোর অর্থ হল, তুমি কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে যার সময়সীমা দীর্ঘ হতে পারে। এই রোগশয্যায় তুমি প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হবে। এ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে আল্লাহ্ তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তোমার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

■

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ফেরেশতা, আম্বিয়া, সালেহীন, উলামা, কা'বাঘর, আযান, নামায, হজ্জ ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

যে ব্যক্তি স্বপ্নে কোন ফেরেশতার দর্শন লাভ করে, এটা তার জন্য দুনিয়াতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বুযুর্গী হাসিলের নিদর্শন আর নিজ শহরের অধিবাসীদের সফলতা লাভের পরিচয়। উচ্চ মর্যাদাশালী কোন ফেরেশতা দেখতে পাওয়া কল্যাণ, শাহাদতের মর্যাদা, সজীবতা, উপকারী বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত রিযিক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ।

ফেরেশতা যদি মসজিদে দেখতে পায়, তাহলে অর্থ হবে- এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি রয়েছে। তাদেরকে বেশী বেশী দো'আ-ইস্তেগফার, নামায, সদকা এবং দান-খয়রাত অধিক পরিমাণে করার হুকুম দেয়া হয়েছে। কিন্তু ফেরেশতা বাজার-বন্দরে দেখা গেলে উদ্দেশ্য হবে- লোকদেরকে ওজনে কম-বেশী করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর কবরস্তানে দেখা গেলে ব্যাখ্যা নিতে হবে, আলেম-উলামা, ফকীহ ও দ্বীনদার-পরহেযগার লোকদের মধ্যে ব্যাপকহারে রোগ-বালাই ছড়িয়ে পড়বে। স্বপ্নে কেউ কোন অপরিচিত লোক দেখতে পেল, কিন্তু লোকেরা তাকে ফেরেশতা বলেই উল্লেখ করল, তাহলে বুঝতে হবে ইনি কোন মর্যাদাবান ফেরেশতাই বটেন।

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ স্বপ্নে নবী করীম (দঃ)-এর যিয়ারত লাভে ধন্য হল এবং সেখানে কোন অপ্রিয় কথা বা অপ্রীতিকর দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়নি, তাহলে এটা তার জন্য সুসংবাদের আলামত। তার দ্বারা নেক আমল সাধিত হওয়ার লক্ষণ। পক্ষান্তরে স্বপ্নে অপ্রীতিকর কিছু দেখা গেলে বুঝতে হবে- স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অভাব ও সংকট দেখা দেবে।

কেউ নবী করীম (দঃ)-কে অনুর্বর শুষ্ক ভূমিখণ্ডে দেখতে পেলে সে স্থান সবুজ, শস্য-শ্যামল হয়ে উঠবে। কেউ তাঁকে বিপদ-মুসীবতকালে দেখতে পাওয়ার অর্থ আল্লাহ্ তার সকল বিপদাপদ দূর করে দেবেন। কেউ স্বপ্নে দেখল, নবী করীম (দঃ) কারো আঙ্গিনায় উপস্থিত। এর অর্থ- সে স্থানে অগ্নিকাণ্ড কিংবা অন্য কোন উপায়ে

ধ্বংস নেমে আসবে। কেউ তাঁকে অপূর্ণ দেহ, অসুস্থ, রুগ্ন, মৃত কিংবা বিকৃত কোন অবস্থায় দেখতে পেলেও স্বপ্নের কোন কল্যাণ নেই, এটি অশুভ স্বপ্ন। একে দর্শনকারী ব্যক্তির দ্বীনদারীর মধ্যে ক্রুটির আলামত বলে মনে করতে হবে। কেউ দেখল, তিনি সুন্দর পোশাকে বিভূষিত। এটি দ্বারা বুঝাবে তাঁর উম্মত দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতে উত্তম হালে আছে। নবী করীম (দঃ)-কে কেউ চলমান অবস্থায় দেখতে পেল। অর্থ হবে, নিজ উম্মতকে তিনি জিহাদের হুকুম দিচ্ছেন। কিন্তু একে দর্শনকারীর দ্বীনদারীর মধ্যে ক্রুটি থাকার আলামত বলেও বুঝতে হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল, নবী করীম (দঃ) হজ্জ পালন করছেন। ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারী ব্যক্তির হজ্জব্রত পালনের ভাগ্য হবে। কেউ দেখল, নবী (দঃ) ওয়ায করছেন। অর্থ হবে- তাঁর উম্মত শরীঅতের আনুগত্যে এগিয়ে যাবে। কেউ স্বপ্নে দেখল, রসূলে করীম (দঃ) আয়নায় চেহারা দেখছেন। ব্যাখ্যা হবে- নিজ উম্মতকে তিনি আমানত আদায়ে উদ্বুদ্ধ করছেন।

এক ব্যক্তি নবী করীম (দঃ)-কে আহাররত অবস্থায় দেখতে পেল। অর্থ হবে- নিজ উম্মতকে তিনি যাকাত আদায়ে উৎসাহিত করছেন। কেউ স্বপ্নে দেখল, নবী করীম (দঃ) আপন পরিধেয় পোশাক মোবারকের মধ্য হতে কোন বস্ত্র তাকে পরিয়ে দিচ্ছেন, অথবা নিজের আংটি, তরবারি কিংবা এ জাতীয় অন্য কিছু দান করছেন। তাহলে ব্যাখ্যা হবে- রাজত্ব, শাসন ক্ষমতা, ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় জ্ঞান, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদির মধ্য হতে যাই কিছু সে প্রাপ্ত হোক, তাতে সে চরম উন্নতি লাভ করবে।

অনুচ্ছেদ ঃ অন্য নবীগণকে স্বপ্নে দেখা ঃ পূর্ববর্তী নবীগণকে স্বপ্নে দেখা সজীবতা, বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য, জিনিসপত্রের সস্তা দর, সুসংবাদ, সকল ক্ষেত্রে বরকত, সফলতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে বর্ণিত ফেরেশতাগণকে স্বপ্নে দেখার ন্যায় অর্থবোধক। কেবল এক বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে যে, আম্বিয়া (আঃ)-কে দর্শনের ফলে শাহাদতের মর্যাদা লাভের কোন সম্ভাবনা নেই, যেমনটি বলা হয়েছে ফেরেশতা দর্শনের ব্যাখ্যায়।

কেউ স্বপ্নে দেখল, পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্য হতে কোন একজন নবীর রূপে সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- উক্ত নবীর উপর যে সকল বিপদ-মুসীবত গত হয়েছে, দর্শনকারীও সে সমস্ত বিপদ-বিড়ম্বনার শিকার হবে। কিন্তু পরিশেষে সকল দুঃখ-যাতনা, কষ্ট-মুসীবতের পেষণ থেকে মুক্তিলাভ করে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ-কামিয়াবী ও মকবুলিয়াতের মর্তবা হাসিল করে ধন্য হবে। একই ভাবে স্বপ্নে আলেম-উলামা, পীর-আওলিয়া ও নেক লোকের দর্শন লাভ করা অতিশয় কল্যাণকর ব্যাপার।

অনুচ্ছেদ ঃ স্বপ্নযোগে কা'বা দর্শন ঃ কা'বাঘরের ব্যাখ্যা হল–তা মুসলমানদের ইমামের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি কা'বাঘরের মধ্যে কোন প্রকার কম–বেশী (পরিবর্তন) লক্ষ্য করবে, এর অর্থ, যে পরিমাণ কম–বেশী সে দেখতে পেল সমপরিমাণ বেশ–কম সমকালীন ইমামের মধ্যে প্রকাশ পাবে। খানায়ে কা'বা দর্শনের ব্যাখ্যা কোন কোন সময় শান্তি ও নিরাপত্তার অর্থবোধক হয়ে থাকে। তাই কেউ যদি পবিত্র মক্কা নগরী ব্যতীত অন্য কোন শহরে কা'বাঘর দেখতে পায়, তাহলে এর ব্যাখ্যা হল উক্ত শহরের বাসিন্দাগণ শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার অধিকারী হবে।

কেউ যদি কা'বাঘর দেখতে পায় এবং স্বপ্নযোগে তার তওয়াফ করে আর হজ্জের কিছু নিয়মও সম্পাদন করে, তাহলে এটা তার দ্বীন–ঈমানের মধ্যে কল্যাণের লক্ষণ। স্বপ্নযোগে কা'বাঘর দর্শনকারী ব্যক্তি সর্বদা শান–শওকত, জাঁকজমক, শান্তি–সমৃদ্ধি ও বিজয়ীরূপে জীবন কাটাবে। কেননা, কা'বাই হল মূল উদ্দেশ্য এবং আশা–আকাংখার চূড়ান্ত কেবলা। কেউ স্বপ্নে দেখল, কা'বাঘরের প্রতি সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে অথবা এর উপরিভাগে নামায পড়েছে, এটা তার ইসলাম থেকে মুখ ফিরানো এবং দ্বীন বর্জন করার নিদর্শন।

ঘটনা ঃ এক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনাতে শুরু করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম কা'বাঘরের উপর নামায পড়ছি। হযরত সাঈদ বললেন ঃ তুমি আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আমার মনে হয় তুমি দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছ। লোকটি সকাতরে আরয করল ঃ বিগত দুই মাস যাবত আমি কদরিয়া মতবাদের অনুসারী হয়ে গিয়েছি। হুযূর! এখন আমি এ মতবাদ থেকে আপনার হাতে তওবা করে নিলাম।

অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সোজা কেবলামুখী হয়ে সে নামায আদায় করছে। এটা তার আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে হেদায়তপ্রাপ্তি এবং রসূলুল্লাহ্ (দঃ)–এর সুন্নতের উপর আমল করার নিদর্শন। কিন্তু শর্ত হল, রুকূ–সিজদা, অন্যান্য হুকুম–আহকাম যথাযথ এবং খুশূ–খুযূ তথা পরিপূর্ণ একাগ্রতার সাথে আদায় করতে হবে। কেননা, নামায আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় এবং দ্বীনের ভিত্তিস্বরূপ। যদি নামাযের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি দেখতে পায়, তাহলে বুঝতে হবে, তার দ্বীনের মধ্যে সে পরিমাণ ত্রুটি রয়েছে, যতটুকু সে দেখতে পেয়েছে।

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল কেবলা হারিয়ে ফেলেছে, তালাশ করেও কেবলার দিক খুঁজে পাচ্ছে না। এটা দ্বীনের ব্যাপারে তার দিগভ্রান্ত ও পথহারা হওয়ার লক্ষণ। স্বপ্নে দেখল নামাযে কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে। এর অর্থ হবে, ইসলামের কোন রুকন

বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে তার আপত্তি অথবা সন্দেহ রয়েছে। কেউ স্বপ্নে দেখল কেবলার বিপরীতমুখী হয়ে নামায পড়েছে। অর্থ হবে–সে যেন কদরিয়া (তথা ভ্রান্ত কোন মতবাদের অনুসারী) হয়ে গেল। আর যদি দেখতে পায় পশ্চিমমুখী হয়ে নামায আদায় করেছে, তাহলে এটা তার জবরিয়া সম্প্রদায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার নিদর্শন। কেননা, পূর্বদিক নাসারা তথা খৃস্টানদের কেবলা আর পশ্চিমদিক ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের।

অনুরূপ কেউ স্বপ্নযোগে দেখতে পেল– সে ইয়াহুদী, খৃস্টান কিংবা অগ্নিপূজকে পরিণত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল–সে তাদের প্রিয়ভাজন হবে এবং তাদের বিপদে দ্রুত এগিয়ে যাবে। কেউ দেখতে পেল, সে মূর্তিপূজায় লিপ্ত আছে। এর অর্থ হল–সে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে এবং মিথ্যা ও ভ্রষ্টতার কথা বলে বেড়াবে। তদুপরি সে ব্যক্তির মদ্যপানে অভ্যস্ত হওয়া এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। উপাস্য মূর্তিটি রূপার তৈরী হলে হয়তো সে পাপকর্মের নিকটবর্তী হয়ে পড়বে অথবা কোন নারী সম্পর্কে মিথ্যা রটনায় জড়িয়ে যাবে। মূর্তিটি সোনার তৈরী হলে নিজের জন্যে ক্ষতিকর, অপসন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন হবে। মূর্তিটি কাঠের তৈরী হলে সে দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকে পাপাচারী লোকের সুহৃদ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে ঘনিষ্ঠ হবে। কিন্তু মূর্তিটি যদি লোহা কিংবা তামার তৈরী দেখতে পায়, তাহলে এটা তার দুনিয়া–অন্বেষী হওয়ার নিদর্শন।

কেউ স্বপ্নে দেখল, সে অগ্নিপূজায় লিপ্ত আছে। এটা তার দ্বীনী ব্যাপারে শয়তানের প্ররোচনা ও অবৈধ হস্তক্ষেপ দেখতে পাওয়ার আলামত। উপাস্য আগুনে যদি শিখা না থাকে, বরং স্বাভাবিক হয়, তাহলে সে অবৈধ সম্পদ ও হারাম মাল অন্বেষণকারী হবে। কেউ স্বপ্নে দেখল, সে লোকদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু যদি তার কেবলা সঠিক থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে–সে ব্যক্তি একদল লোকের অধিনায়ক বা আমীর নিযুক্ত হবে এবং অধীনস্থদের প্রতি ন্যায়–ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু কেবলা যদি ঠিক না থাকে, তবে শাসন আমলে অধীন লোকদের উপর সে যুলুম–নির্যাতন চালাবে।

অনুচ্ছেদ ঃ আযান বিষয়ক স্বপ্ন ঃ হজ্জের মওসুমে কেউ স্বপ্নে আযান শুনতে পেল, এটা তার হজ্জ আদায় করার আলামত। কোন সময় এর অর্থ আবার এটাও হতে পারে–দ্বীনের ব্যাপারে তার উন্নতি ও বুযুর্গী হাসিল হবে। কিন্তু হজ্জের মাসগুলো ছাড়া অন্য সময় যদি আযান শুনতে পায় অথবা স্বপ্নের মধ্যে সব সময়, সকল মওসুমে এবং পথে–ঘাটে আযান হচ্ছে মর্মে যদি আওয়াজ শুনতে পায়, তাহলে এটা লোকের মধ্যে সঠিক ও সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার পূর্ব–লক্ষণ।

মিনারা ঃ স্বপ্নযোগে কেউ দেখতে পেল মসজিদের মিনারা ভেঙ্গে পড়েছে, এটা স্থানীয় লোকজনের বিভিন্ন মাযহাবে বিভক্ত হয়ে পড়ার নিদর্শন। কেউ স্বপ্নে দেখল সে আযান দিয়েছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেনি, অথচ ব্যক্তি হিসাবে সে ন্যায় ও সত্যপরায়ণ, অধিকন্তু তার এ আযান দেয়া হয়েছে হজ্জের মাসগুলোতে, এমতাবস্থায় সে হজ্জের সফরে যাবে ঠিক, কিন্তু হজ্জ সম্পাদন তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার আযান যদি হজ্জের মওসুম ব্যতীত ভিন্ন সময় দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে এর অর্থ হবে, সে চুরি করবে। আর এ চুরি দ্বারা তার বৈষয়িক কোন উপকার হবে না। অথচ চোর হিসাবে তার দুর্নাম লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়বে।

কেউ স্বপ্নে দেখল– সে মসজিদ নির্মাণ করেছে। এর ব্যাখ্যা হবে একদল লোকের সাথে সে কোন কল্যাণমূলক কাজে ভূমিকা পালন করবে অথবা কারো বিয়ে সম্পাদন কর্মে সে শরীক থাকবে। এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল–সে এমন ভাষায় আযান দিচ্ছে, যে ভাষা তার অজ্ঞাত। এর অর্থ, সে একজন পাকা চোর। এক লোক স্বপ্নে দেখল–সে হাঁচি দিয়েছে এবং এর জবাবে "ইয়ারহামুকাল্লাহ্" বলা হয়েছে। এটা তার জন্য হজ্জ ও উমরা করার সুসংবাদ। কেউ স্বপ্নে দেখল– সে মাথা মুণ্ডন করেছে। স্বপ্ন যদি হজ্জের মওসুমে হয়, তাহলে সে হজ্জে গমন করবে। কিন্তু সময়টা হজ্জ মওসুম না হলে অর্থ হবে, তার মূলধন শেষ হয়ে যাবে। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ্ পরে যথাস্থানে প্রদত্ত হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল, মিম্বরে দাঁড়িয়ে সে ওয়ায করছে। সে যদি এর যোগ্য লোক হয়, তবে সেটি তার বুযুর্গী ও শাসন ক্ষমতা লাভের নিদর্শন। কিন্তু সে ওয়াযের যোগ্য না হলে তার মৃত্যুদণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিবরণ দিল–স্বপ্নে আমি আযান দিতে দেখতে পেয়েছি। এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ তোমার দুই হাত কাটা যাবে। লোকটি এখনো মজলিস ত্যাগ করেনি, ইত্যবসরে দ্বিতীয় এক লোক হাজির হয়ে একই স্বপ্ন ব্যক্ত করল ঃ হযরত! স্বপ্নে দেখলাম, আমি আযান দিচ্ছি। ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ তুমি হজ্জ করবে। উপস্থিত লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ হুযূর! স্বপ্ন তো একই, তাহলে এই পার্থক্যের রহস্য কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ প্রথম লোকটিকে দেখে মনে হল, তার চেহারায় পাপাচারের চিহ্ন ফুটে আছে। তাই পবিত্র কোরআনের আয়াত–

ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُوْنَ

(অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল ঃ হে কাফেলার লোকজন! অবশ্যই তোমরা চোর। সূরা ইউসুফ ঃ আয়াত ৭০)–এর আলোকে তা'বীর দিয়েছি। পক্ষান্তরে

দ্বিতীয়জনের চেহারা পূত-পবিত্রতার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মনে হল। কাজেই নিম্নোক্ত--

وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ

(এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা প্রচার করে দাও। (সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ২৭) আয়াতের আলোকে ব্যাখ্যা দিয়েছি। সুতরাং তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বাস্তবেও তাই হল।

বলা বাহুল্য, আযান কোন সময় প্রচার ও ঘোষণা অর্থও বুঝিয়ে থাকে। স্বপ্নে দেখে দেখে কোরআন পাঠ করা দর্শনকারীর ইলম ও হিকমত লাভ করার নিদর্শন। একই ভাবে স্বপ্নযোগে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করা সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচায়ক।

■

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নযোগে আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, কিয়ামত অনুষ্ঠান, জান্নাত, জাহান্নাম, আগুন ইত্যাদি দেখা

এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে আকাশে উঠে গেছে এবং তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এর ব্যাখ্যা হবে–সে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করবে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল মর্যাদায় ভূষিত হবে, অনায়াসে পুলসিরাত অতিক্রম করবে, তদুপরি লোক সমাজে তার সুনাম–সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। কেউ স্বপ্নে দেখল, সে আকাশে বিরাজমান এবং সেখানে অবস্থান করছে, কিন্তু কখন উঠেছে সে কথা মনে নেই। এর ব্যাখ্যা হবে–প্রথমত পার্থিব জীবনে সে সম্মানের অধিকারী হবে। অতঃপর শাহাদতের মর্যাদা লাভে ধন্য হবে।

সূর্য দর্শন ঃ সূর্য দেখার ব্যাখ্যা কোন সময় রাজত্ব, কোন সময় পিতা–মাতার মধ্য হতে কোন একজনের সাথে সম্পর্ক। কেউ স্বপ্নে দেখল সূর্যকে সে ধরে ফেলেছে এবং সূর্য তার পূর্ণ আয়ত্তে এসে গেছে। এর ব্যাখ্যা হল–এর আলো যদি পরিষ্কার উজ্জ্বল হয় এবং তার সাথে কিরণের প্রখরতা তীব্র থাকে, তাহলে সূর্যের যে পরিমাণ অংশ সে ধারণ করেছে, সে অনুপাতে সে রাজত্বের অধিকারী হবে। আর সূর্য কিরণের ন্যায় কোন জিনিস যদি কেউ দেখতে পায় এবং তার জ্যোতি দর্শনকারীর উপর প্রতিফলিত হয়েছে বলে অনুভব করে, তাহলে অর্থ হবে–সে ব্যক্তি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা লাভ করবে। অনুরূপ সূর্যগ্রহণ, কোন পরিবর্তন অথবা তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেলে তার প্রভাব হয় দেশে কিংবা অঞ্চলে অথবা পিতা–মাতার কোন একজনের উপর প্রতিফলিত হবে। কিন্তু একই স্বপ্নের লক্ষণে যদি বুঝে আসে দেশ ও জাতির মধ্যে পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলে এ পরিবর্তন তার পিতা–মাতার কোন একজনের মধ্যে সাধিত হবে। কেউ স্বপ্নে দেখল সূর্যের সাথে সে ঝগড়া করেছে, এর অর্থ হবে তার দেশে বিবাদ শুরু হবে অথবা পিতা–মাতার কোন একজনের সাথে তার বিবাদের কারণ ঘটবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল, তার নিজ ঘরে সূর্য উদিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হল–অবিবাহিত হলে সে বিয়ে করবে আর বিবাহিত হলে রাষ্ট্রের পক্ষ হতে উচ্চতর সম্মানে ভূষিত এবং প্রাচুর্যের অধিকারী হবে। যদি দেখতে পায় মেঘ অথবা অন্য কোন আবরণ সূর্য

ঢেকে ফেলেছে, তাহলে অর্থ হবে–হয় সে নিজে রোগাক্রান্ত হবে, না হয় রাষ্ট্র কিংবা মাতা-পিতার কোন একজনের ব্যাপারে দুশ্চিন্তার শিকার হবে।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখি আমার দেহে সূর্যোদয় ঘটেছে। তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, রাষ্ট্র অথবা বাদশাহ্র পক্ষ হতে তুমি উচ্চতর সম্মান পাবে– সাথে পার্থিব বস্তু সামগ্রীও। অপর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার দুই পায়ে সূর্য উদিত হয়েছে– দেহের অন্য কোন অঙ্গে নয়। এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ তুমি যেখানেই যাবে, যে যে স্থানে তোমার পদচারণা ঘটবে রুজি–রোযগার হিসাবে তুমি গম, খেজুর এবং ভূমি থেকে উৎপন্ন শস্য প্রচুর পরিমাণে পেয়ে যাবে, যেগুলো দ্বারা তোমার উপকার সাধিত হবে। আর এসব পাবে তুমি সমকালীন শাসকের পক্ষ হতে।

অনুচ্ছেদ ঃ চাঁদ দেখা ঃ চাঁদের তা'বীর কখনো মন্ত্রী–মিনিস্টার, কোন সময় স্ত্রী অথবা সুন্দর–সুশ্রী পুত্র দ্বারা করা হয়।

কেউ স্বপ্নে দেখল, সে চাঁদের মালিক হয়েছে অথবা চাঁদ আয়ত্ত করেছে, সে মন্ত্রিত্ব লাভ করবে। যদি দেখতে পায় চাঁদে গ্রহণ লেগেছে অথবা চাঁদ লোহিত বর্ণ ধারণ করেছে কিংবা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তাহলে এটা যার বা যে জিনিসের সাথে চাঁদ সম্পৃক্ত হবে, তার মধ্যে সে পরিবর্তন বা ত্রুটি দেখা দেয়ার লক্ষণ। কেউ কোন তারকা দেখতে পেলে অর্থ হবে–মন্ত্রী অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ হতে সে বিশেষ সম্মানে ভূষিত হবে।

বলা বাহুল্য, স্বপ্নে কোন কোন সময় অপ্রিয় বিষয়বস্তুও দেখতে পাওয়া যায়। কেননা, চাঁদ দেখা সময়ে কার্যত গণক ও জ্যোতিষের প্রতিও ইঙ্গিত দেয়। কেউ স্বপ্নে দেখল, চাঁদ তার কোলে এসে গেছে এবং সে এটাকে হাতে তুলে নিয়েছে, এ দ্বারা ইঙ্গিত হল তার ঘরে পুত্র জন্ম নিবে এবং সে ছেলে পিতার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে। নিজের ঘরে কিংবা বিছানায় চাঁদ দেখতে পেলে স্বপ্নে চাঁদের যে পরিমাণ কিরণ দেখতে পেল, তার সমতুল্যের সুন্দরী স্ত্রী সে লাভ করবে। পক্ষান্তরে দর্শনকারী লোকটি মহিলা হলে সুন্দর–সুশ্রী পুরুষের সাথে তার বিয়ে হবে। কেউ স্বপ্নে দেখল (প্রথম রাতের) চাঁদ তার উদয়স্থলে উঠেছে বটে, কিন্তু দিনটি মাসের প্রথম তারিখ ছিল না, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সরকারের প্রশাসনিক কোন দায়িত্ব সে পালন করবে বা তার ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, পালিয়ে যাওয়া লোক ফিরে আসবে অথবা নতুন কোন সমস্যা দেখা দিবে।

অনুচ্ছেদ ঃ তারকার ব্যাখ্যায় সাধারণত শরীফ লোক বুঝানো হয়ে থাকে।

তাই স্বপ্নে কেউ যদি তারকার মধ্যে কোন পরিবর্তন কিংবা কল্যাণকর কিছু দেখতে পায়, তাহলে এর অর্থ হবে–উক্ত শহর বা জনপদের অভিজাত ও শরীফ লোকদের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটবে। মঙ্গলগ্রহ দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা শাহী সেনানায়ক হয়ে থাকে। শনিগ্রহের অর্থ শাস্তিদাতা আর বৃহস্পতির অর্থ ধন–সম্পদের খাযাঞ্চী, আইন–শৃংখলা বিধানকর্তা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা। আবার কোন সময় উচ্চমানের আলেম বুঝানো হয়। যুহরা তারকা দ্বারা সম্রাজ্ঞী বা রাজরাণী আর বুধগ্রহ দ্বারা কেরানী ও সচিব অর্থ নেয়াটাই অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। সুতরাং কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে বহু তারকা অথবা কয়েকটি তারকার মালিক হয়েছে, তাহলে এর অর্থ হবে–যে পরিমাণ তারকা সে দেখতে পেয়েছে তার সমপরিমাণ কুলীন–অকুলীন লোকের উপর সে শাসন ক্ষমতা লাভ করবে। কেউ স্বপ্নে দেখল, সে তারকারাজির দেখা–শোনা ও তত্ত্বাবধান কর্মে নিয়োজিত, তাহলে সে মানুষের সমস্যা সমাধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। কেউ স্বপ্নে দেখল, আকাশের সকল গ্রহপুঞ্জ অথবা তার কিছু সংখ্যক সে খেয়ে ফেলছে। এর ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত লোকদের টাকা–পয়সা আত্মসাৎ করছে। কেউ যদি আকাশের গ্রহরাজি একত্র অবস্থায় দেখতে পায়, এর অর্থ হবে– শরীফ লোকদের সমস্যা সমাধানকল্পে সে প্রচেষ্টা চালাবে। তারকারাজির আকাশ থেকে যমীনে পতিত হওয়া অকুস্থলে আযাব ও গযব নাযিল হওয়ার নিদর্শন। নিজ হাতে কেউ আকাশের তারা গ্রহণ করা তার সুপুত্র লাভের বার্তা। আকাশ থেকে তারকার পতন দেখতে পেলে দর্শনকারী ধনী হলে দারিদ্র্যের কবলে পতিত হবে আর গরীব হলে শহীদী মৃত্যু বরণ করবে। কেউ যদি পশ্চাদগামী একটি তারকা দেখতে পায়, এটা তার জন্য অশুভ লক্ষণ। কেউ স্বপ্নে দেখল, আকাশ তাকে চক্রাকারে আবর্তনের শিকার বানিয়েছে। এটা তার বিদেশ ভ্রমণের আগাম সংবাদ।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে–জনৈকা মহিলা একবার মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) –এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। তিনি বললেন, শুনাও। মহিলা বলল, আপনি খাওয়া শেষ করুন, তারপর শুনাব। আহার শেষ করে তিনি বললেন ঃ এখন শুনাও কি দেখেছ। স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল– স্বপ্নে চাঁদকে আমি দেখতে পেলাম সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ সুরাইয়া তারকার অন্তরে ঢুকে পড়েছে। আর কে যেন পিছন থেকে আমাকে ডেকে বলছে– হে নারী! মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের নিকট গিয়ে তাকে এর বৃত্তান্ত শুনাও। তিনি মহিলাটির হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন ঃ কি দেখেছ আবার বল। স্ত্রীলোকটি আদি–অন্ত ঘটনা পুনরায় বিবৃত

করল। ঘটনা শুনে তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং আপন হাতে পেট চেপে ধরে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। অবস্থাদৃষ্টে তাঁর বোন জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি ! সহসা আপনার চেহারায় বিবর্ণতার চিহ্ন কেন ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এরূপ কেন হবে না? এ মহিলার বিবরণ দ্বারা বুঝা যায়, সাত দিন পরই আমি কবরবাসী হব। সুতরাং সপ্তম দিনেই তাঁকে কবরে দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে–এক ব্যক্তি হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, স্বপ্নে নিজেকে আমি চাঁদের কণ্ঠলগ্ন অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি অবিবাহিত ? লোকটি বলল ঃ জী–হাঁ। ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন ঃ যুগশ্রেষ্ঠ অনুপম সুন্দরী এক নারীর সাথে সহসাই তোমার বিয়ে হবে। এরপর লোকটি দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশ থাকে। সহসা এক দিন উপস্থিত হয়ে লোকটি বলতে লাগল ঃ হুযূর! মদীনাবাসী এক নিরুপম সুন্দরী নারী আমি বিয়ে করেছি, সে তল্লাটে যার তুলনা নেই। কিন্তু গত রাতে স্বপ্নে দেখি আমি যেন চাঁদ কোলে তুলে নিয়েছি। ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন ঃ এ স্ত্রীর গর্ভজাত তোমার এক অনিন্দ্য সুন্দর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, রূপের ভুবনে যার কোন তুলনা নেই এবং বর্তমানে সে অন্তঃসত্ত্বা। লোকটি বলল ঃ হুযূর। ঘটনা তাই, আল্লাহ্র কসম, আমার স্ত্রী এখন গর্ভবতী। কিছু দিন পর বাস্তবে তাই হল, যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে–গর্ভাবস্থায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ)–এর জননী একবার স্বপ্নে দেখেন, তাঁর দেহ থেকে বৃহস্পতি গ্রহটি বের হয়ে মিসর ভূখণ্ডে পতিত হয়েছে। অতঃপর উক্ত গ্রহের স্ফুলিঙ্গ দূর–দূরান্তের প্রতিটি নগর বন্দরে দ্রুতবেগে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং [১]বাস্তবে দেখা গেল, ইমাম শাফেঈ (রহঃ)–এর জ্ঞানের আলো এবং তাঁর মাযহাবের মর্মকথা প্রতিটি জনপদে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং ইমাম শাফেঈ (রহঃ) জ্ঞান ও প্রজ্ঞাবলে মর্যাদার শীর্ষ আসনে অধিষ্ঠিত হন। ইমাম জা'ফর সাদেক (রহঃ) যার ইঙ্গিত করেছিলেন। তাঁদের সকলের প্রতি আল্লাহ্র রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক।

টীকা ঃ

১. এ কিতাবের বর্ণনা ও ভাষ্য এতটুকুই। কিন্তু আসল ঘটনা হল–ইমাম শাফেঈর (রহঃ) জননী এক পর্যায়ে স্বপ্নের বৃত্তান্ত ইমাম জা'ফর সাদেকের (রহঃ) নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। ঘটনা প্রবাহের আলোকে তাই প্রতীয়মান হয়। এর পরই তাঁর এ ব্যাখ্যার অবতারণা। পরবর্তী পর্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হবে। তদুপরি স্বয়ং বাক্যের ধারাবিন্যাস ও শব্দের গাঁথুনী দ্বারাও বিষয়টি স্পষ্টত বুঝা যায়। আসল ব্যাপার হল–পরবর্তী কোন নকল নবীসের অনুলিখন থেকে বাক্যের কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে, একথা জোর দিয়ে বলা যায়। (উর্দূ অনুবাদক)

অনুচ্ছেদ ঃ কিয়ামত বিষয়ক স্বপ্ন ঃ কেউ স্বপ্নে দেখল কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা যে স্থানে কিয়ামত কায়েম হয়েছে মর্মে সে দেখতে পেয়েছে, ব্যাপকহারে সেখানে ন্যায়-নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং সে অঞ্চলের বাসিন্দারা অত্যাচারী যালিম হলে আল্লাহ্ তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এবং তাদের যথাযোগ্য শাস্তির বিধান করবেন। কেননা, কিয়ামতের দিন মূলত ও কার্যত মীমাংসা, ন্যায়-ইনসাফের বাস্তব অনুশীলন এবং প্রতিকার-প্রতিশোধ গ্রহণেরই নির্ধারিত অনুষ্ঠান। পক্ষান্তরে স্থানীয় বাসিন্দারা মযলুম ও নির্যাতিত জনগোষ্ঠী হলে তাদের প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য নেমে আসবে। স্বপ্নযোগে কোন ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র সামনে নিজেকে দন্ডায়মান দেখতে পেলে তার ব্যাপার বড় কঠোর ও কঠিন ধরে নিতে হবে। বস্তুত এস্বপ্ন সত্য-সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা একশ' ভাগ। কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে যে লোক কোন কিছু দেখতে পায়, তার অবস্থাও ঠিক একই ধরনের হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ জান্নাত বিষয়ক স্বপ্ন ঃ জান্নাতে প্রবেশ করেছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল। এটা তার কৃত সৎকর্ম ও নেক আমলের সুসংবাদ। যার ইঙ্গিতে বুঝা যায় অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেউ যদি দেখতে পায় সে জান্নাতের ফল খেয়েছে অথবা কেউ তাকে জান্নাতের ফল দিয়েছে, তাহলে জান্নাতী ফলের অর্থ মধুর বচন, সুমিষ্ট কথা। যেহেতু সত্য, ন্যায় ও উত্তম কথা আলোচ্য ফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ বহন করে। কিন্তু যদি দেখে জান্নাতী ফল লাভ তো করেছে, অথচ তা থেকে সে কিছুই খায়নি অথবা খেতে সক্ষম হয়নি, তাহলে ব্যাখ্যা হবে-তার দ্বীনী বিষয়ে কল্যাণ নিহিত আছে সত্য, কিন্তু এ দ্বারা তার ব্যক্তিগত কোন উপকার সাধিত হবে না। কোন কোন সময় এ দ্বারা ইলম ও হিকমত অর্জনের ব্যাখ্যা দেয়া হয়, যা দ্বারা তার পক্ষে উপকার লাভ করা সম্ভব হবে না।

কেউ স্বপ্ন দেখল, সে জান্নাতী ঝর্ণাধারা থেকে পানি পান করেছে অথবা জান্নাতী পোশাক পরিধান করেছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে-দুনিয়া ও আখেরাতে সে আশানুরূপ কল্যাণ হাসিল করতে সমর্থ হবে। অধিকন্তু তাকওয়া-পরহেযগারীর পুরস্কারস্বরূপ তার উদ্দেশ্য পূরণ হবে। আর যদি জান্নাতের সুশোভিত বাগ-বাগিচা, প্রবহমান ঝর্ণাধারা এবং হূর-বালা দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে-ইহকাল ও পরকালে সে কল্যাণ, তাকওয়া-পরহেযগারী এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে। অধিকন্তু তার স্বপ্ন দেখা অনুগ্রহের সমপরিমাণ পার্থিব নেয়ামত হাসিল করা তার জন্য সহজসাধ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ জাহান্নাম বিষয়ক স্বপ্ন ঃ কেউ স্বপ্নে দেখল, সে জাহান্নামে প্রবেশ

করেছে। এর অর্থ– সে মারাত্মক অপরাধ ও বড় বড় গুনাহের কাজে লিপ্ত হবে। এটা মূলত বেহেশত দেখতে পাওয়ার বিপরীত অর্থবোধক। বস্তুত স্বপ্নযোগে জাহান্নাম দেখতে পাওয়া ধ্বংস ও বিপর্যয়ের নিদর্শন। কাজেই জাহান্নাম দর্শনকারী ব্যক্তির অতিশীঘ্র তওবা–ইস্তিগ্‌ফারে আত্মনিয়োগ করা এবং আত্মশুদ্ধি ও সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। যদি দেখে জাহান্নামে ঢুকেছে বটে, কিন্তু তাতে তার কোন কষ্ট–যাতনা অনুভব হয়নি, এর ব্যাখ্যা হবে– যে পরিমাণ জাহান্নাম সে দেখতে পেয়েছে, তার সমপরিমাণ পার্থিব দুঃখ–কষ্টের সে শিকার হবে।

পার্থিব আগুন দর্শন করা ঃ স্বপ্নযোগে পার্থিব আগুন দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা কয়েক প্রকারে দেয়া হয়। যেমন কেউ দেখল–অনুর্বর বিরান ভূমির কোন শহর, জনপদ কিংবা বাড়ীঘরে আগুন লেগেছে। আগুনের লেলিহান শিখা যেখানে পতিত হয়, তাকে জ্বালিয়ে–পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলে, তদুপরি তার বিকট আওয়াজ ও ভয়াবহ গর্জনও শুনতে পাওয়া যায়। এর ব্যাখ্যা হবে–যে পরিমাণ জায়গা অগ্নিশিখা বেষ্টন করে নিবে, সেখানটা যুলুম–নির্যাতনের তান্ডব গ্রাস করে নিবে। কিন্তু জায়গাটা বিরানভূমি না হয়ে যদি উর্বর হয়, তাহলে সে অঞ্চলে মহামারী আকারে প্লেগ, বসন্ত, বক্ষব্যাধি ইত্যাদি রোগের কারণে মানুষের মৃত্যু হবে। আর আগুনে যদি ব্যাপ্তি ও শিখার প্রচণ্ডতা না থাকে, গর্জন শুনা না যায়, আবার কিছু দগ্ধ করে আর কিছু দগ্ধ না করে অক্ষত ছেড়ে দেয়, তাহলে এটা দ্বারা সেখানে রোগব্যাধি ও সংকট–দুর্ঘটনা দেখা দেয়ার পদধ্বনি বুঝতে হবে।

স্বপ্নে যদি দেখা যায়– আকাশ থেকে অগ্নিশিখা নেমে এসেছে, কিন্তু কোন কিছু দগ্ধ করতে দেখা যায়নি, তাহলে এর পরিণতি ভয়াবহ এবং কঠিন সমস্যার ইঙ্গিতবাহী। বাকবিতন্ডা তীব্র আকার ধারণ করবে, বাকযুদ্ধ প্রচন্ড হবে। অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই। কিন্তু আগুনের মধ্যে যদি ধোঁয়া আছে বলে মনে হয়, তবে এটা সমস্যা সহজ ও শীতল হওয়ার অর্থবোধক। আর যদি যমীন থেকে অগ্নিশিখা আকাশপানে উঠে যেতে দেখা যায়, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে– উক্ত স্থানের বাসিন্দারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে, জঘন্য অপবাদ দিয়ে নোংরা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে মহান আল্লাহর সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। স্বপ্নে কেউ যদি আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায় এবং সে ব্যক্তি নিজে কিংবা অন্য কোন লোক তাতে হাত–পা তাপিয়ে নিচ্ছে, তবে এর অর্থ হবে– দর্শনকারী এমন ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে, যা দ্বারা তার উপকার হবে এবং তার অভাব–অনটন দূর হবে। কেননা, শীতলতা দারিদ্র্যের লক্ষণ আর উষ্ণতা গনীমতের মাল পাওয়ার ইঙ্গিতবাহী।

যদি দেখতে পায়, আগুনে সে গোশত ভুনা করছে, তবে জনচর্চিত গীবত–নিন্দা থেকে সে নিরাপদে থাকবে। কিন্তু ভুনা গোশত থেকে সে যদি কিছু অংশ আহার করে, তাহলে সে যৎ সামান্য রিযিক পাবে। আর দুঃখ–যাতনা জুটবে তার অধিক মাত্রায়। কেননা, ভুনা করা মূলত বিপদ–আপদ ও দুঃখ–কষ্টের আলামত। আর উক্ত আগুন দ্বারা হাঁড়ির মধ্যে সে যদি খাদ্যদ্রব্য পাকানো দেখতে পায়, তাহলে কোন এক বিষয়ে বাড়ী থেকে সে উপকার লাভ করবে। কারণ,হাঁড়ি–পাতিল কার্যত পারিবারিক শান্তি–শৃংখলার পরিচায়ক। কিন্তু হাঁড়িতে খাদ্যদ্রব্য বলতে যদি কিছুই না থাকে, তাহলে অর্থ হবে–কোন ব্যাপারে বাড়ীর মুরব্বীকে সে রাগান্বিত করবে অথবা অবাঞ্ছিত কোন বিষয়ে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে আগুনে তার কাপড় কিংবা দেহের কোন অংগ পুড়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে–উক্ত কাপড় অথবা সংশ্লিষ্ট অংগে (বিস্তারিত পরে বর্ণিত হবে) কোন বিপদ নেমে আসবে। কাপড় কিংবা অংগ দগ্ধকারী আগুনে যদি শিখা বর্তমান থাকে, তবে বাদশাহ তথা শাসকের পক্ষ থেকে তার ক্ষতি নিশ্চিত হবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন। কিন্তু আগুন যদি শিখাবিহীন সাদামাঠা হয়, তবে এটা বক্ষব্যাধির লক্ষণ।

কোন ব্যক্তি স্বপ্নে যদি শিখাবিহীন স্বাভাবিক আগুন খাওয়ার অবস্থা দেখতে পায়, তার অর্থ সে ইয়াতীমের মাল আত্মসাতে তৎপর রয়েছে। আর উক্ত আগুনে যদি শিখার দাপট থাকে, তবে তার ব্যাপারে লোক সমাজে এমন চর্চা হবে, যার ফলে তার মন আঘাতে দগ্ধ হয়ে পড়বে। কেউ স্বপ্নে দেখল, তার গায়ে অগ্নিশিখার ছোঁয়া লেগেছে, এর অর্থ সে লোকদের আলোচনার বস্তু হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং লোকেরা তার নিন্দা–চর্চায় মেতে উঠবে। শরীরে আগুন দিয়ে দাগ লাগানো দেখতে পাওয়া দাগের সমপরিমাণ মন্দ কথা শুনতে পাওয়ার পূর্বধ্বনি। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মন্দ কথা ও কটুবাক্যের আলামত। যদি দেখে স্ফুলিঙ্গ তার প্রতি এগিয়ে আসছে, তবে সে কটুকথার শিকার হবে এবং মন্দ কথা শুনতে পাবে। যদি তার গায়ে অগ্নিকণার বিরূপ প্রবাহ আঘাত করে, তবে সে নির্যাতনের শিকার হবে। নিজ হাতে যদি কেউ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অবস্থান দেখতে পায়, তবে সে বাদশাহ বা শাসকের পক্ষ থেকে বিড়ম্বনার শিকার হবে। কেউ যদি বাজারে কিংবা দোকানে অগ্নিপাত দেখতে পায়, তবে এটা মালের খাযনা অথবা বিক্রি অধিক, কিন্তু মূল্য হারাম হওয়ার পরিচায়ক।

যদি কেউ দেখতে পায় উজ্জ্বল আলো তার ঘরে দীপ্তিমান, তাহলে এটা সে ঘরের বরকত ও কল্যাণের নিদর্শন। কিন্তু আলো যদি ক্ষীণ হয়, তবে সে অনুপাতে ঘরের অবস্থা বুঝতে হবে। আর আলো যদি নিভে যায় অথচ এর কোন কারণ

জানতে পারা গেল না, এমতাবস্থায় এটা সে ঘরে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়ার এবং সে ব্যক্তি অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার ইঙ্গিতবাহী। এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে আগুন জ্বালায়, অর্থ হবে লোকেরা তার থেকে আলো পাবে অথবা হেদায়ত লাভ করবে। কেননা, আলো দ্বারা সাধারণত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্থ বুঝানো হয়, যার মাধ্যমে লোকদের কল্যাণ সাধিত হয়। স্বপ্নে যদি কেউ ছাই-ভস্ম জমা করছে অথবা বহন করছে দেখতে পায়, তবে অর্থ হবে সে মিথ্যা অর্থহীন জ্ঞান অর্জনে রত আছে, যা দ্বারা কারো উপকার লাভের আশা করা অর্থহীন। কেউ দেখল, সে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু আগুন জ্বলতে চায় না এবং তাতে কোন প্রবাহও সৃষ্টি হয় না। তাহলে এটা উপকারবিহীন ইলমের অর্থবোধক। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

■

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত, ঝর্ণা, নদী–নালা, খাল-বিল, নদীর পানি, নৌকা, চাক্কি, গোসলখানা, নদী ও কূপের পানি, বাতাস ইত্যাদি দেখা

বৃষ্টি ঃ স্বপ্নে বৃষ্টি দেখতে পাওয়া আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমতের আলামত। অনুরূপ মেঘমালারও একই ব্যাখ্যা। কিন্তু যদি দেখা যায় সর্বত্র ব্যাপক হারে নয়; বরং নির্দিষ্টরূপে বিশেষভাবে কোন স্থান, বাড়ী–ঘর কিংবা মহল্লায় বৃষ্টিপাত হয়েছে, তাহলে সে অঞ্চলের বাসিন্দাদের উপর রোগ–ব্যাধি, কষ্ট–মুসীবত ও পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির আধিক্য চলতে থাকবে। এদ্বারা প্রায় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীদের প্রতি আগত বিপদের অর্থ বুঝানো হয়ে থাকে। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে আকাশ থেকে ঘি, মধু, যায়তুন তেল অথবা দুধ ইত্যাদি বর্ষিত হচ্ছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে উক্ত এলাকাবাসীর প্রতি খাদ্য–সামগ্রী, মালে গনীমত এবং সার্বিক কল্যাণের দুয়ার খুলে দেয়া হবে। একই ভাবে সকল উত্তম জিনিসের বৃষ্টিপাতের ব্যাখ্যা কল্যাণধর্মী অর্থে নেয়া যেতে পারে।

ঘটনা ঃ এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে বর্ণনা করল, আমি স্বপ্নে দেখি বাদল নেমে এসেছে এবং আকাশ থেকে ঘি, মধুর বর্ষণ শুরু হয়েছে। আর লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে তা থেকে কেউ বেশী কেউ স্বল্প মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যায় হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেন ঃ বাদল অর্থ ইসলাম আর ঘি, মধুর অর্থ ইসলামের সৌন্দর্য। অনুরূপ প্রতিটি উত্তম জিনিসের বৃষ্টিপাত কল্যাণ আগমনের পরিচায়ক।

ঘটনা ঃ অনুরূপ আরেক ব্যক্তি হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)–এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করতে লাগল–স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একদিন একরাত বৃষ্টিতে ভিজেছি। ব্যাখ্যায় তিনি বললেন, উত্তম স্বপ্ন। যেন তুমি আল্লাহ্‌র রহমতে শরীর সিক্ত করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়েছ। এটা তোমার নিরাপত্তা ও অর্থ–সম্পদের প্রাচুর্য লাভের ইঙ্গিত।

অপর এক ঘটনা ঃ এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছে বৃষ্টি যেন একেবারে তার মাথার উপর বর্ষিত হচ্ছে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ দর্শনকারী লোকটি পাপাচারী। তার পাপরাজি সীমা ছাড়িয়ে গেছে এবং পাপের আধিক্য তাকে বেষ্টন করে

নিয়েছে। তুমি কি আল্লাহ্‌র বাণী وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ج فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ শুনতে পাওনি? (যার অর্থ– আর তাদের উপর আমি মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। ফলত সেই ভীতি প্রদর্শনকৃতদের উপর বর্ষিত সে বৃষ্টি কতই না মারাত্মক ছিল। -সূরা শুআরা ঃ আয়াত ১৭৩)

অনুচ্ছেদ ঃ বজ্রধ্বনি ঃ স্বপ্নে বাতাসের সাথে বজ্রধ্বনি শুনতে পাওয়া শক্তিশালী–অত্যাচারী বাদশাহ্ বা শাসকের আলামত। বিদ্যুতের চমক দেখতে পাওয়া মুসাফির ব্যক্তির জন্য ভীতি আর মুকীমের জন্য লোভ–লালসার নিদর্শন। কেননা, আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا

(তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদেরকে ভয় এবং আশার জন্য বিদ্যুতের চমক দেখিয়ে থাকেন। -সূরা রা'দ ঃ আয়াত ১২)

এর ব্যাখ্যায় একথাও বলা হয়েছে যে, বৃষ্টির বর্ষণ ব্যতীত কেবল বিদ্যুতের চমক দেখতে পাওয়া মুকীম–মুসাফির উভয়ের জন্য ভীতির আলামত। পক্ষান্তরে বৃষ্টিপাতের সাথে বিদ্যুতের মিশ্রণ থাকা রোগমুক্তির চিহ্নস্বরূপ।

রংধনু ঃ স্বপ্নে আকাশে সবুজ বর্ণের ধনু দেখতে পাওয়া দুর্ভিক্ষ হতে নিরাপত্তার আলামত। হলুদ রং –এর হলে রোগ–ব্যাধির চিহ্ন আর লোহিত বরণ দেখতে পাওয়া রক্তপাতের নিদর্শন। এর ব্যাখ্যায় এটাও বলা হয়– স্বপ্নে রংধনু দেখা দর্শনকারী ব্যক্তির বিয়ের ব্যবস্থা হওয়ার পূর্ব–লক্ষণ।

বন্যা ঃ স্বপ্নে বন্যা দেখতে পাওয়া শত্রুর আক্রমণের নিদর্শন। আর পরনালা গড়িয়ে পানি প্রবাহিত হওয়া সবুজ শস্য শ্যামল এবং অধিক ফলনের লক্ষণ।

অনুচ্ছেদ ঃ মেঘমালা ঃ এটি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও রহমতের লক্ষণ, তাতে যদি আযাব–গযবের চিহ্ন দেখা না যায়। অর্থাৎ, তুফান কিংবা ঘোর অন্ধকার অথবা ধ্বংসকারিতার কোন চিহ্ন যদি বুঝতে পারা না যায়, তবে তা দ্বীন ইসলামের নিদর্শন। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে মেঘের মালিক হয়ে গেছে, মেঘ জমা করার কাজে ব্যস্ত, মেঘমালার উপর দিয়ে সে হেঁটে বেড়ায় অথবা তাতে সে আরোহণরত, তাহলে উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহের মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বস্তুর সে মালিক হবে।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে– হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)–এর নিকট আরয করা হল, এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে সে মেঘখণ্ড খায় এবং তার সামনে আরো বহু মেঘমালা ছড়িয়ে রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ সে ব্যক্তি উত্তম স্বপ্ন দেখেছে। সে ইলমে দ্বীন হাসিল করবে এবং তার খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়বে।

সুনাম ও সম্মানের এত উচ্চ মর্যাদায় সে পৌঁছে যাবে, যেখানে উপনীত হওয়া অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হবে না।

ঘটনা ঃ তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল– এক লোক স্বপ্নে দেখল মেঘমালা যেন তার উপর ছায়া বিস্তার করে আছে। এর ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন ঃ দর্শনকারী অসুস্থ হলে রোগমুক্ত হবে, ঋণগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ তার ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করে দেবেন, দরিদ্র হলে আল্লাহ্ তার অভাব–অনটন দূর করে ধন–সম্পদ দেবেন আর নির্যাতিত হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার প্রতি সাহায্য নেমে আসবে। কেননা, বাদল আল্লাহ্ পাকের রহমতস্বরূপ এবং তাতে যা কিছু আছে সবই রহমত হিসাবে গণ্য। উপরন্তু বহু বার এই মেঘমালা রসূলুল্লাহ্ (দঃ)–কে যুদ্ধক্ষেত্রে আপন ছায়ায় বেষ্টন করে রেখেছিল।

অনুচ্ছেদ ঃ শিলা, বরফ ও তুষার ঃ এ সমস্তই চিন্তা–উদ্বেগ, আযাব–গযব ও বিপদ–আপদের আলামত। তবে যে এলাকায় সর্বদা বরফ পতিত হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম, সেখানে এর পরিমাণ সামান্য ও স্বল্পমাত্রায় দেখা গেলে স্থানীয় লোকদের জন্য তা শস্য–শ্যামল পরিবেশ ও দেশে অধিক ফলনের লক্ষণ। শিলাবৃষ্টির অবস্থাও একই ধরনের। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে, পাত্র থেকে সে আঁজলা ভরে পানি নিয়েছে, সে পানি তাতে জমাট হয়ে গেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা তার হাতে মাল জমা হওয়া এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকার লক্ষণ। আর শিলাবৃষ্টি দেখার মধ্যে কোন অবস্থায়ই কল্যাণের আশা নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ কূপ দেখা ঃ স্বপ্নযোগে কূপ দেখা মূলধনপ্রাপ্তি ও আয়–উপার্জনের নিদর্শন। কেউ কূপ খনন করছে দেখতে পেল। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। এর অর্থ, উপার্জনের ক্ষেত্রে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাবে না, তার প্রাপ্ত রুজির পরিমাণ হবে সামান্য। কোন ব্যক্তি আপন ঘরে কুয়া খনন করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখল এবং তাতে পর্যাপ্ত পানি জমা হয়ে ফুলে উঠেছে। এটা তার অর্থ–সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং বিনা পরিশ্রমে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রচুর পরিমাণে পূত–পবিত্র মাল পাওয়ার নিদর্শন।

কেউ স্বপ্নে দেখল–তার ঘর ও কুয়া থেকে পানি বের হয়ে বাইরে গড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। এর ব্যাখ্যা হল তার মাল–সম্পদের সিংহ ভাগ শেষ হয়ে সামান্য কিছু বাকী থাকবে। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে ঝর্ণা বা খালবিলের পানি প্রবাহিত হয়ে ক্ষেত–খামার ভাসিয়ে চলছে, এর অর্থ– আল্লাহ্‌র রাস্তায় সে অকাতরে সম্পদ ব্যয়ে নিয়োজিত আছে। কিন্তু যদি দেখতে পায়, ঝর্ণার পানি সেচ করে সে ভাসিয়ে দিচ্ছে, এর অর্থ– এমন কাজে সে অর্থ ব্যয়ে এগিয়ে যাবে, যাতে তার লাভ–ক্ষতি,

উপকার- অপকার কোনটাই নিহিত নেই। যদি দেখে—ঝর্ণা থেকে পানি তুলে সে লোকদের বিলিয়ে দেয় অথবা পান করায়, এর ব্যাখ্যা—সে সচ্ছল জীবনের অধিকারী হবে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ব্যয়ভার তার উপর ন্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ, ইয়াতীম অসহায় লোকদের ভরণ—পোষণে সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ঝর্ণার পানি বয়ে গাছের গোড়া সিক্ত করছে মর্মে কেউ স্বপ্নে দেখল। এর ব্যাখ্যা- ইয়াতীমের ভরণ—পোষণে সে আপন অর্থ ব্যয় করবে। যদি দেখে পানি তুলে সে লোকদের পান করায়, এর অর্থ হবে হজ্জযাত্রীদের সাহায্য—সহযোগিতায় সে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। যদি স্বপ্ন দেখে সে পানি তুলছে, কিন্তু পানিতে নোংরা আবর্জনা ও গলিত জিনিস বিদ্যমান, এর ব্যাখ্যা—আপন মালের সাথে সে অবৈধ মালের মিশ্রণে তৎপর রয়েছে। কেউ দেখল—তার বালতির রশি ছিঁড়ে গেছে। এর অর্থ লোকদের প্রতি তার কৃত উপকার—অনুগ্রহের ধারা ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুরূপ কুয়া দর্শনের ব্যাখ্যা কোন কোন সময় ধোকা, ফেরেববাজি, দুঃখ—বেদনা ইত্যাদি অর্থে করা হয়। কেউ স্বপ্নে দেখল- সে কুয়ায় প্রবেশ করেছে অথবা পতিত হয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে পরিণামে সে সফল ও বিজয়ী হবে- হযরত ইউসুফ (আঃ)—এর বেলায় যেমনটি হয়েছে।

অনুচ্ছেদ ঃ নদী ঃ নদীর ব্যাখ্যা সাধারণত ছোট—বড় আকৃতিগত পার্থক্য হিসাবে মানুষ দ্বারা করা হয়। কেউ স্বপ্নে দেখল নদীতে নেমে সে ভীত—সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। এর অর্থ—স্বপ্নে যে পরিমাণ ভীত—চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে, বাস্তব জীবনেও সে তদ্রূপ ভয়—ভীতি ও চিন্তা—ভাবনার শিকার হবে। একই ভাবে নদীর পানি যদি নোংরা ময়লাযুক্ত হয়, কিন্তু পান করেছে সে নির্মল পরিষ্কার পানিই, তাহলে সে মঙ্গলের অধিকারী হবে এবং শান্তি ও নিরাপদে তার জীবন কাটবে। কিন্তু নদীর পানি যদি নোংরা দেখে আর উক্ত পানিই সে পান করেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে সে পানকৃত পানির সমপরিমাণ রোগ—ব্যাধি, দুঃখ—যাতনা, আপদ—বিপদের কবলে পতিত হবে।

যে ব্যক্তি নদীর পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখতে পায়, সে ছোট—বড় নদীর ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি অনুপাতে কারো পক্ষ থেকে সম্পদের অধিকারী হবে। কোন ব্যক্তি নদী কিংবা সাগরে গোসল করছে মর্মে স্বপ্ন দেখল, অথচ তার মনে ভয়—ভীতি, অপমান—লাঞ্ছনা, বিচলিত ভাব ইত্যাদির কোনটাই অনুভব হয়নি, অথবা ঝর্ণায় (খালে) গোসল করছে দেখতে পেল, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে—তার দুঃখ—কষ্ট ও মর্মপীড়া দূরীভূত হবে। ব্যাধিগ্রস্ত হলে রোগমুক্তি ঘটবে, মনে প্রফুল্লতা আসবে। ঋণগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ তাকে দায়মুক্ত করবেন। কোন প্রকার

ভয়ের সম্মুখীন হলে আল্লাহ্ তাকে নির্ভয় করে দেবেন। অধিকন্তু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলে মহান আল্লাহ্ তার কারামুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। পবিত্র কালামে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ ○ وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِأُولِى الْاَلْبَابِ ○

অর্থ ঃ তোমার পা দিয়ে তুমি ভূমিতে আঘাত কর। পান ও গোসল করার জন্য এটি নির্গত এক শীতল ঝর্ণা বিশেষ। আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশস্বরূপ। তার পরিবারবর্গ ও তাদের ন্যায় আরও অনেক তাকে আমি দান করলাম। (সূরা সোয়াদ ঃ আয়াত ৪২)

(বলা বাহুল্য, আলোচ্য ব্যাখ্যা মূলত এ আয়াতের মর্ম থেকে উৎসারিত। –অনুবাদক)

কেউ স্বপ্নে দেখল নদী পার হয়ে সে কূলে উঠে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার ভয়-ভীতি, চিন্তা-কষ্ট দূর হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে যদি কাদামাটি থাকে কিংবা তরঙ্গলহর চলতে থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে–দীর্ঘ দিন উঠাবসা, চলাফেরা ছিল, ব্যবহারিক জীবনে সখ্যতা ছিল, এমন লোকের সাথে সে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এর পর হয় অপর কারো সাহচর্যে গমন করবে অথবা নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকবে।

সাগর দেখা ঃ স্বপ্নে সাগর দেখতে পাওয়া ফলত বৃহত্তর সাম্রাজ্যের পূর্ব-লক্ষণ। কিন্তু এই শর্তে–তাতে ময়লা-আবর্জনা কিংবা ভয়াল তরঙ্গ থাকবে না। কেউ স্বপ্নে দেখল সে সাগরের এমন পানি পান করছে, যাতে ময়লা-আবর্জনা অথবা উত্তাল প্রবাহ আর ঢেউয়ের তান্ডব বলতে কিছুই নেই। তাহলে ব্যাখ্যা হবে, যে পরিমাণ পানি সে পান করেছে, তার সমপরিমাণ রাজত্ব বা ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং পার্থিব জীবনে সে প্রাচুর্যময় অবস্থায় দিন কাটাবে। কিন্তু সাগর যদি ময়লা-আবর্জনাপূর্ণ, অন্ধকারাচ্ছন্ন কিংবা তরঙ্গময় ছিল বলে মনে হয়, তাহলে সে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল সাগরের পানিতে সে ডুবে গেছে, তাহলে পানি স্বচ্ছ-পরিষ্কার হলে এটা তার রাষ্ট্রীয় কাজে বিভোর থাকার নিদর্শন। পক্ষান্তরে, পানি অপরিচ্ছন্ন হলে সে ব্যক্তি প্রাণঘাতী বিপর্যয়ের শিকার হবে। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে সাগরবক্ষে চলাফেরা করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, পার্থিব জীবনে সে রাজা-বাদশাহ্ এবং দুনিয়াদার লোকদের উপর প্রবল ও বিজয়ী থাকবে। তদুপরি সে নিজ বাসস্থান পরিবর্তন করবে। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

নৌকা দর্শন ঃ স্বপ্নে নৌকা দেখতে পাওয়া সাধারণত মুক্তির আলামত। তবে

কোন সময় এর ব্যাখ্যা রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে পৌছার কারণ ও ওসীলা হিসাবে করা হয়। আবার কোন সময় এর ব্যাখ্যা হয় দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় পতিত হওয়া। কিন্তু পরিণামে শীঘ্রই তার মুক্তি নসীব হবে বলে আশা করা যায়।

কেউ স্বপ্নে দেখল-সাগরবক্ষে সে নৌকায় বসা রয়েছে। এর তা'বীর হবে উক্ত নৌকার ছোট-বড় ও প্রশস্ততা অনুপাতে সে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করবে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তা থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে সে নৌকায় বসা রয়েছে আর তাতে পানি ঢুকে পড়েছে, এর তা'বীর হবে সে ব্যক্তি রোগ-ব্যাধি অথবা দুশ্চিন্তার শিকার হবে, কিংবা কারাগারে আটক হবে। কিন্তু এক পর্যায়ে এই সমস্ত বিপদ থেকে সে মুক্তি পাবে।

কেউ নৌকা থেকে বের হয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখল। এর অর্থ অচিরেই সে মুক্তি পাবে। নৌকা যদি শুকনায় আছে বলে দেখতে পায়, এর ব্যাখ্যা হবে সে দুশ্চিন্তা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। কিন্তু অনতিবিলম্বে তা থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে। কেউ দেখল-নৌকাটি কেবলা পানে বয়ে চলছে, এর ব্যাখ্যা হবে অতিশীঘ্র সে বিপদ-মুসীবতের ছোবল থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে।

নদী দর্শন ঃ মানুষ ডুবে যায় না এ জাতীয় ছোট খাল-নালা কার্যত নদীর সমার্থবোধক। তা দেখার অর্থ সুসংবাদ ও সচ্ছল জীবন। খালটি চাই সংকীর্ণ ধরনের হোক অথবা ব্যাপক ধরনের (সম্প্রসারিত) হোক। যদি ঘরের মধ্যে পানি ভেসে যাচ্ছে দেখতে পায়, তাহলে পানি মিষ্ট হলে আর যমীন থেকে উৎসারিত না হলে প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী হওয়ার আলামত। যদি দেখে- ঘরে, দেয়ালে অথবা সাধারণত পানি উৎসারিত হয় না এহেন অনুপযোগী স্থান থেকে প্রবাহিত হয়ে পানির ফোয়ারা বয়ে চলেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে-সে দুশ্চিন্তা, দুঃখ-বেদনা, ভয়-ভীতি ও কান্নার শিকার হবে। অর্থাৎ, ঝর্ণার দুর্বলগতি ও প্রবাহের তীব্রতা অনুসারে এ সমস্ত বিপদ তথাকার বাসিন্দাদের উপর নিপতিত হবে। কারণ, ঝর্ণার পানির গতি যত তীব্র হবে, বিপদও সে অনুপাতে অধিক পরিমাণে দেখা দিবে। এমনকি স্থানীয় বাসিন্দাদের ভয়-ভীতি, কান্নাকাটি মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

আর পানি ময়লা-আবর্জনাযুক্ত হওয়া অবস্থায় ব্যাপার মারাত্মক আকার ধারণ করবে। কেউ যদি ঝর্ণা থেকে পানি পান করেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে পানকৃত পানির পরিমাণ অনুসারে তার প্রতি দুঃখ-যাতনার আঘাত পতিত হবে। যদি কেউ ঝর্ণার পানি দিয়ে উযূ কিংবা গোসল করেছে দেখতে পায়, তাহলে এটা বিপদ ও চিন্তামুক্তির শুভ লক্ষণ এবং আগত সুসময়ের পূর্বাভাস। চিন্তাযুক্ত হলে আল্লাহ্ তা দূর করে দেবেন, ভয়-ভীতির শিকার হলে নিরাপত্তার আশ্রয় দেয়া হবে,

ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকলে আল্লাহ্ তার ঋণমুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন। তদুপরি পাপাচারী হলে এর ওসীলায় আল্লাহ্ তার ক্ষমার ফয়সালা করে দেবেন। আর রোগ–ব্যাধির শিকার হলে রোগমুক্ত করে দেয়া হবে।

আলোচ্য এ ব্যাখ্যা মূলত হযরত আইয়ূব (আঃ)–এর কষ্ট ও যাতনাময় জীবনী থেকে সংগৃহীত। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে– তার কাছে পানিভর্তি ভাণ্ড রয়েছে আর সে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে বসেছে, অথবা সফর অবস্থায় রয়েছে কিংবা অপরিচিত জায়গায় অবস্থান করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে–উক্ত পানি তার হায়াত ও জীবনকাল বুঝাবে। এমতাবস্থায় সে যদি উক্ত পানির সবটুকু পান করে নেয়, তাহলে বুঝতে হবে তার জীবন ফুরিয়ে গেছে। আর যদি কিছু পানি বাকী থাকে, তবে পাত্রে অবশিষ্ট পানির পরিমাণ অনুপাতে তার হায়াতের অংশ এখনো বাকী রয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, পাত্রের মধ্যে পানি থাকার এ পর্যন্ত যে ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে, সেই একই তা'বীর আহার্যের বেলায় 'ছারীদের'[১] ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কেউ স্বপ্ন দেখল, সে স্বচ্ছ–সুমিষ্ট পানি পান করেছে, কিন্তু সে কি পবিত্র হালে আছে, সফর অবস্থায় রয়েছে, নাকি অপরিচিত জায়গায় অবস্থান করছে–এসব কিছুই তার জানা নেই। উপরন্তু এটাও বলতে পারে না কি পরিমাণ পানি সে পান করেছে, তাহলে এসকল অবস্থায় ব্যাখ্যা হবে, সে ব্যক্তি পাক–পবিত্র জীবন যাপন করবে এবং সম্পদ ও প্রাচুর্যের কোলে লালিত হবে। কিন্তু পানি যদি মিষ্ট না হয়, তবে তার জীবনধারা সে হিসাবেই অতিবাহিত ও পরিচালিত হবে। আর সে পানি যদি ময়লাযুক্ত ও অস্বচ্ছ হয়, তাহলে ময়লার মাত্রা অনুপাতে সে রোগ আক্রমণের শিকার হবে। কেউ স্বপ্ন দেখল, কাঁচের গ্লাসে পানি রয়েছে। এখানে গ্লাস দ্বারা উদ্দেশ্য নারী। উক্ত গ্লাসের পানি সে যদি পান না করে থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে পানি দ্বারা ছেলে বুঝানো হয়েছে। কেউ স্বপ্ন দেখল, সে ক্ষেতে কিংবা বাগানে পানি সেচ করছে, এর তা'বীর হবে আপন স্ত্রীর সাথে সে পরিতৃপ্ত হয়ে সংগম করবে।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে– ফল, পত্র–পল্লবে বাগান সুশোভিত হয়ে আছে। এর ব্যাখ্যা স্ত্রীর গর্ভে তার পুত্র সন্তান জন্ম নিবে। কেউ দেখল, অপর ব্যক্তি তার ক্ষেত–বাগানে পানি সেচ করে দেয়। এতে কোন কল্যাণ নেই, অশুভ লক্ষণ। কেউ দেখতে পেল দুধ, শরাব, তেল ইত্যাদি তরল জাতীয় জিনিস দ্বারা সে উযূ কিংবা গোসল করছে। এর ব্যাখ্যা দ্বীন–দুনিয়ার যে কাজই সে সম্পন্ন করতে আগ্রহী, সেটা পূর্ণতা লাভ করবে না, ব্যর্থ হয়ে যাবে। একই ভাবে দেখতে পেল–পানি দ্বারা

টীকা ঃ

১. রুটির সাথে গোশতের ঝোল মিশিয়ে প্রস্তুত খাদ্যকে 'ছারীদ' বলা হয়।

উযূ করছে, কিন্তু উযূ সম্পূর্ণ করতে পারেনি। এর ব্যাখ্যাও তাই হবে। তার উদ্দিষ্ট কাজ পূর্ণ হবে না। তবে সেটা সহজ করে দেয়া হবে। অনুরূপ কেউ নিজেকে নামায পাঠরত দেখতে পেয়েছে, কিন্তু সে নামায পূর্ণ করতে সমর্থ হয়নি। ব্যাখ্যা একই– তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তবে পার্থক্য এই, সে যদি উযূ কিংবা গোসল যথাযথ সমাধা করে থাকে, তাহলে এটা তার কৃত গুনাহ-খাতা, ভুল-ক্রটির কাফ্‌ফারা গণ্য হবে।

মাটি ও কাদা দেখতে পাওয়া ঃ স্বপ্নযোগে এদুটি দেখতে পাওয়া মূলত ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তার আলামত। তাই যে পরিমাণ মাটি-কাদা দেখতে পাবে, তার সমপরিমাণ সে ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তার শিকার হবে। অনুরূপ গরম পানি দেখার ব্যাখ্যাও একই। কেউ স্বপ্ন দেখল–তার গায়ে গরম পানি লেগেছে। এর অর্থ হবে– রাজা-বাদশাহ্ তথা শাসকবর্গের পক্ষ থেকে সে দুঃখ-যাতনা, নির্যাতন-নিগ্রহের শিকার হবে। এ পর্যায়ে পানির উষ্ণতা যত বৃদ্ধি পাবে, সে অনুপাতে নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে যাবে। এর ব্যাখ্যা কোন সময় ভয়-ভীতি ও রোগ-ব্যাধির আক্রমণের অর্থবোধক হয়ে থাকে।

ইট দেখতে পাওয়া ঃ এখন মাটি বলা হয় না স্বপ্নে এ জাতীয় শুকনা ইট দেখতে পাওয়া জমাকৃত মালের নিদর্শন। কেউ যদি ইটের কিছু অংশ লাভ করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে সে লোক সঞ্চিত ধনের অধিকারী হবে। কেউ দেখল দেয়ালের ইট খসে পড়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে–নারী কিংবা পুরুষ তার যে কোন আত্মীয় হারিয়ে যাবে।

গোসলখানা দর্শন করা ঃ স্বপ্নযোগে গোসলখানা দেখতে পাওয়া দুঃখ-যাতনার আলামত। এপর্যায়ে গোসলখানায় উষ্ণতার মাত্রা অনুপাতে আপদ-বিপদের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। আর এ বিপদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর পক্ষ থেকে হওয়ার সম্ভাবনা। গোসলখানায় অবস্থান স্বল্প সময় হওয়ার দরুন আপতিত বিপদের স্থিতিকালও অল্প হবে। কাজেই বিপদ অতিশীঘ্র কেটে যাবে। কেউ স্বপ্নে দেখল যে, গোসলখানায় প্রস্রাব করছে অথবা চুনা বা অন্য কোন রসায়ন দিয়ে অপ্রয়োজনীয় কেশ মুণ্ডন করছে। তা'বীর হিসাবে এটা উত্তম স্বপ্ন। বাস্তব ক্ষেত্রে সে যদি বিপদগ্রস্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত, চিন্তাক্লিষ্ট কিংবা রোগাক্রান্ত থেকে থাকে, তাহলে অচিরেই সে সব দূরীভূত হবে। যদি এসব কিছুর শিকার না হয়ে থাকে, তবে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে এবং আর্থিক ক্ষতির মাত্রা কমে আসবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বপ্নে যদি সবল-দুর্বল ভিন্নধর্মী এমন দুটি বিষয় একত্রিত হয়, যার ব্যাখ্যা বিপরীতমুখী অর্থে গড়ায়, তাহলে দুর্বল অর্থ বর্জন করে সবল অর্থের সমর্থনে

ব্যাখ্যা দেয়াই বিধিসম্মত। কেননা, আলোচ্য ক্ষেত্রে গোসলখানা চিন্তা ও দুর্ভাবনার অর্থ প্রকাশ করে আর চুনা তা বিমোচনের ইঙ্গিতবাহী। কাজেই সমন্বিত এক্ষেত্রে গোসলখানার কদর্থ পরিহার করে চুনার সবল সদর্থবোধক ব্যাখ্যা দেয়াই অধিকতর শ্রেয়।

চাক্কি দর্শন ঃ স্বপ্নযোগে কোন ব্যক্তির ঘূর্ণায়মান চাক্কি দেখতে পাওয়া তার উপায়-উপার্জনের পক্ষে শুভ লক্ষণ। অর্থাৎ, পার্থিব জীবনে সে বিপদ-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে বটে, কিন্তু পরিণামে হালাল অর্থ- সম্পদের মালিক হবে। কেউ দেখল তার পাশে চাক্কি বর্তমান এবং আটা পিষায় লেগে আছে। এর ব্যাখ্যা হবে-বিনা পরিশ্রমে সে কল্যাণ ও অর্থবিত্ত লাভ করবে। যদি দেখে পিষাই কর্ম সে নিজ হাতে সমাধা করছে, তাহলে টাকা-পয়সার সে মালিক হবে; কিন্তু পরিশ্রমের বিনিময়ে। উল্লেখ্য, চাক্কির ব্যাখ্যা কোন সময় যুদ্ধ-বিগ্রহও হতে পারে, কিন্তু তার জন্য শর্ত হল যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত দেয় এমন কোন বিষয় স্বপ্নে দেখতে হবে।

বায়ু ঃ বায়ু যদি মনোরম হয় আর তাতে আলোর ছটা বিদ্যমান থাকে, তাহলে এটা বরকত ও সুসংবাদের পূর্ব-লক্ষণ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا م بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ

নিজ অনুগ্রহের পূর্বে তিনি বাতাসকে সুসংবাদ হিসাবে প্রেরণ করে থাকেন।

(সূরা আ'রাফ ঃ আয়াত ৫৭)

কিন্তু বায়ুর মধ্যে যদি ঝড়-ঝঞ্ঝার প্রচণ্ডতা ও দাপট থাকে, তবে এটা দুঃখ-দুর্দশার আলামত। যথা এরশাদ হয়েছে ঃ

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ

আর আদ সম্প্রদায়ের প্রতি আমি কল্যাণবিহীন বায়ু প্রবাহিত করেছি।

(সূরা যারিয়াত ঃ আয়াত ৪১)

■

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যমীন, পাহাড়, প্রান্তর, টিলা, দুর্গ, ইমারত, দোকানপাট, বাড়ী–ঘর, বিস্ফোরণ, ভূমিকম্প ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

যমীন ঃ যমীনের ব্যাখ্যা কয়েক প্রকারে দেয়া হয়। স্বপ্নে দেখা যমীনের সীমা–রেখা যদি নযরে ভেসে ওঠে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে নারী। কিন্তু তার পরিধি যদি এত বিস্তৃত হয় যে, সীমা ও পরিধি কিছুই বুঝে আসে না, তাহলে ব্যাখ্যা দুনিয়া ও বিশ্বজাহান। আর বিস্তৃতির সাথে সাথে যমীনের বুকে যদি শস্য–শ্যামল, ফল–ফসল ইত্যাদি দেখা যায়, কিন্তু কি ধরনের তা বুঝতে পারা যায় না, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে দ্বীন ইসলাম। অনুর্বর বিরান ভূমির ব্যাখ্যাও একই ধরনের।

কেউ স্বপ্ন দেখল– যমীন তার জন্য বিস্তৃত ও প্রসারিত করে দেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা তার জীবন সুখে–শান্তিতে ও নিরাপদে অতিবাহিত হবে। কিন্তু যদি দেখে যমীন তার সামনে গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। এর অর্থ তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। কোন সময় এর ব্যাখ্যা যোগ্যতা থাকার শর্তসাপেক্ষে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের ইঙ্গিতবাহী। যমীন তার সাথে কথা বলছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল– এর ব্যাখ্যা হবে সে ব্যক্তি কল্যাণময় পার্থিব জীবন লাভ করবে, যা দেখে লোকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বে। একই ভাবে বাকশক্তিহীন যে কোন বস্তু যদি কথা বলে, তাহলে দর্শনকারী এমন কোন ভাল জিনিস প্রাপ্ত হবে, যা দেখে লোকেরা বিস্মিত হবে।

এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল–সে ভূগর্ভে ঢুকে পড়েছে বটে, কিন্তু কোন গর্ত তার দৃষ্টিগোচর হয় না। এর ব্যাখ্যা হবে দুনিয়া অন্বেষণের অন্তরালে সে মৃত্যুবরণ করবে। আর যদি দেখতে পায় কোন গর্তের অভ্যন্তরে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে ব্যক্তি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, কারো দ্বারা ধোকার শিকার হবে অথবা তার দ্বারা কোন পাপকার্য অনুষ্ঠিত হবে। কেউ স্বপ্ন দেখল যমীন তাকে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার বিষয়–ব্যাপার সংকটাপন্ন হবে এবং জীবিকার সন্ধানে সে দেশ–দেশান্তর ঘুরে বেড়াবে।

কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল জনমানবহীন বিরান ময়দানে সে ভ্রমণরত, কিন্তু চলছে সে সঠিক পথে ও যথাযথ লক্ষ্যপানে। এর ব্যাখ্যা হবে সে ব্যক্তি হেদায়তের সরল পথে অটল–অবিচল রয়েছে এবং ইসলামের সঠিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি

স্বপ্ন দেখে ময়দানে তার গমন সঠিক পথে নয়, এর অর্থ ইসলামের ব্যাপারে তার মনে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেউ দেখল ময়দানে সে পানাহারে রত, এর ব্যাখ্যা দ্বীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে সে আল্লাহ্‌র নে'আমত ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে।

মাটি–বালু, ধুলা–ময়লা ইত্যাদি মৃত্তিকা জাতীয় পদার্থের ব্যাখ্যা সাধারণত অর্থ–বিত্ত দ্বারা করা হয়। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে সে বালু কিংবা মাটি খাচ্ছে, অথবা মাটি, ধুলাবালু তার উপর উড়ে আসছে, এর ব্যাখ্যা সে সম্পদশালী ও বিপুল ধন–ভাণ্ডারের মালিক হবে। অনুরূপ যদি দেখে সে মাটির উপর হেঁটে যাচ্ছে অথবা তা বহন করে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে মাল উপার্জনে তাকে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করতে হবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে সে প্রচুর মাল উপার্জনে সক্ষম হবে। আসমান–যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যলোকে যদি উড়ন্ত ধুলা দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে এটা সংকট ঘনীভূত হওয়ার আলামত। অধিকন্তু সেখানে কুয়াশা দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যাও একই ধরনের হবে। কেউ স্বপ্ন দেখল– সে মাটি খনন করছে এবং মৃত্তিকা ভক্ষণ করছে। এর ব্যাখ্যা হবে ধোকা ও ফেরেববাজির মাধ্যমে সে সম্পদ আত্মসাত করে নিচ্ছে। কেননা, যমীন মূলত ইসলাম বিরোধী ধর্মের অর্থবোধক। ভীতিপূর্ণ মরু প্রান্তরের ব্যাখ্যাও একই ধরনের হবে। কিন্তু উক্ত প্রান্তরের সীমারেখা যদি স্পষ্টত বুঝে আসে, তাহলে এর অর্থ মন্দ নারী, যার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে– রবীআ ইবনে উমাইয়া ইবনে খলফ একবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল– হে খলীফাতুর রসূল (দঃ)! গতরাতে এই মর্মে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমি এক শস্য–শ্যামল ফসল ভরা ময়দানে উপস্থিত। অতঃপর সেখান থেকে এক অনুর্বর ময়দানে এসে গেছি, যেখানে ফসলাদি বলতে কিছুই নেই– সম্পূর্ণ বিরান ভূমি। একই স্বপ্নে আরো দেখতে পাই– আপনার দুই হাত একত্রিত হয়ে কণ্ঠবেড়ি সদৃশ আপনার গর্দানে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। শোনার পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে দ্বীন ইসলাম বর্জন করে তুমি কুফরী মতবাদ গ্রহণ করবে। আর আমার অবস্থা ঠিক থাকবে; ব্যতিক্রম হবে না। দুনিয়াবী কলুষ থেকে আমার হাত পূত–পবিত্র থেকে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন ঃ পরবর্তীকালে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)–এর শাসনামলে মদীনা ত্যাগ করে রূম সম্রাট কায়সারের দরবারে উপস্থিত হয়ে রবীআ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় এবং সে অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে।

পাহাড়-টিলা দর্শন ঃ পাহাড়–টিলার ব্যাখ্যা মানুষ অর্থে করা হয়। এ দুইয়ের আকৃতিগত বিস্তৃতি ও বড়ত্ব অনুপাতে তা'বীর হয়ে থাকে। বৃহৎ শিলাখণ্ড ও

পাথরের ব্যাখ্যাও একই ধরনের। টিলা-পাহাড়ের ব্যাখ্যা কোন কোন সময় উচ্চ মর্যাদা অর্থেও হতে পারে, যা দর্শনকারী অর্জন করবে। কেউ স্বপ্ন দেখল-পাহাড়ে আরোহণ করেছে। অর্থ হবে, সে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। অবশ্য বৃহত্তর শিলাখণ্ডের ব্যাখ্যা এমনসব লোক দ্বারা করা হয় যাদের অন্তর খুব কঠিন। আর সাধারণত নিক্ষিপ্ত কংকরখণ্ডের ব্যাখ্যা অজ্ঞাতে কারো নিন্দাচর্চা এবং দোষারোপ করার অর্থে দেয়া হয়। কেউ স্বপ্নে দেখল, সে পাহাড়ের উপর দাঁড়ানো। এর ব্যাখ্যা দর্শনকারী সমমানের লোকের উপর মর্যাদা লাভে ধন্য হবে। আর তাকে অধিকার করার অর্থ, তার উপর সে প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং আপন করতলে নিয়ে আসবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে পাহাড় ধসিয়ে দিয়েছে। এর ব্যাখ্যা হবে- কোন ব্যক্তিকে সে হত্যা করবে। যদি দেখে পাহাড় ছেদন করে সুড়ঙ্গ তৈরী করছে অথবা খনন কাজে রত আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে কাউকে ধোকা দিচ্ছে ও কপটতার আশ্রয় নিচ্ছে। যদি কেউ নিজেকে পাহাড়ে আরোহণরত দেখতে পায়, তাহলে এটা তার মান-মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ।

এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল- খাড়াপথে পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে, তাহলে পার্থিব বিষয়ে সে বিড়ম্বনার শিকার হবে। বলা বাহুল্য, উর্ধ্বারোহণ সর্বাবস্থায় কল্যাণকর। কিন্তু সোজাসুজি ও খাড়াপথে আরোহণ করা কষ্ট-বিড়ম্বনায় নিপতিত হওয়ার নিদর্শন। যে ব্যক্তি দেখতে পায় অতি সাবধানে সতর্ক পদে ও ধীরস্থির পদ-বিক্ষেপে সে পর্বত শীর্ষে উঠে যাচ্ছে। এর অর্থ, সে ইযযত-সম্মানের অধিকারী হবে। বস্তুত এই ধরনের আরোহণ পরিণামে কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী। স্বপ্নের যাবতীয় উর্ধ্বারোহণ মানুষের দ্বীন-দুনিয়া, মান-ইযযত সকল ক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ। অধিকন্তু পাহাড়, গুহা ও বৃক্ষে আরোহণের ব্যাখ্যা দর্শনকারীর নিরাপদ আশ্রয় লাভের আলামত। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, বিশাল শিলাস্তর এমনকি গোটা পাহাড় একস্থান থেকে অন্যত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। এর ব্যাখ্যা অতি কঠিন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যা বহন করা তার পক্ষে দুরূহ বলে মনে হতে থাকবে। আর এজাতীয় লোকের বোঝা বহন করার উদ্দেশ্যে ভীষণ কষ্ট করতে হবে এবং সীমাহীন বিড়ম্বনার ভিতর দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হবে।

বাজারের দোকান ও চত্বর ঃ বাজারের যে চত্বরে মালপত্র রেখে বেচাকেনা করা হয়, তা দেখার ব্যাখ্যা পণ্যসামগ্রী বেচাকেনা দ্বারা করা হয়। আর যে চত্বরে সাধারণত মালপত্র রাখা হয় না কিংবা বেচাকেনাও করা হয় না, তার পরিবর্তে সেখানে কেবল লোক বসে, কথাবার্তা বলে, তার ব্যাখ্যা হল স্বপ্নে এ জাতীয় চত্বর দর্শনকারী ব্যক্তি দীর্ঘ সময় কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন থাকবে।

বাড়ী ঃ স্বপ্নে বাড়ী দর্শনের ব্যাখ্যা বিভিন্ন আঙ্গিকে দেয়া যেতে পারে। যদি তার ভিত্তি-বুনিয়াদ, মূল উপাদান, সেখানকার বাসিন্দা ও তার অবস্থান সবই অজ্ঞাত থাকে, কিছুই বুঝতে পারা যায় না -এমতাবস্থায় তার অর্থ হবে আখেরাতের বাড়ী। অর্থাৎ, নিজ আমলের ফলাফল অনুযায়ী সে ঘরের সংকীর্ণতা, প্রসারতা, সাজানো-গোছানো, এলোমেলো, সুবিন্যস্ত, পরিপাটি ইত্যাদি আকার নিরূপিত হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজেকে পরিচিত ঘরে দেখতে পায় এবং ঘরটি তার মালিকানাধীন, তাহলে ব্যাখ্যা হবে ঘরের সৌন্দর্য, বিস্তৃতি ও সংকীর্ণতা অনুযায়ী তার দুনিয়া ও পার্থিব অবস্থা সম্প্রসারিত হবে। যদি দেখে ঘরের ভিত্তিমূলে অতিরিক্ত সংযোজন-সম্প্রসারণ করা হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার পার্থিব অবস্থার বিস্তার ঘটবে, জীবনে প্রাচুর্য আসবে। যদি দেখতে পায় ঘর ধসে গেছে কিংবা বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে এটা বদ আমলের কারণে তার দুনিয়া বরবাদ হওয়ার আলামত।

কেউ যদি দেখতে পায় আপন ঘর-বাড়ী সে বিক্রি করে ফেলেছে, এর অর্থ অচিরেই সে মারা যাবে। আর যে লোক নিজের কিংবা পরের ঘর নির্মাণ করছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, এর অর্থ হবে দুনিয়ার আকর্ষণে সে মত্ত হয়ে থাকবে এবং ঘরের আদলে সে দুনিয়া প্রাপ্ত হবে। কিন্তু বাড়ী যদি সে অজ্ঞাত স্থানে নির্মাণ করেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে এটা তার সৎকর্ম সম্পাদনে অগ্রণী ভূমিকা পালন এবং আখেরাতে সুখময় জীবন লাভের আলামত বিশেষ।

বসতবাটি ধসিয়ে ফেলেছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল আর ঘরটি তার পরিচিতও নয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- অতীত জীবনে কৃত তার অন্যায়-অপরাধ, গুনাহ্-খাতা সমুদয় ক্ষমার বারিবর্ষণে মুছে ফেলা হয়েছে। ঘরটি যদি পরিচিত হয়, তাহলে অর্থ হবে, অপচয়-অপকর্মের পরিণামে তার দুনিয়া তথা পার্থিব জীবন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। অনুরূপ যদি কেউ স্বপ্ন দেখে আপন ঘরের কিছু অংশ নিজ হাতে সে ধসিয়ে দিয়েছে অথবা আপনা থেকে কিয়দংশ হ্রাস পেয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে অনুপাতে তার পার্থিব জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

শাহীমহল ঃ নগর অভ্যন্তরে কেউ সুবিশাল শাহীমহল দেখতে পেল এবং তার যথাস্থানে দরজা, জানালা, শামাদান ইত্যাদি সংস্থাপন করা আছে। এখন সে যদি তাতে আরোহণ করেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে এটা পার্থিব জীবনে তার মান-মর্যাদা ও খ্যাতির শীর্ষে আসীন হওয়ার আলামত। আর দেয়ালের ব্যাখ্যা ব্যক্তির অবস্থার আলোকে দেয়া হয়, কখনো আবার দুনিয়ার প্রেক্ষাপটেও করা হয়। কিন্তু শর্ত হল- সে যদি দেয়ালের উপর দাঁড়ানো থাকে। দেয়াল যদি ধসে পড়ে,

তাহলে দর্শনকারীর অবস্থা বিপর্যস্ত হবে অথবা সে মারা যাবে। চুন-সুরকি নির্মিত অজ্ঞাত বাড়ী ফকীর হওয়ার আলামত। এ জাতীয় নতুন ঘরে কেউ নিজেকে আটক দেখতে পেল, উক্ত ঘরটি তার অপরিচিত হলে বুঝতে হবে এটা তার কবরের চিত্র।

কাঁচাঘর ঃ স্বপ্নযোগে কেউ অপরিচিত কাঁচাঘর দেখতে পেলে ব্যাখ্যা নারী দ্বারা করতে হবে। কেউ দেখতে পেল সে কোন একটি ঘরে প্রবেশ করেছে এবং উপরে উঠে গেছে আর ঘরটি তার অপরিচিত। তাহলে সে এমন স্ত্রী বিয়ে করবে যার মাধ্যমে তার প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। কিন্তু ঘর যদি পরিচিত হয় আর দেখতে পেল সে তার মালিক হয়ে গেছে, তাহলে দর্শনকারী স্ত্রী লাভ করবে। আবার কোন সময় ঘর দেখার ব্যাখ্যা দুনিয়া দ্বারা করা হয়। ঘর ঝাড়ু দিচ্ছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল- অর্থ হবে সে অভাব-অনটনের শিকার হবে। যদি কেউ অপরের ঘর ঝাড়ু দেয়ার কাজে রত আছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে উক্ত ঘরের মালিকের নিকট থেকে সে বহু ধন-সম্পদ লাভ করবে। কবর খনন করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল, এর অর্থ সে ঘর নির্মাণ করবে।

নগর দর্শন ঃ কেউ স্বপ্ন দেখল শহর ধসে পড়ছে অথবা তার কিছু অংশ ধসে পড়ার উপক্রম হয়েছে, তাহলে শহরবাসীর দ্বীন-ইসলাম মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অর্থ এটাও হতে পারে- দুর্ভাগ্যের পরিণামে শেষ পর্যায়ে তাদের ইহলৌকিক অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যাবে।

সিঁড়ি ঃ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল। এর ব্যাখ্যা ইসলামের পথে তার উন্নতি সাধিত হবে। অর্থাৎ, দ্বীন-ইসলামের উপর আমল করে সে আখেরাতের সফলতা অর্জন করেছে সে ইঙ্গিতই এদ্বারা পাওয়া যায়। কেউ দেখল কাঁচা ইটের সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে আরোহণ করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- টাকা-পয়সা দান-খয়রাত করার মাধ্যমে সে উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সিঁড়ি যদি সুরকি, পাথর, ইট কিংবা কাঠের তৈরী মর্মে দেখতে পায়, তবে পার্থিব জীবনে সে ক্রমান্বয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল- এর প্রতি ইঙ্গিত দেয়-স্বপ্নে এমন কোন বিষয়ের উপস্থিতি থাকতে হবে।

ঘরের দরজা ঃ ঘরের দরজার ব্যাখ্যা হবে এর মালিক বা যিম্মাদার যার প্রতি সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। তাই দরজা ভেঙ্গে যাওয়া, খুলে পড়া, পুড়ে যাওয়া, অন্য কোন ব্যাপার ঘটে যাওয়া ইত্যাদি ভাল-মন্দ যে কোন পরিবর্তন কিংবা ব্যতিক্রম দেখা দেয়ার অর্থ এসমস্ত বিষয় যিম্মাদারের উপর পতিত হবে। একই ভাবে ঘরের দরজার ব্যাখ্যা কোন কোন সময় নারী দ্বারাও করা হয়। অধিকন্তু দরজার উপরের চৌকাঠ দ্বারা পুরুষ, নীচের চৌকাঠ দ্বারা নারী উদ্দেশ্য করা হয়। কেউ স্বপ্ন দেখল-

অগ্নিকাণ্ডে তার ঘর পুড়ে গেছে। তাহলে সমকালীন শাসক কর্তৃক সে লাঞ্ছনার শিকার হবে অথবা প্লেগে আক্রান্ত হবে। কেউ দেখল– তার ঘরের দরজা খুলে পড়ে গেছে অথবা উৎপাটিত হয়ে গেছে, তাহলে ইঙ্গিত হবে সে ঘরের মালিকের মৃত্যু আসন্ন। যদি দেখে ঘরের দরজা কিংবা চৌকাঠ উৎপাটিত হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে–ঘরের প্রধান নারী মারা যাবে। যদি দেখে তার ঘরের দরজা উৎপাটিত হয়ে গেছে এবং অন্য কোন লোক তার উপর বসে আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার এ বাড়ী সে বিক্রি করে দেবে, অপরদিকে তার স্ত্রী বিচ্ছেদের পর অন্য কোন পুরুষের সাথে সংসার করবে। কেউ দেখল তার ঘরের দরজা খুলে পড়ে আছে। এর ব্যাখ্যা হবে প্রথমে সে রোগাক্রান্ত এবং পরে তা থেকে মুক্তি লাভ করে সুস্থ হয়ে উঠবে।

দরজা সংশ্লিষ্ট বিষয় ঃ দরজার কাঠ ইত্যাদি দ্বারা মানুষের সন্তান–সন্ততি বুঝানো হয়। কেউ স্বপ্ন দেখল– তার ঘরের দরজার দুটি কাঠ দু–দিক থেকে খসে পড়েছে। এর ব্যাখ্যা তার দুটি মেয়ে থাকলে দু–জনই মারা যাবে। আর মেয়ের সংখ্যা দুইয়ের অধিক হলে তাদের সকলের বিয়ে হয়ে যাবে এবং পিত্রালয় ত্যাগ করে তারা যার যার পতিগৃহে গমন করবে। কেউ দেখল– সে ঘরের খোলা দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে এটা তার নিজের স্ত্রী তালাক দেয়ার আলামত। কিন্তু এরপরই যদি দেখতে পায় বন্ধের পর দরজাটা সে আবার খুলেও দিয়েছে, তাহলে ঘরটি পরিচিত হলে সে বিয়ে করবে, আর অজ্ঞাত–অপরিচিত হলে তার দো'আ কবুল হবে। স্বপ্নে পেরেক কিংবা তারকাটা দেখার ব্যাখ্যা– এমন ব্যক্তি যার মাধ্যমে লোকেরা নিজেদের সমস্যা সমাধান করে থাকে। পাকা হোক কিংবা কাঁচা স্বপ্নে পুল দেখার ব্যাখ্যাও একই ধরনের হবে।

ভূমিকম্প ঃ স্বপ্নে ভূমিকম্প দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা– অচিরেই বিশ্বের বুকে বিশেষ কোন ঘটনার উদ্ভব হবে লক্ষ্য করা যায়। ভূমিকম্পের তোড়ে পাহাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে মর্মে স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা আলেমদের ক্ষেত্রে অশুভ লক্ষণ। কেউ দেখতে পেল তার নিজের মধ্যে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি লেগেছে। এ স্বপ্ন দর্শনকারীর জন্য কল্যাণবহ নয়; বরং অশুভ লক্ষণ। কেউ দেখল– ভূকম্পনে তার নিজের ঘর কম্পমান। এর ব্যাখ্যা– সে ঘর যিনা–ব্যভিচারে কলুষিত হবে। কেউ দেখতে পেল তার ঘরের কিছু অংশ খসে অথবা ধসে পড়েছে, তাহলে যার সাথে এ–ব্যাখ্যা তথা ধসের সম্পৃক্তি, তার জন্য এটা মৃত্যুর পূর্ব–লক্ষণ।

■

সপ্তম পরিচ্ছেদ

গাছ, ফল–ফলাদি, উৎপন্ন ফসলাদি, ক্ষেত–খামার, তরি–তরকারি, বাগ-বাগিচা ইত্যাদির তা'বীর

যাবতীয় গাছের ব্যাখ্যা পুরুষ মানুষ দ্বারা করা হয়। কাজেই পুরুষদের অবস্থার ব্যাখ্যা হবে স্বপ্ন দেখা গাছের প্রকৃতি, উপকারিতা, সুগন্ধি ইত্যাদির প্রেক্ষাপট বিবেচনায়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে– কোন ফল অথবা পাতা লাভ করেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে– উক্ত গাছের সমমান বিশিষ্ট লোকের পক্ষ হতে সে প্রচুর অর্থ– সম্পদ লাভ করবে।

কাঠ ঃ স্বপ্নদৃষ্ট কাঠ যদি শক্ত ও কঠিন হয়, তাহলে এটা সে ব্যক্তির মুনাফিকী এবং দ্বীনের ব্যাপারে তার কপটতার আলামত। জ্বালানি কাঠ শুকনা হোক বা ভিজা, ছোট হোক বা বড়, শক্ত কাঠের ন্যায় একই ব্যাখ্যা হবে। আর স্বপ্নে দেখা লাকড়ী যদি একেবারে খুব ছোট হয়, তাহলে এটা লোকদের মধ্যে নিন্দাচর্চা শুরু হয়ে যাওয়ার আলামত।

লাঠি ঃ স্বপ্নে যদি কেউ লাঠি দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি একজন শরীফ, সম্ভ্রান্ত ও নির্ভরযোগ্য লোক, সকলে যার কথা মানে ও আনুগত্য করে।

কাঁটাযুক্ত গাছ ঃ স্বপ্নে কাঁটাযুক্ত গাছ দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা এমন লোকের সাক্ষাত পাওয়া, যার দ্বারা দর্শনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং নানা অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার দরুন তার সমস্যা আরো বেড়ে যাবে। বস্তুত কাঁটা নিজেই কষ্টদায়ক জিনিস, কারো গায়ে লাগার অর্থ কথা ও কাজে দর্শনকারীর কষ্ট পাওয়ার আশংকা প্রবল। স্বপ্নে কাঁটা দেখার ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে, দর্শনকারী কষ্টদায়ক বিপদের সম্মুখীন হবে অথবা ভয়াবহ সমস্যায় পতিত হবে।

আঙ্গুর ও ডালিমের বাগান ঃ ডালিম ও আঙ্গুরের বাগান দেখার ব্যাখ্যা নারী দ্বারা করা হয়। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেছে সে আঙ্গুর কিংবা আনারের চারা লাগিয়েছে এবং বড় হয়ে সেগুলোর ডালপালা গজিয়েছে। তাহলে উক্ত গাছের মূল্য অনুপাতে দর্শনকারীর মান–মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান বেড়ে যাবে। কোন কোন সময় এর ব্যাখ্যা অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক দ্বারা করা হয়। অর্থাৎ, বালকটি যৌবনে পদার্পণ করবে। আর স্বপ্নে একটি মাত্র গাছ দেখতে পাওয়ার অর্থ এক হাজার দিরহাম।

মওসুমী আনার (ডালিম) ঃ যদি কেউ সুমিষ্ট আনার দেখতে পায়, তাহলে এর ব্যাখ্যা সঞ্চিত ধন। যদি দেখে একটি আনারের পুরাটাই সে খেয়ে ফেলেছে অথবা কিছু অংশ খেয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারী বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হবে। তাছাড়া প্রত্যেক জিনিসের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ সে ব্যক্তি লাভ করার আলামতও এতে লক্ষ্য করা যায়।

চুকা ফল ঃ স্বপ্নে চুকা আনার দেখার অর্থ- যদি সে ব্যক্তি চুকা আনার অথবা অন্য যে কোন চুকা ফল খায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-দুর্দশা তার উপর পতিত হবে।

সেব ফল ঃ স্বপ্নে সেব ফল (আপেল) দেখার ব্যাখ্যা ব্যক্তির শিল্পকর্ম, আয়-উপার্জন ও মনের সাহস অর্থে করা হয়। অর্থাৎ, সেব ফল বাদশাহ্ খেলে অর্থ হবে তার রাজত্ব, ব্যবসায়ী খেলে তার ব্যবসা আর কারিগর খেলে তার শিল্প উদ্দেশ্য হবে। যেমন কেউ দেখতে পেল, সে সেব ফল লাভ করেছে, খেয়ে নিয়েছে অথবা মালিক হয়েছে, এমতাবস্থায় তার স্বাদ, সতেজতা, কম-বেশী পরিমাণের ভিত্তিতে সে ব্যক্তি ধন-সম্পদের মালিক হবে।

লেবু ঃ স্বপ্নযোগে পরিমাণে অধিক লেবু দেখার ব্যাখ্যা উত্তম ও পরিচ্ছন্ন সম্পদ। এক, দুই অথবা তিনটি দেখার অর্থ সুসন্তান লাভ করা। বলা বাহুল্য, লেবুর হলুদ বর্ণ দেখতে পাওয়া অশুভ লক্ষণ কিংবা ক্ষতির পরিচায়ক নয়।

হলুদ বর্ণের ফল ঃ স্বপ্নযোগে সাফারজাল তথা আপেল জাতীয় ফল, মিশমিশ,[১] নাশপাতি, আপেল ইত্যাদি ফল দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা দর্শনকারী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে- দৃষ্ট ফলের রং যদি হলুদ হয়। কিন্তু রং যদি সবুজ হয়, তাহলে তা দেখার অর্থ- এমন সম্পদ লাভ করবে, যা দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে না।

তরমুজ ঃ স্বপ্নে সবুজ রং -এর তরমুজ দেখতে পাওয়া ধন-সম্পদ লাভ করার আলামত। আর স্বপ্নে হলুদ বর্ণের তরমুজ ভক্ষণ করছে দেখতে পাওয়ার অর্থ- দর্শনকারী ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

কলা ঃ স্বপ্নে কলা দেখার অর্থ- সে ব্যক্তি অর্থ-বিত্তের মালিক হবে। দর্শনকারী দ্বীনদার লোক হলে তার দ্বীনদারীতে উন্নতি হবে। কলার বর্ণ হলুদ হোক কিংবা বিস্বাদ হোক কোনটাই ক্ষতিকর হবে না। তদ্রূপ বে-মওসুমে দেখা দ্বারাও ক্ষতির কোন আশংকা নাই। স্বপ্নে দেখা সব জাতের কলার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। তাতে অবস্থার কোন প্রভেদ নেই।

টীকা ঃ

১. যর্দালু নামের এক জাতীয় ফল।

আঙ্গুর ঃ স্বপ্নে সাদা কিংবা লাল আঙ্গুর দেখতে পাওয়া মূলত দুনিয়ার দুই অংশ বা দুই পৃষ্ঠ। আঙ্গুরের মওসুমে স্বপ্নে আঙ্গুর দেখতে পাওয়া শুভ লক্ষণ ও কল্যাণকর। আর বে-মওসুমে দেখা রোগের আলামত। স্বপ্নে আঙ্গুর খাওয়া অশুভ লক্ষণ। কেননা, এর যত সংখ্যা সে খেয়েছে দেখতে পেল, ততটি বেত্রাঘাত তার গায়ে পতিত হবে অথবা তার দেহে তত পরিমাণ দানা দেখা দিবে। আর আঙ্গুরের রং কাল হলে এদ্বারা কোন উপকার হবে না। কেননা, হযরত নূহ (আঃ) ক্রোধবশত আপন পুত্রকে বদদো'আ দিয়েছিলেন। তখন তার হাতের আঙ্গুরগুলি কালবর্ণ ধারণ করেছিল। অতএব, বুঝা গেল এতে কোন কল্যাণ নেই।

কেহ স্বপ্ন দেখল আঙ্গুর নিংড়ে সে রস বের করছে। এর ব্যাখ্যা সে বাদশাহ্‌র খেদমত করবে। তদ্রূপ যায়তুন নিংড়ে রস বের করছে মর্মে দেখতে পাওয়ারও একই অর্থ। আর ভোজ্য তৈল ইত্যাদি দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা হল তা পেয়ে গেলে সে ব্যক্তি বরকত, কল্যাণ, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হবে। আর কিশমিশ, মুনাক্কা লাল-কাল যে বর্ণেরই হোক তার ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারী ধন-দৌলত ও কল্যাণের অধিকারী হবে।

আনজীর ঃ স্বপ্নযোগে দর্শনের ব্যাখ্যা দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা। কেননা, জান্নাত থেকে বের হওয়ার পর আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) আনজীর গাছের নীচে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

আখরোট ঃ স্বপ্নে পূর্ণ আখরোট দেখতে পাওয়ার অর্থ কথাবার্তা, ঝগড়া-বিবাদ এবং এমন ধন-দৌলত যা অতি কষ্টে উপার্জিত হতে পারে।

বাদাম ঃ বাদাম শুকনা হোক বা তাজা- ব্যাখ্যা একই। অর্থাৎ, গুপ্তধনের ইঙ্গিতবাহী। পেস্তা বাদামের ব্যাখ্যাও একই ধরনের গুপ্তধনপ্রাপ্তির আলামত।

কাশ্মীরী বাদাম ঃ এর ব্যাখ্যা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মাল দ্বারা করা হয়। পাইন, রাইহান ইত্যাদি জাতীয় ফলবিহীন গাছ দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা হল- এমন লোক যার দ্বারা মানুষের উপকার কম হয়। সুগন্ধময় গাছ দেখার অর্থ প্রশংসনীয় সম্ভ্রান্ত লোক সমাজে যার সুখ্যাতি রয়েছে। পক্ষান্তরে দুর্গন্ধময় গাছ দেখার অর্থ দর্শনকারী দুর্বৃত্ত প্রকৃতির।

শস্যদানা ঃ তাজা গম শুকনা গম অপেক্ষা উত্তম। তাই তাজা গম খাচ্ছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে পাক-পবিত্র রুজি পাবে এবং দ্বীনী বিষয়ে তার প্রভূত উন্নতি হবে। আর শুকনা গম কিংবা পাকানো গম খায় মর্মে যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে বুঝতে হবে এতে কোন কল্যাণ নেই। এ ব্যাখ্যা মূলত আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনার প্রেক্ষাপটে দেয়া হয়।

যব ঃ তাজা, শুকনা, ভাজা–ভুনা কিংবা রান্না করা যে পর্যায়েই হোক না কেন, স্বপ্নে যব দেখা গমের তুলনায় উত্তম। ভক্ষণ করুক বা না করুক, অথবা সামান্য কিছু লাভ করুক সর্বাবস্থায় সে পাক–পবিত্র রুজিপ্রাপ্ত হবে।

আটা ঃ স্বপ্নে আটা দেখতে পাওয়া সঞ্চিত ধন লাভের আলামত এবং তা পর্যাপ্ত পরিমাণে। এ পর্যায়ে গম, যব কিংবা অন্য যে কোন শস্যদানার আটা দেখতে পাওয়া রুটি অপেক্ষা উত্তম। কেননা, অগ্নিতাপে সেঁকার পরই রুটি তৈরী হয়। তাই আগুনের স্পর্শ এতে অনিবার্য। আর আগুন অশুভ ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু পরিষ্কার রুটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন–দৌলতের নিদর্শন। এই জাতীয় পরিষ্কার রুটি কেউ স্বপ্নে খেয়েছে মর্মে দেখতে পাওয়ার অর্থ– তার জীবন সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যে অতিবাহিত হবে।

আটার গোলা বা কাই ঃ আটার গোলা বা কাই দেখতে পাওয়া অধিক সন্তান লাভের আলামত। আর তার ফলবান বৃক্ষ থাকলে তাতে ফলন অধিক হবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে আটা গুলছে, তাহলে অর্থ হবে– তার সন্তান সংখ্যা, বাগানে ফল ও ক্ষেতের ফসল প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু আয়–উপার্জন বৃদ্ধি পাওয়াও এর ব্যাখ্যা হতে পারে, তবে তা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে হাসিল হবে।

ধান-চাল ঃ স্বপ্নে ধান–চাল দেখতে পাওয়া সম্পদ লাভের আলামত, কিন্তু সেটা হাসিল হবে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে।

তিল ঃ স্বপ্নে তিল দেখা ক্রমবর্ধমান সম্পদের আলামত, সব সময় যা বাড়তেই থাকবে।

জোয়ার ও বাজরা ঃ স্বপ্নে জোয়ার ও বাজরা দেখার ব্যাখ্যা সম্পদ হাসিল করা। তবে সেটা হবে উপার্জনের দিক দিয়ে অতি নিম্নমানের।

লুবিয়া ঃ লুবিয়া জাতীয় তরকারি স্বপ্ন দেখার তা'বীর দীর্ঘস্থায়ী চিন্তা–ভাবনা ও দুঃখ-দুর্দশার আলামত।

ছোলাবুট, মসুরি ডাল, মটর ঃ এ সমস্ত জিনিসের তা'বীর নাপাক ও অপবিত্র মাল দ্বারা করা হয়, যাতে কষ্ট–বিড়ম্বনা ও দুশ্চিন্তার কশাঘাত বর্তমান থাকে।

ক্ষেত-খামার ঃ কারো মালিকানায় ক্ষেত–খামার থাকলে সে যদি তা স্বপ্নে দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– এটা দ্বীন–দুনিয়ায় তার কল্যাণের লক্ষণ। সে যদি নিজেকে ক্ষেতে বিচরণরত দেখতে পায়, তাহলে ক্ষেতের সজীব–শ্যামলতা ও উর্বরতা অনুপাতে ইহ– পরকালে তার কল্যাণ সাধিত হবে। আর ক্ষেতের ব্যাখ্যা কোন কোন সময় সে সকল লোক দ্বারা করা হয়, যেখানে যারা শোকসভায়

একত্রিত হয়েছে। কেউ যদি ক্ষেতের ফসল কাটা হয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে তা গণ- হত্যার ইঙ্গিত।

যমীনে বীজ বোনা ঃ এর অর্থ সৎকর্ম সম্পাদনের প্রতি ইঙ্গিত। যদি দেখে বীজ থেকে অংকুর গজিয়েছে, তাহলে তার যাবতীয় কাজ আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হওয়ার ইঙ্গিত বুঝাবে। আর তা দ্বারা পার্থিব জীবনে সে ইযযত, সম্মান ও খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করবে। বীজের ব্যাখ্যা কোন সময় সন্তান-সন্ততি দ্বারাও করা হয়। কিন্তু শর্ত হল স্বপ্নে সম্পূর্ণ যমীন দৃশ্যমান হতে হবে- কোন দিক যেন অজ্ঞাত না থাকে।

সবজি ঃ যথা ক্ষীরা, শসা, শালগম, নারিকেল ইত্যাদি স্বপ্ন দেখার তা'বীর মামুলি ও সামান্য টাকা-পয়সা, যা ভয়-ভীতি ও চিন্তা-ভাবনা দ্বারা অর্জিত হবে। কখনো আবার এমনো হতে পারে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার শিকার হবে। টাকা-পয়সা উপার্জনে বিলম্ব হবে। ফলে চিন্তার পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যাবে। একইভাবে পিয়াজ, রসুন এবং যাবতীয় তরকারি স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা চিন্তা-ভাবনা, অভাব-অনটন এবং আর্থিক সংকট অর্থে করা হয়।

সুগন্ধি ঃ গোলাপ, নার্গিস, সূর্যমুখী ইত্যাদি জাতীয় সর্ব প্রকার ফুল-সুগন্ধির ব্যাখ্যা হল- যদি গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে এটা দুনিয়া তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। কিন্তু ফুলগুলি যদি গাছের ডালে যুক্ত আছে দেখতে পায়, তাহলে ফুলের মূল্যমান ও তারতম্য অনুপাতে তার পুত্র সন্তান লাভের প্রতি ইশারা হবে। এমতাবস্থায় ফুল তার হাতে আসার অর্থ সে কল্যাণের অধিকারী হবে। সাধারণত চারা গজাবার স্থান নয় যেমন বসতঘর, মসজিদ ইত্যাদি জায়গায় অপরিচিত গাছের চারা উৎপন্ন হয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখতে পাওয়ার অর্থ- জামাই কিংবা শরীকদার হিসাবে কোন ব্যক্তি সে ঘরে প্রবেশ করবে।

ঘাস ঃ স্বপ্নে ঘাস দেখার অর্থ- দর্শনকারী অতি শীঘ্র স্বর্ণরূপী সম্পদের মালিক হবে। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন এ কারণে শুকনা ঘাসের ব্যাখ্যা দিতেন স্বর্ণ দ্বারা। বর্ণিত আছে- এক ব্যক্তি এক উট বোঝাই শুকনা ঘাস মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের নিকট হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়ে দেয়। দীর্ঘ সময় উক্ত ঘাসের প্রতি তাকিয়ে থেকে তিনি বলতে থাকেন- আহা, ঘাসবাহী এ উট যদি রাতের বেলা স্বপ্নযোগে পাওয়া যেত।

বাগান ঃ এর তা'বীর হল স্ত্রীলোক। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল- সে বাগানে অবস্থান করছে এবং সেখানে সে ফল-ফলাদি খাওয়ায় রত আছে। এর ব্যাখ্যা হবে- কোন সম্পদশালী মহিলার কাছ থেকে সে অর্থবিত্ত লাভ করবে। বাগানে পায়চারি করছে মর্মে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সুন্দরী নারী

লাভের মাধ্যমে তার সুখ–সমৃদ্ধি ঘটবে এবং সে প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন কাটাবে। যদি স্বপ্ন দেখে তার বাগানের দরজা একদিক থেকে উৎপাটিত হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– আপন স্ত্রীকে সে তালাক দিবে। অপরিচিত বাগানের ব্যাখ্যা জান্নাত মর্মে করা হয়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে এ জাতীয় অপরিচিত বাগানে প্রবেশ করে তথায় সে ভ্রমণরত আছে, তাহলে এর অর্থ– সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর উদ্যানের ব্যাখ্যা সাধারণত দ্বীন ইসলাম হয়ে থাকে। কেউ যদি স্বপ্নে নিজেকে উদ্যানে বিচরণরত অবস্থায় দেখতে পায়, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর দ্বীন ইসলামের পথে তার প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। আর উদ্যানে ভ্রমণ করার অর্থ দর্শনকারীর উচ্চতর মর্যাদায় আসীন হওয়া।

■

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দুধ ও পানীয় দ্রব্য পান করা

দুধ ঃ দুধ যদি অপরিচিত ধরনের হয়, তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে ইসলামের নৈতিক চরিত্র এবং নবী করীম (দঃ)-এর সুন্নত। তাই কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে অচেন ধরনের দুধ পান করেছে, অথবা দুধ তার হস্তগত হয়েছে, তাহলে অর্থ হবে সে ব্যক্তি কল্যাণের অধিকারী হবে এবং তার দ্বীনী অবস্থা ভাল থাকবে। আর দুধের জাত ও প্রকার জানা থাকলে অর্থ হবে সে হালাল সম্পদ পাবে এবং উত্তম রুজি তার ভাগ্যে নসীব হবে, যার দ্বারা তার উপকার সাধিত হবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল- দুধ টক না হওয়া কিংবা ননী-মাখন বের করা মাঠায় পরিণত না হওয়া। কিন্তু যদি এর বিপরীত তথা দুধ টক অথবা ননীবিহীন মাঠা হয়, তাহলে দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা-ভাবনা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

পনীর ঃ স্বপ্নে পনীর দেখা সাধারণত অর্থ-সম্পদ, কল্যাণ এবং দর্শনকারীর সুখ-সমৃদ্ধির আলামত। আর ভিজা পনীর দেখা শুকনা অপেক্ষা উত্তম।

গরু, মহিষ এবং উটনীর দুধ ঃ এ সমস্ত দুধের সবগুলিই উত্তম ও কল্যাণকর। কিন্তু বকরী ও ভেড়ীর দুধ গাভীর দুধের তুলনায় নিম্নমানের। বন্য উটনীর দুধ দ্বীনী যোগ্যতা ও ধর্মীয় উন্নতির অর্থবোধক। কেউ খচ্চরের দুধ পান করার অর্থ- দর্শনকারী ভয়-ভীতি এবং দুঃখ-বিড়ম্বনার শিকার হবে। গৃহপালিত গর্দভীর দুধ পানকারী কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে, অবশ্য পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে উঠবে। হালাল জাতীয় সকল বন্য পশু এবং হরিণীর দুধ পান করা মঙ্গল, যোগ্যতা এবং বৈধ আয়-উপার্জনের ইঙ্গিতবাহী। ঘোড়ীর দুধ পানকারী সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী হবে।

বাঘিনীর দুধ পান করা শত্রুর উপর জয়ী হওয়ার নিদর্শন। কুকুরীর দুধ পানকারী শত্রু ভয়ে ভীত থাকবে আর অচিরেই সে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। চিতা বাঘিনীর দুধের অর্থ- সে ভীতির শিকার হবে এবং তার শত্রু সৃষ্টি হবে। শিয়ালনীর দুধ পান করার তা'বীর- কল্যাণ, আনন্দ-উল্লাস এবং অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তির নিদর্শন। বনরুই, পাণ্ডা ইত্যাদি প্রাণীর দুধ পান করা রোগ-ব্যাধি ও কলহ-বিবাদের

আলামত। শূকরীর দুধ পান করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা পানকারীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি দেখা দিবে। স্তন থেকে দুধ নিজে পান করুক, কিংবা পান করানো হোক- উভয় অবস্থায় পানকারী বন্দী অথবা আর্থিক দৈন্য-দশায় পতিত হবে। কেননা, দুই বৎসর বয়সের পরে দুধ পান করা নিষেধ। কোন স্ত্রীলোক স্বপ্ন দেখল- সে দুগ্ধবতী হয়ে গেছে এবং তার স্তন থেকে দুধ গড়িয়ে পড়ছে। এর ব্যাখ্যা- কল্যাণ, মাল-দৌলত এবং আয়-উপার্জন তার প্রতি ছুটে আসবে। কিন্তু দুধ গড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে যদি পান করেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা বিপরীত অর্থে হবে। অর্থাৎ, কল্যাণ কিংবা অর্থ-বিত্তের সাক্ষাত পাওয়ার আশা তার সুদূর পরাহত।

মদ ঃ মদের ব্যাখ্যা সাধারণত হারাম মাল দ্বারা করা হয়। কিন্তু শর্ত হল স্বপ্নে মদের পেয়ালা নিয়ে কারো সাথে যদি ঝগড়া-বিবাদ না লেগে থাকে। কেননা, বিবাদ-বিগ্রহ মূলত ধ্বংস-বিপর্যয়ের আলামত।

আঙ্গুর অথবা খেজুরের রস ঃ এর ব্যাখ্যা- অসৎ পন্থায় সন্দেহযুক্ত সম্পদের আগমন। কিন্তু এই রস আগুনে যে পরিমাণ উত্তাপে পাকানো হয়েছে, তার সম-পরিমাণ কষ্ট-বিড়ম্বনার ভিতর দিয়ে সে অর্থ উপার্জিত হবে।

নেশাকর দ্রব্য ঃ স্বপ্নে মদ ব্যতীতই নেশা অনুভব হলে অমঙ্গলের লক্ষণ। কেননা, আল্লাহ্ পাক কোরআনে বলেছেন ঃ

وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

অর্থাৎ, লোকদের তুমি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে, অথচ বাস্তবে তারা নেশা-জড়িত নয়। তারা তো আল্লাহ্র কঠিন আযাবের ভয়ে সন্ত্রস্ত।

(সূরা হজ্জ ঃ আয়াত ২)

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে অপর কারো সাথে একত্রে বসে সে মদ কিংবা ফলের রস পানে রত আছে, আর তাদের উভয়ের মাঝখানে দস্তরখান বিছানো রয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি আয়-উপার্জনের চেষ্টা করবে বটে, সাথে সাথে অন্যের সাথে বিবাদেও লিপ্ত হবে। কেননা, দস্তরখানের তা'বীর রুজি-রোযগার এটা জানা কথা।

কেউ যদি মদ তৈরী করছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে বাদশাহ্র খেদমত করবে এবং তার হাতে বড় বড় কর্ম সম্পাদিত হবে। কেউ যদি মদের ফোয়ারা দেখতে পায়, তাহলে সেটি অজ্ঞাত পরিচয় বাগানে হলে ব্যাখ্যা হবে- সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু এই শর্তে যে, উক্ত মদ তার নিজের পান করতে হবে অথবা উক্ত বাগানে তার প্রবেশ করতে হবে। এরূপ যদি না হয়, তাহলে দর্শনকারী

পার্থিব জীবনে কোন ফিতনা বা কঠিন পরীক্ষায় পতিত হবে।

মধু ঃ স্বপ্নে মধু দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা হল– অর্থ–সম্পদ, পরিচ্ছন্ন আয়–উপার্জন এবং রোগমুক্তি লাভ করা। ফলফলারি থেকে যে সমস্ত পানীয় দ্রব্য তৈরী করা হয়, সে সব স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ফলের মূল্যমান অনুপাতে করা হয়। এ সম্পর্কিত আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

■

নবম পরিচ্ছেদ

নারী-পুরুষ, মানবদেহের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এবং পশুর লেদা-গোবর ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

পরিচিত লোক দেখতে পাওয়া ঃ পরিচিত কোন ব্যক্তিকে স্বপ্নে কিছু দিতে বা কথা বলতে দেখা গেলে হুবহু সেই ব্যক্তি অথবা তার সদৃশ কিংবা তার সম পর্যায়ভুক্ত ব্যক্তি দ্বারা তা'বীর করা বাঞ্ছনীয়।

অপরিচিত লোক দেখা ঃ স্বপ্নে দেখা অপরিচিত লোকটি যদি যুবক হয়, তবে তার শত্রু হবে। যদি বৃদ্ধ হয়, তবে ব্যাখ্যা হবে তার সৌভাগ্য এবং যে কাজের জন্য সে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাতে তাকদীরের আনুকূল্য। যদি দেখতে পায় বৃদ্ধ লোকটি তাকে কোন কিছু দান করছে কিংবা তার সাথে কথা বলছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে এটা তার সৌভাগ্যের প্রতিফলন এবং কর্ম–প্রচেষ্টা ফলবতী হওয়ার পরোক্ষ ইঙ্গিত। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বৃদ্ধের সুশ্রী, কদাকার, সম্পূর্ণ–অসম্পূর্ণ, সবল–দুর্বল ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষাপটে নিরূপিত হবে।

বৃদ্ধা নারী দর্শন ঃ স্বপ্নে দেখা বৃদ্ধা মহিলাটি দর্শনকারীর অপরিচিতা হলে ব্যাখ্যা হবে চল্‌তি বছর। অর্থাৎ, বৃদ্ধার দৈহিক শ্রী কিংবা শ্রীহীনতা, লাবণ্য কিংবা কান্তিহীন রূপ ইত্যাদি অনুপাতে তার চলতি সন অতিবাহিত হবে। স্বপ্নে যদি অপরিচিতা কোন যুবতী দেখতে পায় আর সে দর্শকের সাথে কথা বলে অথবা তাকে কোন কিছু দেয়, কিংবা যুবতীর সাথে বুক মিলায়, অথবা আদর–সোহাগ করছে কিংবা তার সাথে বসবাস করছে অথবা যুবতীর সাথে দৈহিক মিলনে রত হয়েছে বটে, কিন্তু বীর্যপাত ঘটেনি, তাহলে এটা তার চলতি সনের অর্থবোধক, যা যুবতীর অবস্থা অনুপাতে গত হবে। অর্থাৎ, স্বপ্নদৃষ্ট যুবতী নারীটি মোটাসোটা, সুশ্রী ও রূপ লাবণ্যের অধিকারী হলে চলতি বছর সে প্রভূত কল্যাণ ও প্রচুর অর্থ–বিত্তের মালিক হবে। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে স্বপ্নে দেখা নারীর সূরত অনুযায়ী স্বপ্নের তা'বীর হবে।

নবজাত কন্যা সন্তান দেখা ঃ তা'বীরের ক্ষেত্রে নবজাত কন্যা দেখতে পাওয়া পুত্র সন্তান অপেক্ষা উত্তম। যে ব্যক্তি নবজাত শিশু কন্যা স্বপ্নে দেখে, সে

সুখ-শান্তি ও আনন্দ লাভ করবে।

পুত্র দর্শন ঃ নবজাত পুত্র সন্তান স্বপ্ন দেখা দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা-বিপর্যয় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম আর দৈন্যদশায় পতিত হওয়ার আলামত। যে স্বপ্নে দেখল আর যার পুত্র হয়েছে বলে স্বপ্নে দেখল উভয়েরই একই অবস্থা।

স্বপ্নে খোজা তথা নপুংসক ব্যক্তি দেখতে পাওয়া ফেরেশতা দেখার অর্থবোধক।

মাথা ঃ কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আপন মাথা দেখার ব্যাখ্যা নিজের নেতা বা সরদারকে দেখতে পাওয়ার অর্থবোধক। যার মাধ্যমে সে খ্যাতি অর্জন করবে। উক্ত সরদার আপন বাপ, ভাই, মালিক-মনিব, স্বামী কিংবা সমকালীন শাসক প্রমুখ যে কেউ হতে পারে। সুতরাং মাথা সংক্রান্ত কোন ঘটনার পরিমাণ ও ফলশ্রুতি নেতার মধ্যে প্রকাশ পাবে। মাথা দেখার আরেক ব্যাখ্যা ব্যক্তির মূলধনও হতে পারে। তাই কেউ যদি দেখতে পায় নিজের ঘাড়ে আঘাত করা ছাড়াই তার মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হল- হয় তার নেতা পৃথক হয়ে যাবে, অথবা তার মূলধন বিচ্ছিন্ন হবে কিংবা তার উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

মাথার চুল ঃ মাথার চুল দেখার তা'বীর কখনো দর্শনকারীর নিজের মাল, কখনো তার সরদারের মাল আবার কখনো ভিন্ন অর্থেও করা হয়। কেউ যদি হজ্জের মওসুম কিংবা আশহুরে হারাম [১]তথা বছরের হারাম চার মাস ব্যতীত ভিন্ন মওসুমে মাথার চুল মুণ্ডন করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে তা'বীর হবে তার নিজের অথবা নেতার মূলধন নষ্ট হয়ে যাবে, কিংবা সে কর্মচ্যুত হয়ে যাবে। কিন্তু এই একই স্বপ্ন যদি আশহুরে হজ্জ [২]তথা হজ্জের মাসে দেখতে পায়, তাহলে এটা তার জন্য মঙ্গলের বিষয়। আবার কোন সময় তার হজ্জ সমাপনের প্রতিও ইঙ্গিত হতে পারে। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তার মাথার চুল লম্বা হয়ে গেছে, তাহলে সে অস্ত্রধারী হলে তার শক্তি, সৌন্দর্য ও ভীতিজনক প্রভাব বেড়ে যাওয়ার আলামত। অর্থাৎ, হাশেমী বংশীয় হলে শাসন ক্ষমতা ও প্রভুত্বের মালিক হবে, ব্যবসায়ী হলে সম্পদ বেড়ে যাবে আর কৃষক হলে তার ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যদি সে উল্লিখিত কোন শ্রেণীভুক্ত না হয়, তাহলে স্বপ্নদৃষ্ট চুলের দৈর্ঘ অনুপাতে সে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার শিকার হবে। বিশেষত চুল লম্বা হয়ে তার চেহারায় পতিত হলে সে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আর বাস্তবে তার চুলের রং কাল, কিন্তু স্বপ্নে দেখল সাদা হয়ে গেছে, তাহলে এটা লোকদের মাঝে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার আলামত। পক্ষান্তরে তার চুল সাদা ছিল, কিন্তু স্বপ্নে কাল রং দৃষ্ট হল, এমতাবস্থায়

টীকা ঃ

১। যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররাম ও রজব- এই চার মাসকে আশহুরে হারাম বলা হয়।

২। শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনকে আশহুরে হজ্জ বা হজ্জের মাস বলা হয়।

এটা তার অবস্থার পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী।

চেহারা ও দাড়ি দর্শন করা ঃ এ দুটির ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত মর্যাদা ও প্রভাব দ্বারা করা হয়। দাড়ি লম্বা হয়ে গেছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে এটা তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার ইঙ্গিত। যদি দেখে অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে, যা সাধারণত হয় না, তাহলে যে পরিমাণ লম্বা হয়েছে বলে দেখতে পায়- সে অনুপাতে সে দুঃখ-বেদনা ও বিপদের সম্মুখীন হবে। যদি স্বপ্ন দেখে তার দাড়ি মুন্ডিয়ে দেয়া হয়েছে অথবা মুন্ডিত অবস্থায় রয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে লোক সমাজে তার প্রতিষ্ঠিত মান-মর্যাদা বিলীন হওয়ার পথে এবং অচিরেই তা শেষ হয়ে যাবে। একই ভাবে যদি দেখে দাড়ি পড়ে গেছে, অথবা তার দাড়ি উপড়ে ফেলা হয়েছে, তাহলে দ্বিতীয় অবস্থায় তথা মুন্ডানো হওয়া তুলনামূলক সহজ ও নিম্ন পর্যায়ের ধরে নেয়া বাঞ্ছনীয়। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তার মাথা ও দাড়ি উভয়ই মুন্ডিয়ে দেয়া হয়েছে, অধিকন্তু কল্যাণের প্রতি ইঙ্গিত দেয়- স্বপ্নে এমন কোন বিষয় বা আলামত দেখাও গেছে, তাহলে সে বিপদগ্রস্ত হলে মহান আল্লাহ্ তার বিপদ দূর করে দেবেন। ঋণগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেবেন। উপরন্তু রোগাক্রান্ত হলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে নিরাময়ের ব্যবস্থা করে দেয়া হবে। কিন্তু স্বপ্নে মঙ্গলের কোন চিহ্ন দেখা না গেলে এর অন্তরালে কল্যাণ বলতে কিছুই নেই।

খেযাব দেখা ঃ এটি পর্দা ও নিরাপত্তার প্রতীক। নিজের মাথায় খেযাব লাগিয়ে নিয়েছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে যে কাজ করতে সে ইচ্ছুক অথবা সংকল্পবদ্ধ, আল্লাহ্ তার বর্তমান অবস্থার উপর পর্দা ঢেলে দেবেন। কিন্তু যদি দেখে খেযাব এখনো জমাট বাঁধেনি, তাহলে অর্থ হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাকে পর্দাবৃত করা হবে না।

দাড়ি ও মাথায় তেল লাগানো ঃ শরীর, মাথা ও দাড়িতে তেল লাগিয়েছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল। এমতাবস্থায় নির্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করে গড়িয়ে না গেলে তা রূপ-সৌন্দর্যের প্রমাণ। কিন্তু নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে চেহারা কিংবা পরিধেয় কাপড়ে প্রবাহিত হলে দুঃখ-যাতনার আগমনীবার্তা গণ্য হবে। দেহে লাগানো তেল সুগন্ধিযুক্ত হলে সৌন্দর্যের সাথে অতিরিক্ত কোন কল্যাণকর বিষয়ও হাসিল হবে।

লোবান-আগরবাতি ঃ স্বপ্নে লোবান-আগরবাতি ইত্যাদি সুগন্ধিদ্রব্য দেখতে পাওয়া উত্তম প্রশংসা পাওয়ার লক্ষণ; কিন্তু তার সাথে ভয়-ভীতি ও বিপদের আশংকাও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, এ থেকে ধূম্র উদগীরণ হয়ে থাকে, যা রাজা-বাদশাহ্ তথা শাসক শ্রেণীর পক্ষ হতে ভয়-ভীতি ও আগত নিগ্রহের ইঙ্গিতবাহী।

চুল গজানো ঃ হাতের তালু, চেহারা অর্থাৎ, এমন জায়গা যেখানে সাধারণত চুল গজায় না, এমন স্থানে চুল গজিয়েছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা– সে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং নিদারুণ কষ্ট–বিড়ম্বনার শিকার হবে। আর যদি গোঁফ, বগল ও নাভির নীচে চুল গজিয়েছে দেখতে পায়, তবে চুলের পরিমাণ কম হলে এটা তার দ্বীনদারী ও সুন্নতের উপর আমলে উন্নতির লক্ষণ। নাভির নীচের চুল বৃদ্ধি পেয়েছে দেখতে পাওয়ার অর্থ কোন কোন সময় এমন দায়িত্বপ্রাপ্তির ইঙ্গিত, যাতে দ্বীনদারীর কোন অংশ থাকবে না। সমস্ত শরীরে চুল গজিয়েছে মর্মে দেখতে পাওয়ার অর্থ মানুষের ধন–সম্পদ। যদি সে অর্থ–কড়ি, ব্যবসা ও ক্ষেত–খামারের মালিক হয়, তবে চুলের মধ্যে যে পরিমাণ কম–বেশী, ছোট–বড়, হ্রাস–বৃদ্ধি দেখতে পাবে মালের মধ্যেও সে পরিমাণ কম–বেশীর উত্থান–পতন ঘটবে। যদি গজানো চুলে ঔজ্জ্বল্য ও চমক দেখতে পায়, তাহ্লে ধনী হলে সে দরিদ্র হবে আর অভাবী হলে ধনী হয়ে যাবে, দুশ্চিন্তায় পেরেশান থাকলে চিন্তা দূর হবে, অসুস্থ হলে রোগের উপশম হবে আর ঋণগ্রস্ত থাকলে তার ঋণমুক্তির ব্যবস্থা হবে।

প্রস্রাব ঃ যদি কেউ স্বপ্ন দেখে সে প্রস্রাব করেছে, তাহলে বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকলে আল্লাহ্ তার চিন্তা–ভাবনা দূর করে দেবেন, ঋণগ্রস্ত হলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে। আর মালদার হলে কম–বেশী প্রস্রাবের পরিমাণ অনুপাতে তার সম্পদে ঘাটতি দেখা দিবে।

মানুষের মগজ ঃ মানুষের মগজ দেখার অর্থ তার বিত্ত ও ভাণ্ডার। একই ভাবে যে কোন মগজ দেখতে পাওয়ার অর্থ মাটির নীচে প্রোথিত ধন। আপন মাথার মগজ ভক্ষণ করে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি নিজের পূত–পবিত্র মাল ভোগ করছে। যদি অন্য কোন মানুষ বা পশুর মগজ খাচ্ছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, এমতাবস্থায় তা'বীর হল– সে ব্যক্তি পরের উপার্জনে পালিত হচ্ছে।

মানুষের গোশ্ত ঃ স্বপ্নে পাকানো কিংবা ভুনা গোশ্ত দেখা সম্পদের লক্ষণ। কাঁচা গোশত দেখার অর্থ গীবত বা পরনিন্দা অর্থাৎ, যার গোশ্ত সে খেয়েছে, তার দোষচর্চা করার অর্থ হবে। এ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে। যথা– আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ (তোমাদের কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়া পসন্দ করবে কি ? বরং এটা তোমরা নাপসন্দই করবে।)

কান ঃ স্বপ্নে কান দেখতে পাওয়া দর্শনকারীর স্ত্রী কিংবা কন্যা উদ্দেশ্য হবে। যদি দেখে তার কান মরে (বন্ধ হয়ে) গেছে, তাহলে অর্থ হবে– স্ত্রীকে সে তালাক

দিবে, অথবা স্ত্রী মারা যাবে কিংবা তার মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। আর কানের অবয়ব বেড়ে যাওয়া, কান অলংকার সজ্জিত হওয়া কিংবা মণি–মুক্তা মণ্ডিত হওয়া তার স্ত্রী বা মেয়ের সচ্ছল জীবনের প্রমাণ।

শ্রবণশক্তি ঃ শ্রবণশক্তির ব্যাখ্যা সাধারণত দ্বীনদারী অর্থবোধক। অর্থাৎ, যদি স্বপ্ন দেখে তার শ্রবণশক্তি কমে গেছে কিংবা বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে, তাহলে তার দ্বীনদারীর অবস্থা একই ধরনের বুঝতে হবে। (অর্থাৎ– শ্রবণ–শক্তি কম হলে দ্বীনদারী কম, বেশী হলে দ্বীনদারীর আধিক্য প্রমাণ করবে।)

আওয়াজ ঃ আওয়াজ মূলত কারো ব্যক্তিগত খ্যাতি ও সুনামের অর্থবোধক। কাজেই স্বপ্নে দেখা আওয়াজের মধুরতা, উত্থান–পতন ইত্যাদি যে পরিমাণ অনুভূত হবে, সে অনুপাতে দর্শকের খ্যাতি ও সুনাম লোক সমাজে ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকমুখে আলোচিত হবে।

চোখ দর্শন ঃ চোখের তা'বীর সাধারণত মানুষের দ্বীনদারী ও হেদায়তের দ্বারা করা হয়। আবার দর্শনশক্তিও এর আরেক ব্যাখ্যা হতে পারে। তাই কেউ যদি তার দর্শনশক্তির তীব্রতা বা ক্ষীণতা লক্ষ্য করে, তাহলে এটা তার দ্বীনদারীর অর্থ প্রকাশ করবে। যেমন স্বপ্নে দৃষ্টিহীনতা, অন্ধত্ব, রক্তবর্ণ কিংবা রাতকানা ইত্যাদি অবস্থা দেখতে পেল। এর অর্থ তার দ্বীনদারীতে আনুপাতিক ক্রটির বিষয় জড়িত রয়েছে। কেউ স্বপ্ন দেখল, সে চোখে সুরমা লাগিয়েছে, এর অর্থ– তার দ্বীনী অবস্থা উত্তমরূপে অতিক্রান্ত হবে। সুরমা লাগানোর সময় যদি সৌন্দর্য বর্ধন করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তার দ্বারা এমন কাজ সমাধা হবে, যাতে জনসমাজে তার দ্বীনদারীর সুনাম ছড়িয়ে পড়বে। অধিকন্তু চোখের ব্যাখ্যা কোন সময় ধন–সম্পদ, ভাই, পুত্র, আমীর ইত্যাদি অর্থে করা হয়। এমতাবস্থায় কোন দুর্ঘটনা, কিংবা ভালমন্দ, বেশ–কম ইত্যাদি পরিবর্তন দেখা গেলে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যেই তা সম্পন্ন হবে।

চোখের পাতা ও ভ্রূ ঃ চোখের পাতা ও ভ্রূ –এর ব্যাখ্যা দর্শনকারীর দ্বীনের হেফাযত এবং উত্তম চরিত্র দ্বারা করা হয়। তাই কেউ যদি চোখের পাতায় কোন বেশ–কম অথবা রূপ–সৌন্দর্যের আবেশ দেখতে পায়, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া তার দ্বীনদারী ও নৈতিক চরিত্রে প্রকাশ পাবে।

নাক ঃ স্বপ্নে নাসিকা দেখার ব্যাখ্যা দর্শকের মান–মর্যাদা ও গৌরব অর্থে করা হয়। একই ভাবে কপালের ব্যাখ্যাও মর্যাদা ও গৌরব অর্থে করা হয়। কাজেই স্বপ্নে নাকের অবয়বে কোন প্রকার বেশ–কম ও ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়ার অর্থ সে অবস্থা তার গৌরব–মর্যাদায় প্রকাশ পাবে।

কানপট্টি, চেহারা ও চোয়াল ঃ এগুলো সাধারণত মানুষের উপার্জনের উপায় ও পন্থা বুঝিয়ে থাকে। তাই এগুলোর মধ্যে যে কোন অবস্থা দেখা দিবে, তার অর্থ মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট তার আর্থিক হাল চিত্র।

ওষ্ঠদ্বয় ঃ ওষ্ঠ বা ঠোঁট ব্যক্তির সহায়তাকারী অর্থবোধক। আর এ ক্ষেত্রে নীচের ঠোঁট অপেক্ষা উপরের ঠোঁট দেখা উত্তম।

জিহ্বা ঃ জিহ্বা হল মানুষের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র। কোন কোন ব্যাখ্যায় বলা হয়- জিহ্বা হল মানুষের স্বপক্ষীয় দলীল ও প্রমাণস্বরূপ। তাই কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার জিহ্বা ছিন্ন-কর্তিত এবং ছোট কিংবা অসম্পূর্ণ হয়ে আছে, এমতাবস্থায় কারো সাথে তার ঝগড়া-বিবাদ অথবা মামলা-মোকদ্দমা থাকলে ব্যাখ্যা হবে- তার উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু কারো সাথে ঝগড়া না থাকলে অর্থ হবে- এটা দ্বীনী বিষয়ে তার যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচায়ক। যদি দেখে তার জিহ্বা লম্বা হয়ে আছে, তাহলে অর্থ হবে, বিতর্ক ও মামলার ক্ষেত্রে তার যুক্তি-প্রমাণ শক্তিশালী ও অখণ্ডনীয় সাব্যস্ত হবে এবং প্রতিপক্ষের উপর সে বিজয়ী হবে । আর কারো সাথে যদি বিবাদ না থাকে, তাহলে সে অর্থহীন, বাজে কথায় লিপ্ত হবে এবং অতিরিক্ত পেঁচালো কথায় জড়িয়ে যাবে। নারীর বেলায় অপূর্ণাঙ্গ বা কাটা জিহ্বা দেখতে পাওয়া সর্বাবস্থায় ভাল লক্ষণ।

দাঁত ঃ স্বপ্নে দাঁত দেখার ব্যাখ্যা তার পরিবার-পরিজন ও বিছানা দ্বারা করা হয়।

সামনের দাঁত ঃ এর ব্যাখ্যা সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোন দ্বারা করা হয়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার দাঁত পড়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার পরিবারের কোন লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে। যদি দেখে দাঁত পড়ে হাতে এসে গেছে, অথবা সে নিজের কাপড়ে ধারণ করে নিয়েছে, কিংবা নিজের পকেটে পুরে নিয়েছে অথবা ঘরে রেখে দিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার ছেলে অথবা ভাই-বোন জন্মাবে। যদি দেখে দাঁত সে খেয়ে ফেলেছে, তবে অর্থ হবে- তার কোন আত্মীয়ের দেহ আঘাতপ্রাপ্ত কিংবা ব্যথাগ্রস্ত হবে। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে তার দাঁত বেড়ে গেছে, লম্বা হয়েছে, শুভ্র কিংবা সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার আত্মীয়দের মাঝে কোন এমন কৃতিত্ব দেখতে পাবে যাতে তার চোখ জুড়িয়ে যায়।

চোয়ালের দাঁত ঃ এর ব্যাখ্যা মানুষের চাচা, ফুফু এবং এ জাতীয় স্বজন। যদি চোয়ালের দাঁতে ব্যতিক্রমী কোন ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনা দেখা যায়, তাহলে আলোচ্য আত্মীয়ের উপর এর প্রতিফলন দেখা দিবে।

সামনে থেকে উভয় পাশের তৃতীয় দাঁত ঃ এর ব্যাখ্যা হবে পরিবার

প্রধান–যার উপর ভরসা করা যায়।

সামনের চার দাঁত ঃ সামনের চার দাঁতের ব্যাখ্যা– মানুষের মামা–খালা। উপরের মাড়ির দাঁত হলে পুরুষ, নীচের মাড়ির দাঁত দেখলে নারী উদ্দেশ্য হবে। যদি দেখে মাড়ির কোন দাঁত মুখ থেকে পড়ে গেছে, কিন্তু সে গণনা করে নাই, তুলেও নেয় নাই, তাহলে উপরের বর্ণনা মতে তার কোন আত্মীয় মারা যাবে। যদি দেখে তার সবগুলি দাঁতই পড়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার সকল আত্মীয় মারা যাবে আর সে নিজে দীর্ঘায়ু হবে। সব শেষে তার মৃত্যু হবে। বর্ণিত আছে– খলীফা মনসুর একবার স্বপ্ন দেখলেন তাঁর সমস্ত দাঁত পড়ে গেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি খাদেমকে হুকুম দিলেন, তা'বীর শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে ডেকে আন। খাদেম জনৈক মুআব্বির (ব্যাখ্যাকার) সাথে নিয়ে দরবারে উপস্থিত হল। তিনি ঘটনা বর্ণনা করে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। মুআব্বির ব্যাখ্যা করে বললেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আপনার আত্মীয়–স্বজন সকলেই মারা যাবে। এ কথায় খলীফা মনসুর রাগান্বিত হয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্ আপনার যবান বন্ধ করে দিন এবং আপনার এ ব্যাখ্যা বাস্তবায়িত না হোক। চলে যান এখান থেকে, আল্লাহ্ আপনার সর্বনাশ করুন। অতঃপর হুকুম দিলেন– অপর কোন মুআব্বির ডেকে আন। সুতরাং অন্য একজন মুআব্বির হাজির করা হল– দরবারী নিয়ম–কানূন এবং শাহী মেযাজ সম্পর্কে যিনি সম্যক অবগত ছিলেন। স্বপ্নের ঘটনা শুনে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন ঃ আমীরুল মু'মিনীন! এর ব্যাখ্যা হল আপনি দীর্ঘায়ু হবেন, বংশের সকলের শেষে আপনার মৃত্যু হবে। মনসুর হেসে বললেন ঃ ব্যাখ্যার মর্ম তো একই, তবে প্রথমজনের তুলনায় আপনার বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনা উন্নতমানের। যথাযোগ্য বাক্য প্রয়োগে আপনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অতঃপর দশ হাজার দিরহাম পুরস্কার দিয়ে তাকে সসম্মানে বিদায় দিলেন।

ঘাড় বা গর্দান দেখা ঃ স্বপ্নে সুদীর্ঘ ও লম্বা গর্দান দেখতে পাওয়ার অর্থ– দর্শনকারী ব্যক্তির দ্বীনদারী, আমানতদারী এবং দায়িত্ব বহন ক্ষমতার ইঙ্গিতবাহী। পক্ষান্তরে তা আকারে ছোট ও খর্ব দেখতে পাওয়া মূলত আমানতের দায়িত্ব বহনে তার অক্ষমতার পরিচায়ক। ছোট–বড় মস্তিষ্কের ব্যাখ্যাও আলোচ্যানুরূপ মনে করা বাঞ্ছনীয়। একই ভাবে দুই হাত ও উভয় ডানার ব্যাখ্যাও বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। হাত ও ডানার ব্যাখ্যা কোন সময় ভিন্ন লোক বুঝায়, কোন সময় দর্শকের ব্যক্তিগত অবস্থা বুঝিয়ে থাকে। এখন এপর্যায়ে ব্যাখ্যা কি ধরনের হবে, সে উপায় নির্ধারিত হবে স্বপ্নে দেখা আলামত ও নিদর্শনের ভিত্তিতে। সুতরাং কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার হাত কেটে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার ভাই কিংবা বন্ধু মারা যাবে, অথবা

তার কোন শরীকদার থেকে সে পৃথক হয়ে যাবে। এই শর্তে- স্বপ্নে দেখা কাটা হাতটি যদি সে উঠিয়ে বহন করে না থাকে। কিন্তু যদি উঠিয়ে থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা তার ছেলে বা ভাই হবে অথবা কোন সুহৃদ বন্ধুর সাক্ষাত পাবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল, তার হাত কাটা অবস্থায় আছে, কিন্তু কাটার সময় রক্ত দেখতে পায় নাই, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- গুনাহ্ ও হারাম কাজ থেকে সে বেঁচে থাকবে। যদি দেখে তার হাত ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যাও পূর্বানুরূপ হবে। কেউ স্বপ্ন দেখল- বাদশাহ্ তাঁর হাত কেটে দিয়েছে, তাহলে সে আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাবে। কেউ যদি নিজের হাত লম্বা দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, তার আয়-উপার্জন বেড়ে যাবে। সে অনুপাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু তার দান-খয়রাতের মাত্রাও বেড়ে যাবে। যদি কেউ নিজ হাতের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে এটা তার শক্তি-সামর্থ বেড়ে যাওয়ার পরিচায়ক।

আঙ্গুল দেখা ঃ এর ব্যাখ্যা কোন সময় ভাই-বোনের সন্তান তথা ভাতিজা-ভাগিনা অর্থে করা হয়। আবার কোন সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামায দ্বারা করা হয়। তাই কেউ যদি নিজের আঙ্গুলে হ্রাস-বৃদ্ধি, ছোট-বড় আকার দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- এর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হবে তার ভাতিজা-ভাগিনা কিংবা নামাযের মধ্যে। (অর্থাৎ, এসবের মধ্যে সে কম-বেশীর অর্থ প্রকাশ পাবে।) কিন্তু এর জন্য শর্ত হল- এ অর্থের প্রতি ইঙ্গিত দেয়- স্বপ্নে এজাতীয় কোন বিষয় বা প্রমাণ অবশ্যই পরিলক্ষিত হতে হবে।

নখ ঃ স্বপ্নে নখ দেখার ব্যাখ্যা দর্শনকারীর শক্তি-সামর্থ এবং অবস্থার প্রেক্ষাপটে হয়ে থাকে। কেননা, নখ দ্বারাই সে আপন শরীর চুলকিয়ে থাকে।

বক্ষ দেখা ঃ স্বপ্নে বুক দেখা দর্শনকারীর ধৈর্যশক্তির অর্থবোধক। তাই বুকের বিস্তার কিংবা সংকোচন দেখতে পাওয়া তার ধৈর্যশক্তির সবল-দুর্বল কিংবা কম-বেশীর প্রমাণ।

স্তন যুগল ঃ স্বপ্নে স্তন যুগল দৃষ্ট হলে ব্যক্তির কন্যা দ্বারা ব্যাখ্যা দেয়া বিধেয়।

পেট ঃ পেট দেখার ব্যাখ্যা তার সম্পদ ও পুত্র অর্থে করা হয়। পেটের আকার-আকৃতি যে পরিমাণ আছে স্বপ্নে তার তুলনায় ছোট দেখতে পাওয়ার অর্থ তার ধন-সম্পদ বেড়ে যাবে। অন্ত্র-নাড়ি-ভুঁড়ি ইত্যাদি পেটের মধ্যে যাকিছু আছে, সে সমস্ত দেখতে পাওয়ার অর্থ মাটির নীচে প্রোথিত ধন-সম্পদের ইঙ্গিত। কেউ স্বপ্ন দেখল- নাড়িভুঁড়ি, কলিজা, গুর্দা ইত্যাদি নিজের উদরে যাকিছু আছে, সে সমস্ত সে ভক্ষণ করছে, ধারণ করছে, বহন করছে- এ পর্যায়ে সে নিজে বহন

করুক কিংবা অন্য কেউ, এর ব্যাখ্যা সে গুপ্ত ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হবে। কৃমি, উকুন, কীট, পোকা ইত্যাদি যে সমস্ত প্রাণী মানুষের উদরজাত কিংবা মানবদেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, ব্যক্তির পোষ্য-পরিজন দ্বারা এসবের ব্যাখ্যা দান করাই বিধানসম্মত। তাই কেউ যদি দেখে উকুন কিংবা পোকা তার দেহ থেকে অথবা কোন অঙ্গ থেকে নির্গত হচ্ছে, অথবা দেখল দেহ বা কাপড়ে এসবের সংখ্যা বেড়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে অধিক মাল, ধন-সম্পদ এবং গোলাম-বাঁদীর মালিক হবে।

পাঁজর ঃ পুরুষের পাঁজরের অর্থ তার স্ত্রী। তাই পাঁজরে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা এ সমস্যা তার স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিবে।

পিঠ ঃ স্বপ্নে পিঠ দেখতে পাওয়া তার ইযযত-সম্মানের প্রমাণ। পিঠের ব্যাখ্যা কোন সময় পুত্র অর্থেও করা হয়। কেননা, পুত্র আসলে মানুষের পৃষ্ঠজাত সন্তান।

স্কন্ধ ঃ কাঁধ মানুষের স্ত্রীর সমার্থবোধক। তাই কাঁধের মধ্যে যে ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখবে, বাস্তবে তা তার স্ত্রীর মধ্যে দেখা দিবে।

পুরুষাঙ্গ ঃ পুরুষাঙ্গের ব্যাখ্যা লোকের মধ্যে ব্যক্তির সুনাম বা দুর্নাম চর্চা দ্বারা করা হয়। কেউ যদি দেখে তার বিশেষ অঙ্গ কর্তিত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। এর অর্থ হয় তার ছেলে মারা যাবে অথবা সে নিজে। এভাবে তার আলোচনা, তার স্মৃতিচারণ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাবে। যদি দেখে তার বিশেষ অঙ্গ ছোট কিংবা বড় হয়ে আছে। এর প্রভাবও পিতা-পুত্র উভয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। যদি স্বপ্নে দেখে তার দুই বা ততোধিক পুরুষাঙ্গ রয়েছে। এদ্বারা দৃষ্ট সংখ্যা অনুপাতে তার সন্তান লাভের ইঙ্গিত বুঝতে হবে।

অন্ডকোষ ঃ অন্ডকোষের অর্থ মানুষের কন্যা সন্তান। তাই স্বপ্নযোগে দেহের এই অঙ্গে ভাল-মন্দ যা কিছু দেখতে পাবে, এর প্রতিক্রিয়া তার কন্যাদের মধ্যে প্রকাশ পাবে।

বাম অন্ডকোষ ঃ প্রজননের সৃষ্টিগত বিধান অনুযায়ী বাম অন্ডকোষের ক্রিয়ার মাধ্যমেই সন্তানের জন্ম হয়। কাজেই কেউ যদি দেখে তার বাম দিকের অন্ডকোষ টেনে রাখা হয়েছে, অথবা কেটে ফেলা হয়েছে কিংবা তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে গেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে তার কোন সন্তান হবে না।

রান যুগল ঃ স্বপ্নের ক্ষেত্রে রানের অর্থ- ব্যক্তির পরিবার-পরিজন, বংশ-কুল- গোষ্ঠী এবং সমাজ। তাই যদি কেউ স্বপ্ন দেখে নিজের রান তার থেকে পৃথক হয়ে গেছে, এর ব্যাখ্যা হবে পরিবার-পরিজন, বংশ-কুল-গোষ্ঠী ও সমাজ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

হাঁটু, পায়ের নলা ও পা ঃ এগুলো মানুষের সম্পদ ও উপায়-উপার্জনের অর্থ-বোধক। যার উপর তার জীবনধারা নির্ভরশীল। বস্তুত আয়-আমদানীর ব্যাপ্তি ও প্রাচুর্যের পরিণামেই মানুষ সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়ে থাকে। (সুতরাং আলোচ্য অঙ্গত্রয়ের অবস্থা স্বপ্নে ভাল-মন্দ যে প্রকৃতির দেখতে পাবে, বাস্তবে উপার্জনের অবস্থাও তাই হবে এবং সে অনুপাতে তার জীবনধারা পরিচালিত হবে।)

পায়ের আঙ্গুল ঃ স্বপ্নে পায়ের আঙ্গুল দেখার অর্থ তার মালের সৌন্দর্য ও প্রাচুর্য, যা দর্শনকারীর আর্থিক জীবনে প্রতিফলিত হবে।

শিরা ও মাংসপেশী ঃ মানুষ ব্যক্তি, কর্ম ও সমাজ জীবনে যে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, কাজ-কারবার, লেনদেনের সাথে জড়িত থাকে, শিরা বা মাংসপেশী স্বপ্নে দেখা সে সবের ভাল-মন্দ, উন্নতি-অবনতি নির্দেশ করবে। স্বপ্নে যে অবস্থা দেখেছে বাস্তবে তারই প্রতিফলন ঘটবে।

চামড়া ঃ স্বপ্নে চামড়া দেখার অর্থ-তার ত্যাজ্য সম্পত্তি, যা মৃত্যুর পর ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে।

নাভি হতে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গ ঃ কেউ স্বপ্ন দেখল তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গ অনাবৃত হয়ে গেছে, আবার তার উপর পরিধেয় বস্ত্রও রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে যে পরিমাণ অংশ খোলা দেখেছে তার সে পরিমাণ দোষ-ত্রুটি লোক সমাজে প্রকাশ পেয়ে যাবে। কেউ পরিধেয় বস্ত্র খুলে ফেলেছে মর্মে স্বপ্ন দেখল, এর ব্যাখ্যা হবে- যে বিষয় সে দাবী করছে অথবা যে অবস্থা ও পরিস্থিতি সে অতিক্রম করছে, তা থেকে সে পৃথক হয়ে যাবে। আর স্বপ্নে যে ব্যক্তি নিজেকে বস্ত্রহীন উলঙ্গ দেখতে পেল, এমতাবস্থায় সে যদি দ্বীন শিখতে সচেষ্ট থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে ইবাদত-বন্দেগী, তাক্ওয়া-পরহেযগারীর পথে উন্নতি করে দ্বীনের উচ্চ মর্যাদায় সে পৌঁছে যাবে। আর দুনিয়া অন্বেষী হলে সে পার্থিব উন্নতির চরমে উঠে যাবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল- লোকদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তারা দেখতে পায় এমনভাবে যদি তার গুপ্ত অঙ্গ প্রকাশিত না হয়। কিন্তু যদি লোকদের দৃষ্টিযোগ্য অবস্থায় প্রকাশ পায়, তাহলে এ স্বপ্ন দেখায় কোন কল্যাণ নেই। এ সম্পর্কে এ-ও বলা হয়ে থাকে- বাজারে, মসজিদে কিংবা অন্য কোন স্থানে কেউ উলঙ্গ হয়ে গেছে মর্মে স্বপ্ন দেখল, কিন্তু তার গুপ্তাঙ্গ লোকদৃষ্টি থেকে নিরাপদ রইল এবং তাতে কেউ আপত্তি করল না, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পাবে, সকল সমস্যার সমাধান হবে, কৃত গুনাহ্খাতা থেকে পরিত্রাণ পাবে এবং ঋণগ্রস্ত হলে আদায়ের ব্যবস্থা হবে।

গর্দান ঃ কেউ স্বপ্নে দেখল- তার গর্দান কাটা হয়েছে এবং মাথা থেকে সেটা

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় সে গোলাম হলে আযাদ হয়ে যাবে, অসুস্থ হলে রোগের উপশম হবে, ঋণগ্রস্ত হলে পরিশোধ করার উপায় হবে। অধিকন্তু সম্ভবত তার হজ্জ নসীব হতে পারে। বিপদগ্রস্ত হলে বিপদ কেটে যাবে আর ভয়ভীতির শিকার হলে শান্তি ও নিরাপদ আশ্রয়ে স্থান পাবে। কেউ যদি কোন দলের মধ্যস্থতা-কারীর ভূমিকায় নিজেকে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার মাধ্যমে সে লোকদের অবস্থা পূর্ণতা লাভ করবে। আর মাধ্যম হওয়ার ফলে কোন কারণে তার শরীর থেকে রক্ত বের হয়েছে মর্মে দেখতে পেলে এজাতীয় স্বপ্নে কোন কল্যাণ নেই। এর ব্যাখ্যা কখনো এটাও হতে পারে- তার মালের মধ্যে সন্দেহ নিহিত রয়েছে।

কেউ স্বপ্ন দেখল- এক ব্যক্তিকে সে যবাহ করে ফেলেছে। এর অর্থ লোকটির উপর সে যুলুম করবে। কেননা, অবৈধ পন্থায় যবাহ করা যুলুমের নামান্তর। একইভাবে কেউ যদি কোন হারাম পশু যবাহ করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, উক্ত পশুটির প্রতি সে অন্যায়-অবিচার করবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে এক ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর দ্বারা উপকৃত হবে। কেউ স্বপ্ন দেখল, একজনের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে পরাজিত ব্যক্তির অবস্থা তুলনামূলক উত্তম হবে এবং প্রতিপক্ষ অপেক্ষা সে অধিক জায়গা-সম্পত্তির মালিক হবে। কেউ স্বপ্ন দেখল, এক ব্যক্তিকে সে গালি দিচ্ছে, তাহলে যাকে গালি দিচ্ছে এটা তার অবস্থা উত্তম হওয়ার আলামত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে- হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) একবার স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সাথে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। যুদ্ধে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে পরাজিত এবং ধরাশায়ী করে চারটি পেরেক মেরে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) তাকে মাটিতে গেড়ে দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে সকাল বেলা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সাথে সাথে এ কথাও বলে দিলেন ঃ তাদের মধ্যে বিজয়ী আর বিজিত ব্যক্তিদ্বয়ের নাম যেন প্রকাশ করা না হয়।

দূত মুখে স্বপ্নের বিবরণ শুনার পর সাথে সাথে ইমাম সাহেব অস্বীকার করে দিলেন- অসম্ভব, এ স্বপ্ন তোমার হতে পারে না। এর দ্রষ্টা আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর অথবা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানই কেবল হতে পারেন। এছাড়া অন্য কেউ নয়।

দূত অস্বীকার করল। বলল–হুযূর! আমারই দেখা স্বপ্ন এটা।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ সত্য প্রকাশ না করা পর্যন্ত তোমার নিকট এর ব্যাখ্যা আমি দিতে রাজী নই।

লোকটি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ)–এর নিকট ফিরে এসে ইমাম সাহেবের উক্তি বিবৃত করল। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) বললেন ঃ আচ্ছা যাও, তাঁকে আমার নাম প্রকাশ করে বলো, এ স্বপ্ন আমি দেখেছি।

দূত পুনরায় ফিরে গিয়ে বলল ঃ হুযূর! এ স্বপ্ন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রাঃ) দেখেছেন এবং আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানকে তিনি ধরাশায়ী করেছেন।

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) এবার ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইরের উপর জয়ী হবেন এবং আবদুল মালিকের হাতে তিনি শাহাদত বরণ করবেন। অধিকন্তু আবদুল মালিকের মৃত্যুর পর তার পুত্রগণ উত্তরাধিকার সূত্রে খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হবে। এ ব্যাখ্যা এই কারণে যে, তিনি যমীনে পেরেক গাড়তে দেখেছেন। পরবর্তীকালে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর ব্যাখ্যাই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

বর ঃ নিজেকে বরের বেশে কেউ স্বপ্নে দেখল। এমতাবস্থায় নববধূকে সে যদি চিনতে পারে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে হয়তো তার বিয়ে হবে, না হয় তার শক্তি–সামর্থ অর্জিত হবে, অথবা সে কোন জিনিসের মালিক হবে। কিন্তু স্বপ্নে স্ত্রীকে যদি দেখতে না পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– হয় তার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে অথবা নিহত হবে কিংবা শহীদ অবস্থায় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে নিজের স্ত্রীকে সে তালাক দিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার বর্তমান পদমর্যাদার অবনতি ঘটবে।

রক্ত ঃ কেউ স্বপ্ন দেখল তার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে অথচ দেহে আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। অথবা শরীরে ঝর্ণা দেখতে পেল যা থেকে রক্ত বা পুঁজ গড়িয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় এগুলো শরীরের সাথে জড়িয়ে গেলে ব্যাখ্যা হবে– প্রবাহিত রক্ত বা পুঁজের আনুপাতিক হারে সে অবৈধ ও হারাম মাল হস্তগত করবে। কিন্তু দেহ বা কাপড়ে যদি না লাগে, তাহলে নির্গত রক্ত–পুঁজের সমপরিমাণ রক্ত বা পুঁজ তার শরীর থেকে বের হয়ে যাবে। কেউ স্বপ্ন দেখল– তার দেহ থেকে ফোঁড়া, দানা ইত্যাদি বের হয়েছে, তাহলে সে এগুলোর সমপরিমাণ মালের মালিক হবে। আর শরীর ফুলে যাওয়া, মোটা হওয়া ইত্যাদি দেখা সম্পদ লাভের নিদর্শন।

কুষ্ঠরোগ ঃ স্বপ্নে কুষ্ঠরোগ দেখতে পাওয়া ফুলা অপেক্ষা অধিক ও উত্তম সম্পদ লাভের আলামত।

শ্বেতী রোগ ঃ শরীরে সাদা সাদা দাগ বা শ্বেতী রোগ দেখার অর্থ– ধন–সম্পদ এবং কাপড়–চোপড়।

উন্মাদনা ঃ এর অর্থ ধন–সম্পদ। তবে স্বপ্নে উন্মাদনা দর্শনকারী অর্থ–সম্পদ লাভ করবে বটে, কিন্তু এগুলো সে অবৈধ অসমীচীন পথে ব্যয় করবে।

নেশাদ্রব্য ঃ মাদকদ্রব্য পান করা দ্বারা নেশাগ্রস্ত হয়েছে মর্মে যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে তা বাদশাহর পক্ষ থেকে সম্পদ লাভের ইঙ্গিতবাহী। আর শরাব পান করা ব্যতীতই যদি নেশার ভাব অনুভব হয়, তাহলে এহেন স্বপ্নের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। স্বপ্নে দেহের মধ্যে কৃশতা, দুর্বলতা ইত্যাদি জাতীয় কোন ত্রুটি দেখা গেলে এতেও কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। শক্তির অর্থ– দ্বীন ও অবস্থার ক্ষেত্রে সার্বিক শক্তি। কেউ স্বপ্ন দেখল, সে ভারি বোঝা বহন করছে এর ব্যাখ্যা, সে ব্যক্তি দুঃখ–যাতনার শিকার হবে। মানুষ কিংবা পশুর পেট থেকে নির্গত যাবতীয় মল–মূত্র, বিষ্ঠা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা সম্পদপ্রাপ্তির অর্থ বহন করে। তাতে দুর্গন্ধ অনুভূত হলে হারাম টাকা–পয়সার প্রতি ইঙ্গিত বুঝতে হবে। আর যে জিনিসে দুর্গন্ধ যত কম হবে, সে অনুপাতে তাতে হারাম, গুনাহ্ ও অনিয়মের মাত্রাও পরিমাণে কম হবে।

হারাম পশুর বিষ্ঠা স্বপ্ন দেখা ঃ এর ব্যাখ্যা হারাম মাল দ্বারা করা হয়। কেউ স্বপ্ন দেখল– তার গায়ে বা কাপড়ে হারাম পশুর বিষ্ঠা লেগেছে অথবা সে তার মালিক হয়েছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে রত আছে, তাহলে এটা তার হারাম মাল পাওয়ার অর্থবোধক। কেউ স্বপ্ন দেখল, তার পেট থেকে পায়খানা বের হয়েছে, এর ব্যাখ্যা হবে নির্গত পায়খানার পরিমাণ অনুপাতে তার হাতের মাল ব্যয় হয়ে যাবে। অথবা তার দ্বারা ক্ষতিকর কোন কাজ সম্পাদিত হবে।

পায়খানা অধিক পরিমাণে বের হয়ে যদি কাদা, বৃষ্টি কিংবা বন্যা রূপ ধারণ করেছে মর্মে স্বপ্নে দেখতে পায়, তাহলে এতে কোনই কল্যাণ নেই। কোন সময় এটা বরং বাদশাহ্ কিংবা শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সৃষ্ট ভীতির অর্থ প্রকাশ করে। কেউ স্বপ্ন দেখল, তার দেহ থেকে এমন পদার্থ বের হয়েছে যা স্বভাবত বের হয় না। যেমন রক্ত, কৃমি, পোকা, পুঁজ, উকুন অথবা এ জাতীয় অন্য কোন জিনিস। তাহলে নির্গত এ জিনিসগুলি অর্থ, বংশ ইত্যাদি যার সাথে সে জিনিসের সম্পর্ক তার থেকে সে পরিমাণ পৃথক হয়ে যাবে, যতটুকু স্বপ্নে সে দেখেছে। কেউ স্বপ্ন দেখল, তার পশ্চাদ্দ্বার থেকে সশব্দে বায়ু নির্গত হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার মুখ থেকে এমন কথা বের হবে, যা শ্রোতার হাসির খোরাক হবে। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল, তার পিছন পথে রক্ত বের হয়েছে। এমতাবস্থায় রক্ত যদি তার দেহে

লেগেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে নির্গত রক্তের পরিমাণ অনুপাতে সে মালের অধিকারী হবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে মুখ থেকে থুথু নিক্ষেপ করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– এমন কথা তার মুখ থেকে বের হবে, যা লোক সমাজে প্রসার লাভ করবে।

কাশি ঃ কাশি দিচ্ছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখেছে। এর অর্থ কোন লোকের বিরুদ্ধে সে অভিযোগ উথাপন করবে। কেউ দেখল তার নাক থেকে সর্দি গড়িয়ে পড়ছে। তাহলে অর্থ হবে, সে রাগান্বিত হবে এবং বলার ইচ্ছা ছিল না এমন কথা তার মুখ থেকে বের হয়ে পড়বে।

বমি ঃ কেউ স্বপ্ন দেখল সে বমি করেছে অথবা তার মূত্রদ্বার দিয়ে রোগজনিত পানি বা পুঁজ নির্গত হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে ব্যক্তি তওবা করবে এবং আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। তার বমির রং, গন্ধ ও স্বাদ বিকৃত অনুভূত না হলে ব্যাখ্যা হবে– সে আল্লাহ্‌র নিকট খাঁটি ও আন্তরিক তওবা করবে এবং স্বেচ্ছায় পাপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। পক্ষান্তরে বমি দুর্গন্ধযুক্ত মনে হলে সে ব্যক্তি কষ্টদায়ক মন্দ পরিণামের শিকার হবে।

শিংগা লাগানো ঃ দেহে শিংগা লাগায় মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল, এমতাবস্থায় শিংগাটানা হাজ্জাম লোকটি অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি হলে ব্যাখ্যা হবে– তার প্রতি কোন শর্ত আরোপ করা হবে অথবা তার নিকট আমানতের মাল গচ্ছিত রাখা হবে। আর হাজ্জাম পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি হলে ব্যাখ্যা হবে– দর্শনকারীর সম্পদের কিছু অংশ ব্যয় হয়ে যাবে। আর শিংগা ঘাড়ে লাগানো আমানত হ্রাস পাওয়ার অর্থবোধক।

নাক দিয়ে রক্ত পড়া ঃ স্বপ্নে নাক দিয়ে রক্ত পড়া দেখতে পাওয়া দর্শনকারীর দৈহিক সুস্থতার পরিচায়ক। এর ব্যাখ্যা কখনো তার সম্পদ, মর্যাদা, আভিজাত্য অথবা মূলধন হ্রাস পাওয়া দ্বারা করা হয়।

রগ থেকে রক্ত বের করা ঃ এ জাতীয় স্বপ্ন দেখার অর্থ দর্শনকারীর অর্থ-সম্পদ নিজ মালিকানা থেকে বাদশাহ তথা শাসকের কর্তৃত্বে স্থানান্তরিত হওয়া। যদি দেখে বের করা রক্ত সে তশতরীতে ধারণ করেছে, তাহলে সে অসুস্থ হয়ে পড়বে আর নিজের মাল নারীর পেছনে ব্যয় করবে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ ধন–সম্পদ সে নিজেরই জন্য ব্যয় করবে। কিন্তু রক্ত, পায়খানা ও দেহ--নির্গত ময়লা পদার্থ শরীরে জড়িয়ে গেছে মর্মে দেখার অর্থ– অবৈধ অপবিত্র মাল হাসিল করা।

আলোচ্য পরিচ্ছেদের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি ঘটনা

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমি স্বপ্ন দেখেছি যেন আমার মাথা মুড়িয়ে দেয়া হয়েছে অথবা বলল, কেটে ফেলা হয়েছে। ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ তোমার সঙ্গী গোলামটি মুক্ত হয়ে তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। অথবা তুমি কিংবা সে মৃত্যু–মুখে পতিত হবে। সুতরাং এর পাঁচ কিংবা ছয় দিনের মাথায় লোকটি মারা যায়।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি হযরত জা'ফর সাদেক (রহঃ)–এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল, আমি স্বপ্ন দেখেছি জনৈকা নারী আমার দাড়ি এবং মাথা মুড়িয়ে দিয়েছে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ তোমার এ স্বপ্ন কল্যাণকর অর্থ বহন করে না। নারীর অর্থ তোমার বছর বা বয়স, আর মাথা হল মানুষের অর্থ–বিত্ত, মান–মর্যাদা, জাঁকজমক–জৌলুস ও তার প্রতি দেয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজি।

অতএব, তোমার এসব কিছু নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যেহেতু তুমি দেখেছ এ কাজ নারী দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, কাজেই এর বদলে ভিন্ন জিনিস তুমি প্রাপ্ত হবে। সুতরাং অল্পকিছু দিনের মধ্যেই দেখা গেল ইমাম সাহেব যা বলেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে–বাগদাদে একবার কিছু সংখ্যক লোক একত্রে বসে স্বপ্নের আলোচনায় রত ছিল। এক পর্যায়ে তাদেরই একজন বলতে লাগল–আমার বিস্ময় –কর ঘটনা শোন। একবার আমি স্বপ্নে দেখি জনৈক শিঙ্গাওয়ালা কবিরাজ আমার দাড়ি–গোঁফ মুড়িয়ে দিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে হযরত জা'ফর সাদেকের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ঘটনা শুনাই। বিবরণ শুনে ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন ঃ তুমি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে এবং এর ফলে সমাজে তোমার মান–মর্যাদা সব বিলীন হয়ে যাবে। পরিণামে তুমি অশেষ দুঃখ–যাতনার শিকার হবে। যা হোক, বিষণ্ন মনে আমি বাড়ী ফিরে আসি এবং চার দিন বাড়ীতে অবস্থান করি।

অতঃপর এক দিন বাড়ী থেকে বের হয়ে মসজিদের দরজায় উপস্থিত হয়েছি সহসা দেখি কি বেত্রাঘাত করার জন্য গায়ের কাপড় খুলে আমার এক বন্ধুকে কারাগারের বাইরে আনা হয়েছে।

দেখামাত্র নামধরে সে আমাকে ডাক দিল। তার ডাকে আমি সাড়া দিলাম।

ততক্ষণে সে বলতে থাকে ঃ আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আমায় দারুণ বিপদে ফেলেছ। তোমার ভূমিকা না থাকলে আমার এ দশা হবে কেন ? আর জেলেই বা যাব কেন ? যা হোক, যা হবার হয়েছে। এখন এক কাজ কর, চুরির যত মাল বহন করে নিয়ে তোমার বাড়ীতে আমি জমা রেখেছি, সেগুলো মালিকের নিকট ফেরত

দিয়ে এ বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার কর।

শুনে আমার তো চক্ষু স্থির। বললাম ঃ নাউযুবিল্লাহ্, এসব তুমি কি বলছ ? আমার কাছে তো কিছুই দাও নাই, এ সমস্ত বানোয়াট কথা। আল্লাহ্র কসম! তোমার এহেন মিথ্যা অপবাদ থেকে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ এবং পূত–পবিত্র।

সে বলল ঃ ব্যস হয়েছে, কথা বাড়াবে না। আমি তোমাকে এই জাতীয় কাপড় এবং ঐরকম মালপত্র দিয়েছি।

একথা শুনতেই পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে তার সাথে কারাগারে নিক্ষেপ করে দেয়। এখন শুরু হল তার উল্লেখ করা জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশের চাপ। কিন্তু আমি নিরুপায়, যতই অস্বীকার করি পুলিশ মানতে রাজি নয়। অতঃপর আর কিছু বলতে পারি না। এক পর্যায়ে জেলখানা থেকে বের করে আমার উপর তিনটি শরীঅতী সাজা প্রয়োগ করা হয়। ফলে সমগ্র বাগদাদে দুর্নাম ছড়িয়ে গেল আমি চোরের সহায়ক ও শরীকদার। থাকতে লাগলাম কারান্তরালে, ঘুরে চলল সময়ের চাকা। ভাগ্য ভাল, এরি মধ্যে খলীফার ঘরে সন্তান জন্মেছে। এ উপলক্ষে কতিপয় বন্দীকে মুক্তির নির্দেশ দেয়া হল, তাদের মধ্যে আমিও একজন। এ হুকুম না হলে আমরণ জেলখানায় ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। মোটকথা, তাঁর এ তা'বীর অপেক্ষা বিশুদ্ধ ও অর্থবহ কোন ব্যাখ্যা আমার জানা নাই।

ঘটনা ঃ এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হুযূর! আমি এক মহিলার প্রতি বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছি। কিন্তু তাকে আমি স্বপ্নে দেখলাম গায়ের রং কাল এবং আকারে বেঁটে। তিনি বললেন ঃ যাও, তাকে বিয়ে কর। তার রং কাল হওয়ার অর্থ মহিলা সম্পদশালী ও মর্যাদার অধিকারী আর খর্বাকৃতি তার স্বল্পায়ুর অর্থবোধক। সুতরাং হুকুম অনুযায়ী মেয়েটিকে সে যথারীতি বিয়ে করে। কিন্তু অল্প কিছু দিনের ব্যবধানে স্ত্রীলোকটি মারা যায়। ফলে স্ত্রীর ওয়ারিস সূত্রে লোকটি বিপুল ধন–সম্পদের মালিক হয়। অতএব, তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন দেখা গেল বাস্তবে তাই হয়েছে।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল, হুযূর! আমি স্বপ্ন দেখেছি আমারই ছেলে যেন কাল রশি দিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেছে। ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন ঃ তোমার ছেলে অতি বরকতময়। ঋণভারে তুমি জর্জরিত। এ ছেলে তোমার যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করে দেবে, কায়িক পরিশ্রম থেকে সে তোমাকে নাজাত দেবে। সেই তোমার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে এবং তোমার সকল প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব তারই উপর ন্যস্ত হবে। কেননা, কালবর্ণ মূলত সম্পদের অর্থবোধক। অতঃপর লোকটি বলল– আল্লাহ্র কসম! হুযূর যথার্থই বলেছেন।

■

দশম পরিচ্ছেদ

বিয়ে–শাদী, নারীর গুপ্তাঙ্গ, গর্ভাবস্থা, জন্ম, দুধপান করানো ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

বিয়ে ঃ স্বপ্নে বিয়ে দেখার ব্যাখ্যা– ইযযত, সম্মান, গৌরব এবং পার্থিব কল্যাণ হাসিল করা। কিন্তু এসব অর্জিত হবে বিবাহিত অথবা প্রস্তাব দেয়া নারীর সামাজিক মর্যাদা অনুপাতে। কেউ স্বপ্ন দেখল, মৃতা নারীকে সে বিয়ে করেছে। তাহলে এমন বিষয়ে সে সফল হবে, যা শেষ হয়ে গেছে এবং তা থেকে সে নিরাশ হয়ে গেছে। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল তার বীর্যপাত হয়েছে। অথচ স্বপ্নে কোন নারী দর্শন করে নাই অথবা নারীর সাথে তার মিলনও ঘটে নাই। এমতাবস্থায় এর ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি কারো হত্যা বা প্রাণনাশের কারণ সাব্যস্ত হবে। কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল কাউকে সে সালাম করেছে। এর ব্যাখ্যা হবে তার সাথে সে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলবে। লোকটি প্রসিদ্ধ হলে সে আলাপ হবে নিজের ব্যাপারে, অথবা তার ছেলের ব্যাপারে কিংবা অন্য কারো ব্যাপারে। লোকটি যদি সালামের জবাব দেয়, তাহলে তার প্রস্তাব কবুল করবে। আর জবাব না দিলে বুঝতে হবে প্রস্তাব গৃহীত হবে না। এর অপর ব্যাখ্যা এও হতে পারে– সালামের সূচনাকারী অপর ব্যক্তির স্ত্রীকে বিয়ে করবে। আর লোকটি যদি প্রসিদ্ধ না হয়, তবে সে ব্যক্তি প্রবাসে বিয়ে করবে। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে তার স্ত্রীকে অপর এক লোক বিয়ে করছে। তাহলে ব্যাখ্যা হবে– উক্ত স্ত্রীর পরিবার–পরিজন কোন সূত্রে কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী হবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল নিজের মা, বোন অথবা নিজের অন্য কোন হারাম মহিলাকে সে বিয়ে করছে। তাহলে স্বপ্নজাত এ বিয়ে আশ্‌হুরে হারাম তথা নিষিদ্ধ ও সম্মানিত (যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব) মাসে সম্পাদিত হলে দর্শনকারী পবিত্র ভূমি মক্কা মুআয্‌যমায় উপনীত হবে। আর হারাম মাসে না হয়ে থাকলে ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারী আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর তাদের সাথে সদাচরণ করবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল, এক ব্যক্তিকে সে বিয়ে করছে। তাহলে যাকে বিয়ে করছে

মর্মে স্বপ্ন দেখল, সে যদি অপরিচিত ও যুবক হয়, তাহলে দর্শনকারী আপন শত্রুর উপর জয়ী হবে। কিন্তু যদি পরিচিত হয় আর তাদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতাও না থাকে, তাহলে বিবাহিত ব্যক্তি বিবাহকারীর সমনামীয় অথবা তার সদৃশ কোন লোক দ্বারা উপকৃত হবে। আর যাকে বিয়ে করল, সে যদি অপরিচিত হয়, তাহলে তার দুনিয়াবী আকাংখা কঠিন ও মযবুত হবে অথবা সে মঙ্গলজনক সৌভাগ্য লাভ করবে। কেউ যদি স্বপ্নে কোন মহিলার পুরুষাঙ্গ দেখতে পায়, তাহলে স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হলে তার পুত্র সন্তান জন্ম হবে। উত্তরকালে সে সন্তান উচ্চ মর্যাদায় পৌছবে এবং পরিবারের নেতা হবে। কিন্তু যদি গর্ভবতী না হয় অথচ তার পুত্র সন্তান বর্তমান আছে, তাহলে সেও উক্ত মর্যাদা লাভ করবে এবং উক্ত মহিলার ভবিষ্যতে আর কোন সন্তান হবে না। যদি হয়ও, তবে বালেগ হওয়ার পূর্বেই সে সন্তান মারা যাবে। কোন স্ত্রীলোক যদি স্বপ্ন দেখে পুরুষের ন্যায় তার দাড়ি গজিয়েছে, এর ব্যাখ্যাও পূর্বের অনুরূপ হবে। এর ব্যাখ্যা আবার বাড়ীর কর্তা বা পরিচালকও হতে পারে। তদুপরি এর অর্থ এ–ও হতে পারে– সমাজে উক্ত মহিলার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে, যার ফলে সে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল, তার পুরুষাঙ্গ নারী অঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এর অর্থ জীবনে তার প্রাচুর্য দেখা দিবে। এইভাবে যে তার সে গুপ্তাঙ্গে যৌনক্রিয়ার অনুশীলন দেখতে পায় আর পুরুষ লোকটি তার পরিচিতজন বলে মনে হয়, তাহলে অপমান ও লাঞ্ছনার পর কারক তার দ্বারা উপকৃত হবে। আর অপরিচিত হলে শুধু অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হবে। এক ব্যক্তি তার পায়ুপথে যৌনক্রিয়ার অনুশীলন দেখতে পেল। এমতাবস্থায় সমকামী লোকটি তার পরিচিত হলে সে মীরাসের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মালিক হবে। আর অজ্ঞাত পরিচয় হলে তার হায়াত বেড়ে যাবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল, কোন প্রাণী বা চতুষ্পদ জন্তু তার সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছে। তাহলে সে পশুর মালিকের পক্ষ থেকে সে সম্পদ হাসিল করবে। কেউ স্বপ্ন দেখল তার পুরুষাঙ্গ পশুর পুরুষাঙ্গের অনুরূপ আকৃতির। তাহলে এটা তার সন্তান–সন্ততি তথা বংশবৃদ্ধির আলামত।

কেউ স্বপ্ন দেখল– কোন পরিচিত পশুর সাথে সে যৌনকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা কোন অযোগ্য লোক তার দ্বারা উপকার লাভ করবে। আবার সে উপকার কখনো পশুটির মালিকও লাভ করতে পারে, তবে এর কোন বিনিময় সে পাবে না। কিন্তু পশুটি অপরিচিত হলে দর্শনকারী শত্রুর উপর জয়ী হবে এবং তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করবে। জংলী পশু কিংবা পাখীর সাথে যৌনক্রিয়ায় রত হয়েছে মর্মে স্বপ্ন

দেখার ব্যাখ্যাও উপরোক্ত ধরনের হতে পারে। স্বপ্নে আপন স্ত্রীকে কেউ ঋতুবতী হয়েছে দেখার ব্যাখ্যা তার কাজ-কর্ম বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থবোধক। যদি দেখে তার নিজের ঋতুস্রাব হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার দ্বারা অবৈধ ও হারাম কর্ম সম্পাদিত হবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল সে অপবিত্র হয়েছে (অর্থাৎ, তার উপর গোসল ফরয হয়ে গেছে)। তাহলে এটা তার সমস্যা জটিল হওয়ার নিদর্শন। বলা বাহুল্য, স্বপ্নে যদি কারো বীর্যপাত হয় এবং গোসল ফরয হয়ে যায়, তাহলে এর কোন ব্যাখ্যা নেই। কেননা, এটা মূলত স্বপ্ন দোষ, যা কুকল্পনা বা শয়তানের প্ররোচনার ফল।

ঘটনা ঃ এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি। যার ফলে খুবই চিন্তিত এবং আপনার নিকট বলাটাও লজ্জার বিষয়। তিনি বললেন ঃ তুমি একটি কাগজে বৃত্তান্ত লিখে দাও। লোকটি লিখল ঃ

হুযূর! বাড়ীতে তিন মাস ছিলাম না, বিদেশ গিয়েছি। এরি মধ্যে স্বপ্নে দেখি- আমি বাহনে চড়ে সেখান থেকে যেন বাড়ী ফিরেছি। আর দেখি কি- আমার স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে আর দুটি ভেড়া তার লজ্জাস্থানে শিং দিয়ে লড়াই করে একে অপরকে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। এ স্বপ্ন দেখার কারণেই তাকে আমি পৃথক করে দিয়েছি। অথচ স্ত্রীকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। অতঃপর কাগজটি সে ইমাম সাহেবের হাতে তুলে দেয়।

বিবরণ পড়ে মাথা উঠিয়ে ইমাম সাহেব বললেন ঃ স্ত্রীর কাছে যাও, তাকে তুমি ত্যাগ করো না, সে পূত-পবিত্রা এবং সম্ভ্রান্ত নারী।

ব্যাপার হল- তুমি ফিরে আসছ সংবাদ পেয়ে সে তাড়াতাড়ি গুপ্তাঙ্গের চুল পরিষ্কার করতে মনস্থ করে। ইতোপূর্বে যা দিয়ে পরিষ্কার করত সে সবের কোন একটা হাতের কাছে না পেয়ে অথবা চুল সাফ করার মত কোন ঔষধও উপস্থিত না থাকায় অগত্যা তড়িঘড়ি কাঁচি দিয়ে চুল পরিষ্কার করে নেয়। এক পর্যায়ে কাঁচির আঘাতে তার গুপ্তাঙ্গ ক্ষত হয়ে যায়। এখন গিয়ে যাচাই করে দেখ, আশা করি আমার কথা যথার্থ প্রমাণিত হবে। সাথে সাথে লোকটি স্ত্রীর নিকট পৌঁছে মিলনের উদ্দেশ্যে তাকে কাছে আহবান করে।

কিন্তু স্ত্রী তার থেকে এই বলে দূরে সরে যেতে উদ্যত হয়- আল্লাহ্র কসম! তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবার নয় যতক্ষণ না তুমি দীর্ঘ সাত দিন যাবত আমাকে দূরে সরিয়ে রাখার কারণ বর্ণনা করবে।

লোকটি আদ্যোপান্ত স্বপ্নের ঘটনা এবং ইমাম সাহেবের ব্যাখ্যার কথা স্ত্রীর

কাছে খুলে বলল।

স্ত্রী বলল ঃ আল্লাহ্‌র কসম! ইমাম সাহেব বাস্তব কথাই ব্যক্ত করেছেন। অতঃপর স্ত্রী স্বামীকে ক্ষতস্থান সম্পর্কে অবহিত করলো। লোকটি দেখলো ইমাম সাহেবের ব্যাখ্যাই যথার্থ। যখমের উপর এখনো তূলার পট্টি বাঁধা রয়েছে। লোকটি ফিরে এসে ইমাম সাহেবকে সংবাদ দিল, হুযূর! আপনার কথাই সঠিক। শুনে ইমাম সাহেব আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলেন।

গর্ভাবস্থা ঃ কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গর্ভাবস্থা দেখতে পাওয়ার অর্থ তার পার্থিব বিষয়- সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত ইত্যাদি বৃদ্ধি পাবে। এর ব্যাখ্যা কোন সময় আবার কোন মানুষকে ভয় করাও হতে পারে। আরবীতে যেমন প্রবাদ রয়েছে- "অমুকের ভীতি দেশকে ভারাক্রান্ত (তথা গর্ভাবস্থা) করে ফেলেছে।"

সন্তানের জন্ম ঃ কেউ স্বপ্ন দেখল তার মেয়ে হয়েছে। এর ব্যাখ্যা অতিশীঘ্র সে কল্যাণ ও সম্পদের অধিকারী হবে। আর যদি ছেলে হয়েছে দেখতে পায়, তাহলে সে ব্যক্তি বিপদ-বিপর্যয় ও দুঃখ-যাতনার শিকার হবে। একই ভাবে বাঁদী বা দাসী খরিদ করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে তার অর্থও সে ধন-সম্পদের মালিক হবে। কিন্তু যদি দেখে গোলাম ক্রয় করছে, তাহলে সে বিপদাপদের সম্মুখীন হবে। কারো স্ত্রী ছেলে প্রসব করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখারও একই অর্থ- সে বিপদ-মুসীবতের শিকার হবে। আর স্ত্রী কন্যা প্রসব করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখার অর্থ অতি শীঘ্র তার ঘরে কল্যাণ ও সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিবে।

এপর্যায়ে বর্ণনা এ-ও করা হয় যে, কোন স্ত্রীলোক তার নিজের ছেলে হয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখলে এর ব্যাখ্যা হবে তার কন্যা হবে। আর মেয়ে হয়েছে দেখার অর্থ-বিপরীত তথা তার পুত্র জন্ম হবে। কিন্তু এ ব্যাখ্যা তখনি প্রযোজ্য হবে দর্শনকারী মহিলা আলোচ্য স্বপ্ন যদি গর্ভাবস্থায় দেখে থাকে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে শিশু অবস্থায় দুধ পান করছে অথবা তাকে পান করানো হচ্ছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে কারারুদ্ধ হবে এবং তার সম্মুখে কারা ফটক বন্ধ করে দেয়া হবে।

■

একাদশ পরিচ্ছেদ

মৃত্যু, মৃতব্যক্তি, তাদের ও অন্যদের সংবাদ

মৃত্যু ঃ স্বপ্নযোগে মৃত্যু দর্শন করা দ্বীনী বিপর্যয় এবং দুনিয়াবী উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রমাণ। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল– তার সাথে কান্নাকাটি ও চিৎকার থাকতে হবে অথবা লাশের খাটিয়ায় রেখে লোকেরা কাঁধে বহন করে নিয়ে যাবে বটে, কিন্তু দাফন করবে না। যদি দেখে যমীনে মুর্দাকে দাফন করে ফেলেছে, তাহলে দর্শনকারীর দ্বীনী বিষয়ে কল্যাণ ও সংশোধনের আশা সুদূর পরাহত। বরং তার জীবনে শয়তানের প্রভাব ও দুনিয়ার মোহ প্রবল আকার ধারণ করবে। তদুপরি যে পরিমাণ লোক জানাযায় সে যোগদান করতে দেখেছে তার সমপরিমাণ লোক তার প্রভাববলয়ে বিচরণ করবে। আর তাদের উপর সর্বাবস্থায় সে প্রাধান্য বিস্তার করে দোর্দণ্ড প্রতাপে নেতৃত্ব করে যাবে।

আর কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু সেখানে দাফনের কোন চিহ্ন তার নযরে আসেনি কিংবা কান্নাকাটি, চিৎকারধ্বনি, গোসল–কাফন, খাটিয়া কাঁধে বহন করা ইত্যাদি মৃত্যুর কোন প্রকার আলামত তার দৃষ্টিগোচর হয়নি, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে– তার ঘর কিংবা দেয়াল থেকে কোন জিনিস নীচে পতিত হবে অথবা কোন কাষ্ঠখণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। এর অপর ব্যাখ্যায় এও বলা হয়, এমতাবস্থায় তার দ্বীন–ঈমানে দুর্বলতা এবং তার দৃষ্টিশক্তিতে অন্ধত্বের প্রভাব প্রতিফলিত হবে।

মৃত্যুবরণ করেনি এমন কেউ যদি নিজেকে কবরবাসী হয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে হয় সে কারাবন্দী হবে অথবা ব্যক্তিগত ব্যাপারে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে– সে কবর খুঁড়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে আপন মহল্লায় অথবা শহরে সে একটি ঘর নির্মাণ করবে। যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত লোক দেখতে পেয়ে তার নিকট কোন বিষয় জানতে চায় আর সে তা বলে দেয়, তাহলে এ স্বপ্ন সত্য ও সঠিক, এতে বেশ–কম বা ব্যতিক্রমের কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ,

মৃত ব্যক্তি যদি বলে সে ভাল অবস্থায় আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে সুখেই আছে এবং তার পরজীবন শান্তিতেই কেটে যাচ্ছে। মৃত ব্যক্তি অনুরূপ নিজের কিংবা পরের যে অবস্থার কথা ব্যক্ত করবে, তা সত্য সঠিক রূপেই ধরে নিতে হবে। কেননা, মৃত ব্যক্তি বর্তমানে 'মাকামে হক' তথা চরম সত্য জগতে বাস করছে ; যেখানে মিথ্যার কোন বালাই নেই। কাজেই যে সংবাদ সে প্রদান করছে, তাতে মিথ্যার আশ্রয় নেয়ার তার কোন সুযোগই নেই।

একই ভাবে কেউ যদি মৃত ব্যক্তিকে উত্তম অবস্থায় দেখতে পায় অথবা তার পরিধানে সাদা কিংবা সবুজ বস্ত্র জড়ানো, আর মুখে তার আনন্দের হাসি দেখে অথবা সে খুশীর সংবাদ প্রদান করে, তাহলে এটা তার পরকালীন সুখ–শান্তির নিদর্শন। পক্ষান্তরে কেউ যদি মৃত ব্যক্তিকে মলিন চেহারা, ময়লা কাপড়, জীর্ণ বসন, এলোচুলে এবং ক্রোধান্বিত দেখতে পায়, তাহলে এর অর্থ তার পরজীবন দুঃখময় এবং সে বিপদগ্রস্ত। মৃত ব্যক্তিকে কেউ যদি অসুস্থ দেখতে পায়, তাহলে অর্থ হবে– সে ব্যক্তি গুনাহ্‌র প্রতিদান ভোগ করছে। ইতোপূর্বে মারা গেছে এমন মানুষকে কেউ দ্বিতীয় বার মারা যাচ্ছে মর্মে দেখতে পেল এবং আরো দেখল চিৎকার ও বিলাপহীন অবস্থায় তার জন্য কান্নাকাটি করা হচ্ছে। এর অর্থ তার পরিবারের কারো বিয়ে হবে, যার ফলে সে আনন্দিত হবে। কিন্তু কান্নার সাথে উচ্চস্বরে বিলাপ ও চিৎকার দেখতে পেলে ব্যাখ্যা হবে তার সন্তানদের কেউ অথবা বংশের কোন লোক মারা যাবে। মৃত ব্যক্তির জন্য কবর খনন করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল। এর ব্যাখ্যা মৃত ব্যক্তি পরিচিত হলে পার্থিব ও পরকালীন বিষয়ে দর্শনকারী তার পদাংক অনুসরণ করবে। আর অপরিচিত হলে ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারী এমন বিষয় অর্জনের চেষ্টা করবে, যা হাসিল করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ঘটনা ঃ ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। একবার তিনি স্বপ্ন দেখেন– নবী করীম (দঃ)–এর কবর মুবারকে উপস্থিত হয়ে রওযা মুবারক খনন করেছেন। এ ঘটনা স্বীয় উস্তাদের নিকট ব্যক্ত করলেন। এটা তাঁর বাল্য বয়সের ঘটনা, যখন তিনি মকতবের শিক্ষার্থী। ঘটনা শুনে উস্তাদ বললেন ঃ হে বৎস ! তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি রসূলুল্লাহ্ (দঃ)–এর হাদীসের গবেষণা এবং উত্তরকালে তাঁর শরীঅত বিষয়ক অনুসন্ধান কর্মে আত্মনিয়োগ করবে। সুতরাং উস্তাদ সাহেব যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম সাহেবের পরবর্তী জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

মৃত ব্যক্তির নিকট হতে কিছু গ্রহণ করা উত্তম। কিন্তু তাকে কোন কিছু দেয়া অশুভ লক্ষণ। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে মৃত ব্যক্তি তাকে পার্থিব কোন বস্তু দান করেছে,

এর ব্যাখ্যা সে কল্যাণের অধিকারী হবে এবং ধারণা করে নাই এমন জায়গা থেকে রিযিক লাভ করবে। জীবিত ব্যক্তি যদি স্বপ্নে দেখে মৃত ব্যক্তিকে সে কোন জীবিত লোকের কাপড় অথবা নিজের পরিধেয় বস্ত্র দান করেছে, আর মৃত ব্যক্তি সেটি গ্রহণ করে পরেও ফেলেছে, এর ব্যাখ্যা জীবিত লোকটি মারা যাবে এবং যেয়ে মৃত ব্যক্তির সাথে মিলিত হবে। কেউ স্বপ্ন দেখল– সে মুর্দা বহন করেছে, কিন্তু সেটা জানাযার আকারে নয়, এর ব্যাখ্যা সে অবৈধ ও হারাম মাল বহন করছে। এর অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– সে ব্যক্তি কোন বে–দ্বীন লোকের ব্যয়ভার বহন করছে। কিন্তু যদি জানাযার আকারে হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে ব্যক্তি বাদশাহ্র অনুসরণ করবে অথবা কোন সরকারী কাজের দায়িত্বশীল নিযুক্ত হবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল– মৃত ব্যক্তি তার সাথে কোলাকুলি করেছে অথবা তাকে হত্যা করে ফেলেছে। এর ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারী জীবিত লোকটির বয়স বৃদ্ধি পাবে। কেউ স্বপ্ন দেখল, মৃত ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করেছে এবং সেও মৃতের সাথে রয়েছে, কিন্তু ঘরটি তার অপরিচিত, তাহলে সে লোক মারা যাবে এবং মৃতের সাথে মিলিত হবে। কিন্তু কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি দেখে মৃত লোক তার ঘরে প্রবেশ করেছে, তাহলে তার রোগ স্থায়িত্ব লাভ করবে। আবার এটাও হতে পারে, সে মারা যাবে। কেউ যদি দেখে মৃত ব্যক্তির অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বিষ ব্যথায় জর্জরিত, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে– সে অঙ্গ যার সাথে সংশ্লিষ্ট কবর জগতে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে মৃত ব্যক্তি তার নিকট থেকে রুটি কিংবা আংটি গ্রহণ করেছে, এর ব্যাখ্যা হবে– তার ছেলে থাকলে ছেলে মারা যাবে, মাল–সম্পদ থাকলে তা বিনাশ হয়ে যাবে।

■

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাপড়, লেবাস-পোশাক ও বিছানা-পত্র ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

কাপড় ঃ ধরন ও প্রকার অনুপাতে কাপড়ের ব্যাখ্যা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। স্বপ্নে কেউ যদি রেশম ও এ জাতীয় কাপড় দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে অবৈধ মাল এবং নেতৃত্ব লাভ করবে।

পশম ঃ কেউ পশমী কাপড় পরেছে মর্মে স্বপ্ন দেখেছে। এর ব্যাখ্যা সে প্রচুর মাল এবং মঙ্গলময় পার্থিব জীবন লাভ করবে।

চুল, উটের পশম ও তূলা ঃ এগুলো পশম অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের। কাতান তূলা অপেক্ষা নিম্নমানের। কিন্তু স্বপ্নে চাদর দেখার অর্থ– দ্বীন–দুনিয়া উভয়টি একত্রিত হওয়ার আলামত।

গায়ের জামা ঃ গায়ের জামা দেখতে পাওয়া ব্যক্তির অবস্থাও দ্বীন–দুনিয়ার অর্থবোধক। অর্থাৎ, জামার পরিমাপ অনুযায়ী তার অবস্থা নিরূপিত হবে।

কেউ পুরাতন কাপড় দেখল, তদুপরি স্বপ্নে মন্দের চিহ্নও দেখা গেল। এর অর্থ দর্শনকারীর অতি শীঘ্র মারা যাওয়ার লক্ষণ। কাপড়ে ময়লা দেখতে পাওয়া দর্শনকারীর দ্বীন–দুনিয়ার অশুভ লক্ষণ। আর মাথা, চুল ও শরীরে ময়লা দেখতে পাওয়া দুঃখ–কষ্ট ও বিপদ–মুসীবতের পূর্ব লক্ষণ। পক্ষান্তরে কাপড়ে শুভ্রতা ও চমক লক্ষ্য করা দর্শনকারীর উত্তম অবস্থার পরিচায়ক।

কাপড় সেলাই করা ঃ সেলাই করছে মর্মে স্বপ্নে দেখা কাপড়টি যদি ময়লা–পুরান হয়, তাহলে এটা পরিধানকারীর অভাব–অনটনের লক্ষণ।

তালি দেয়া কাপড় ঃ স্বপ্নে তালিযুক্ত কাপড় দেখতে পাওয়া চরম দারিদ্র্য ও তীব্র অভাব–অনটনের আলামত। ধবধবে সাদা–এর উপর নকশী করা কাপড় পরিধান করেছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল। এটা তার দুনিয়া ও আখেরাতের কাজ–কর্ম পূর্ণতা লাভ করার প্রমাণ। কেউ কেউ বলেছেন ঃ এর অর্থ প্রভাব–প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়া এবং জনসমাজে দর্শনকারীর সুনাম চর্চা হওয়ার শুভ লক্ষণ।

পাগড়ী ঃ স্বপ্নে পাগড়ী দেখা মুতাওয়াল্লী তথা দায়িত্বশীল পদে বরিত হওয়ার

পরিচায়ক। আর পাগড়ীর দৈর্ঘ অনুযায়ী তার দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃত হবে। কিন্তু পাগড়ীটি যদি কাঁচা কিংবা পাকা রেশমী সুতার তৈরী হয়, তাহলে এ দায়িত্ব তার দ্বীন–দুনিয়ার সকল কাজ–কর্ম ও বিষয়াদি নস্যাৎ করে দিবে। আর এ দায়িত্ব সম্পাদনের অনুকূলে যে অর্থ লাভ করবে, সেটা হবে তার জন্য অবৈধ ও হারাম। কিন্তু পাগড়ী যদি সুতা কিংবা উলের তৈরী হয়, তাহলে এ দায়িত্ব তার ইহকাল–পরকাল উভয় জগতের জন্য মঙ্গলজনক সাব্যস্ত হবে। আর পাগড়ীর রং –এর ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বর্ণিত কাপড়ের রং –এর অনুরূপ ধরে নিতে হবে। এ সম্পর্কিত বাকী আলোচনা আল্লাহ্ চাহেন তো পরে যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

টুপি ঃ টুপির ব্যাখ্যা নেতা, ধন–দৌলত, ভাই, পুত্র, সরদার, বাদশাহ্ প্রমুখ যে কেউ হতে পারে। স্বপ্নযোগে নিজের টুপির মধ্যে কেউ ভাল বা মন্দ একটা কিছু দেখতে পেল, তাহলে সে যদ্রূপ দেখেছে তার নেতার অবস্থাও তার অনুরূপ হবে। যদি দেখে টুপিটা ফেটে গেছে, ছিদ্র হয়ে গেছে অথবা ময়লা হয়ে গেছে, তাহলে এটা তার অনুসৃত নেতার দুরবস্থার নিদর্শন। অধিকন্তু এদ্বারা নেতার দুঃখ–কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অর্থ বুঝাবে।

শেরওয়ানী ঃ স্বপ্নে শেরওয়ানী দেখার অর্থ– তার ভাগ্যে আনন্দের কারণ ঘটবে।

আস্তর বিশিষ্ট কোর্তা ঃ এর ব্যাখ্যা পুরুষের জন্য নারীর অর্থবোধক। লেপ, পায়জামা, জুতা, বিছানা ইত্যাদির ব্যাখ্যাও একই ধরনের। এর মধ্য হতে কোন একটি সম্পর্কে যদি দেখে পুড়ে গেছে, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে অথবা তার উপর প্রবল হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তালাক অথবা মৃত্যুজনিত কারণে তার স্ত্রী বিরহ ঘটবে। যদি কেউ দেখে এর মধ্য হতে কোন একটি তার থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে কিংবা চুরি হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করবে; কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। কোন কোন সময় বিছানার ব্যাখ্যা বাঁদী–দাসী দ্বারা করা হয়। পায়জামার ব্যাখ্যাও কোনো কোনো সময়ে উল্লিখিত রূপ হয়ে থাকে। তাই এগুলোর মধ্যে যা কিছু হয়েছে বলে দেখতে পাবে, বাঁদীর মধ্যেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে।

জুতা ঃ কেউ স্বপ্ন দেখল তার জুতা জোড়া ফেটে গেছে, কিছুই বাকী নেই। এর ব্যাখ্যা তার স্ত্রী মারা যাবে। আবার কখনো দুই জুতার একটি দ্বারা ভাই কিংবা শরীকদার উদ্দেশ্য হয়। তাই কেউ যদি দেখে তার এক জুতা ছিঁড়ে যাচ্ছে অথবা চড়চড় শব্দ করছে আর অপরটি দ্বারা সে পথ চলছে, এর ব্যাখ্যা হবে– তার শরীকদার ভাই কিংবা বোনের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে।

পায়তাবা বা মোটা কাপড়ে তৈরি জুতার মাপের মোযা ঃ এর ব্যাখ্যা ধন-সম্পদ ও মালের সংরক্ষণ। যদি দেখে পায়তাবা ছিঁড়েনি, ঠিক আছে, তার ভিতর থেকে আবার সুগন্ধিও ভেসে আসে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারী যাকাত আদায় করবে, তার ধন-সম্পদ বিপদের হাত থেকে নিরাপদ থাকবে, যাকাতের মাধ্যমে সে সম্পদ পূত-পবিত্র করবে এবং তার পার্থিব জীবন শান্তিময় হবে। কিন্তু পায়তাবা যদি জীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে অথবা এর কোন অংশ খোয়া গেছে দেখতে পেল, তাহলে ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারী যাকাত-সদকা দানে বিরত থাকবে এবং এ খাতে কোন অর্থই সে ব্যয় করবে না। এমন কাজ থেকে আল্লাহ্ রক্ষা করুন!

মোযা ঃ স্বপ্নে মোযা দেখার অর্থ- দর্শনকারীর আয়-উপার্জন ঠিক থাকবে এবং জীবিকা যথাযথ বহাল থাকবে। সুতরাং স্বপ্নে মোযা ঠিক ও যথাযথ আছে মর্মে দেখতে পাওয়া তার আয়-উপার্জনে উন্নতির লক্ষণ। মোযা দর্শন করা সময় ও ক্ষেত্র ভেদে আবার দুঃখ-কষ্টের আলামত হিসাবেও গণ্য হয়।

কেউ স্বপ্ন দেখল জীর্ণ-শীর্ণ বস্ত্র পরে আছে এবং সে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- তার অবস্থা ও আয়-উপার্জনের সমস্যা দূর হয়ে পূর্বাবস্থায় বহাল হয়ে যাবে। তবে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বপ্নে কাপড় দেখতে পাওয়া পুরুষের অবস্থা-নির্দেশক। তাই লোকটি গুনাহ্গার পাপাচারী হলে তওবা ও সৎকর্ম দ্বারা তার আর্থিক অনটন দূর হবে এবং পরিস্থিতি অনুকূল খাতে প্রবাহিত হবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে তার স্ত্রীর কাপড়, বোরকা, অথবা অন্য কিছু সেলাই করছে কিংবা তার কাপড়ে তালি দিচ্ছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- স্ত্রীর সাথে তার ঝগড়া হবে এবং স্ত্রীর নিকট এমন তথ্য প্রকাশিত হবে, যা স্বামীর পরিবার-পরিজনের কাছে পূর্বে প্রকাশ পেয়েছে।

ওড়না ঃ নারীর পরিধেয় ওড়না, পায়জামা, বোরকা ইত্যাদির ব্যাখ্যা তার স্বামী। তাই এ সবের যে অবস্থা দেখতে পাবে, তার অনুরূপ হাল-অবস্থা দর্শনকারিণী মহিলার স্বামীর মধ্যে প্রতিফলিত হবে। অর্থাৎ, এসবের মধ্যে ভাল-মন্দ, সাদা-কাল, ভয়-আনন্দ যা কিছু দেখতে পাবে, একই অবস্থা যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুসারে স্বামীর মধ্যে লক্ষ্য করবে।

সুতা কাটার চরকা ঃ স্বপ্নে চরকা দেখতে পাওয়া পুরুষের জন্য সফরের নিদর্শন। উল, পশম, লোম অথবা উটের পশম ইত্যাদি যা সাধারণত পুরুষ লোকেরা পেঁচিয়ে থাকে, নাটাই বা অন্য কিছুতে পেঁচায় মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে তার ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে বের হবে। আর এ একই সফরে সে বৃদ্ধি

পায় এজাতীয় হালাল অর্থ এবং কল্যাণকর বহু জিনিস লাভ করবে। পক্ষান্তরে তূলা, উলসী ইত্যাদি যা সাধারণত মহিলারা কাটে, যদি কেউ স্বপ্নে এসব কাটতে দেখে, তাহলে সে সফর করবে এবং অর্থ উপার্জনও করবে বটে ; কিন্তু লোকেরা এ সম্পদ উত্তম বিবেচনা করবে না। এ একই স্বপ্ন যদি কোন মহিলা দেখতে পায়, আর তার কোন পরিজন বিদেশে অবস্থান করে, তাহলে সে বাড়ী ফিরে আসবে। কোন মহিলা স্বপ্নে যদি চরকাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– মহিলাটি অন্তঃসত্ত্বা হলে তার পুত্র জন্ম হবে অথবা তার বোনের জন্ম হবে। কিন্তু উক্ত চরকার মধ্যে যদি চামড়ার টিকলী যুক্ত থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হবে। কোন মহিলা যদি স্বপ্ন দেখে তার উপর পুরুষের ব্যবহারযোগ্য কাপড় পড়ে রয়েছে, তাহলে এ স্বপ্ন তার জন্য মঙ্গলজনক সাব্যস্ত হওয়ার ইঙ্গিতবাহী। স্বপ্নদৃষ্ট বস্ত্রটি যদি সামরিক উর্দি জাতীয় হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– এটি তার স্বামী কিংবা অভিভাবকের সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। কোন পুরুষ ব্যক্তি যদি স্বপ্ন দেখে সে নারীর পোশাক পরে আছে, এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে প্রথম অবস্থায় নিজেকে সে ভীত ও অক্ষম ধারণা করবে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে সে অনুভূতি দূর হয়ে যাবে।

রংযুক্ত জিনিস ঃ স্বপ্নে রংযুক্ত কাপড় দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা তার রং –এর বিভিন্নতা ও তারতম্য অনুপাতে হয়ে থাকে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে বিভিন্ন রং –এর কাপড় তার উপর জড়িয়ে আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– মনে ব্যথা লাগে লোকের মুখ থেকে এমন কথা শুনতে পাবে এবং এর ফলে তার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হবে। তদুপরি লোক সমাজে কথাটা ছড়িয়ে পড়বে। স্বপ্নে সাদা কাপড় দেখতে পাওয়া যথার্থ ও মঙ্গলের প্রতীক। হলুদ রং –এর কাপড় দেখার ব্যাখ্যা–দর্শনকারী রোগাক্রান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার লক্ষণ। তবে এ রং শেরওয়ানীর মধ্যে দেখা গেলে ক্ষতিকর হবে না। সবুজ রং বিশিষ্ট কাপড় দেখতে পাওয়া জীবিত বা মৃত উভয়ের জন্য উত্তম। বস্তুত জান্নাতীদের পোশাকও সবুজ রংয়ে রঞ্জিত থাকবে। লাল রং –এর পোশাক পরিধান করে আছে মর্মে কারো স্বপ্ন দেখা তার খ্যাতি অর্জনের লক্ষণ। আর কাল রং –এর কাপড়ের ব্যাখ্যা দর্শনকারীর যোগ্যতা, পারদর্শিতা, দৃঢ়তা, অর্থ–সম্পদ ও প্রভাব–প্রতিপত্তির দ্বারা করা হয়। বিশেষত কাল কাপড় পরিধান করা যার নিয়মিত অভ্যাস, তার জন্য এ স্বপ্ন কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী। কাল আঙ্গুর ব্যতীত সকল জিনিসে স্বপ্নের ক্ষেত্রে উত্তম ও প্রশংসার ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু কাল আঙ্গুর দেখার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

বিছানাপত্র ঃ এর ব্যাখ্যা– যার উদ্দেশ্যে বিছানা বিছানো হয়েছে মর্মে স্বপ্নে

দেখা গেল, এটা তার পার্থিব জীবন কল্যাণময় হওয়ার লক্ষণ। বিছানা যে পরিমাণ প্রশস্ত, সংকীর্ণ, ভারী, পাতলা, কিংবা ছোট-বড় হবে, সে অনুপাতে তার পার্থিব জীবনের অবস্থা নিরূপিত হবে। যেমন, বিছানা প্রশস্ত হলে তার পার্থিব জীবন সুখময় হবে। কিন্তু ছোট কিংবা সংকীর্ণ হলে তার বিপরীত অর্থবোধক হবে। ভারী-মোটা ও নতুন হওয়া দর্শকের আয়ু বৃদ্ধির ইঙ্গিতবাহী। আর পাতলা-পুরাতন হওয়াটা তার বিপরীত অর্থবোধক। স্বপ্নে কেউ মোটা-ভারী ও প্রশস্ত বিছানা দেখতে পেলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, আর্থিক সচ্ছলতা ও কল্যাণময় জীবনের অধিকারী হবে। বস্তুত এটা তার প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনপ্রাপ্তির লক্ষণ। কিন্তু শয্যাসামগ্রী ভারী-মোটা অথচ খাটো হলে তার আয়ু দীর্ঘ হবে বটে, কিন্তু আর্থিক অনটনের শিকার হবে। আর বিছানা যদি অপেক্ষাকৃত অধিক হালকা-পাতলা হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার আর্থিক সচ্ছলতা আসবে, কিন্তু আয়ুর মাত্রা হ্রাস পাবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে বিছানা তথা শয্যাসামগ্রী অতি পাতলা-হালকা ও পুরাতন, তাহলে এর মধ্যে কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। একই ভাবে যদি দেখে বিছানাটি গুটানো রয়েছে, তাহলে এতেও কোন মঙ্গল নেই।

রুমাল ঃ রুমাল, বালিশ, হেলান দেয়া গদ্দী, বালিশ ইত্যাদির ব্যাখ্যা খাদেম, চাকর-নওকর, ছেলে, গোলাম, বাঁদী ইত্যাদি দ্বারা করা হয়- যা দর্শনকারীর অধীনস্থদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। তাই রুমাল, বালিশ ইত্যাদির মধ্যে স্বপ্নে যাকিছু ঘটেছে মর্মে দেখা যাবে, বাস্তবে সেসব তার উল্লিখিত অধীনস্থদের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

পর্দা ঃ ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন, ভাল-মন্দ যে ধরনেরই হোক পর্দা স্বপ্ন দেখায় কোন কল্যাণ নেই। আছে কেবল দর্শনকারীর দুঃখ-দুর্দশা, কষ্ট-যাতনা, বিপদ-বিড়ম্বনার সম্ভাবনা।

■

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মণি-মুক্তা, অলংকার-আভরণ, সোনা-রূপা, দীনার-দিরহাম, টাকা-পয়সা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

মণিমুক্তা ঃ মণি–মুক্তার ব্যাখ্যা সাধারণত এর অনুরূপ, সদৃশ, তুল্য ও জাতের বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কিন্তু স্বপ্নে যদি তার সংখ্যা প্রকাশ পায়, তাহলে স্ত্রী–সন্তান ও খাদেম–কর্মচারী দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু সংখ্যা যদি অজ্ঞাত থাকে অথচ পরিমাণে অধিক হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– কোরআন, দ্বীনী ইলম, তাসবীহ ও যিকির–আযকার। যথা– কেউ স্বপ্ন দেখল, সে মুক্তা লাভ করেছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে, সে ব্যক্তি স্ত্রী, বাঁদী কিংবা গোলামের মালিক হবে। অনুরূপ কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে ইয়াকূত, চুনি কিংবা যমরুদ অথবা এ জাতীয় মূল্যবান পাথর লাভ করেছে, এমতাবস্থায় তার স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে থাকলে তার কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল সে মুক্তার হার পরে আছে। এর ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের হাফেয হবে, আমানতদার বিশ্বাসী হবে এবং মুত্তাকী–পরহেযগার বংশধারা তার মাধ্যমে জারি হবে। অধিকন্তু মেয়ে মহলে ও জনসমাজে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু হারটি যদি তিন কিংবা চার প্যাঁচ বিশিষ্ট হয়– তাহলে সে অত্যন্ত শক্তিশালী ও অতি উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে হারটি ওজনে এত ভারী যে, তা পরিধান ও বহন করা তার পক্ষে অসম্ভব, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে– সে এত বিশাল ইলম ও জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হবে, যার উপর আমল করা তার জন্য দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে।

কানবালা ঃ কেউ স্বপ্ন দেখল, সে কানবালা পরিধান করে আছে। এর ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি পবিত্র কোরআনের হাফেয হবে এবং এত অধিক ইলম অর্জন করবে, যার ফলে সমাজে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে কানবালা স্ত্রীলোক দেখলে অর্থ হবে তার স্বামী অথবা সন্তান।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার মুখ থেকে মুক্তার দানা গড়িয়ে পড়ছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার মুখ থেকে সদ্বাক্য ও জ্ঞানের কথা প্রকাশিত হবে, সে কোরআনী ইলম শিক্ষাদানে অধিক ভূমিকা পালন করবে এবং অধিক মাত্রায় তাস্‌বীহ পাঠে রত

থাকবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে মুক্তা ভক্ষণ করছে অথবা আপন মুখে ধারণ করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- লোক সমাজে প্রচারবিমুখ হয়ে কালামে ইলাহী ও দ্বীনী ইলমের জ্ঞান-সম্ভার নিজের অন্তরে সে লুকিয়ে রাখছে। মণি-কাঞ্চন ভক্ষণ করার ব্যাখ্যা কোন সময় তার জ্ঞানার্জন এবং তা দ্বারা উপকার লাভের অর্থেও করা হয়।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে রাস্তা-ঘাট, বাজার-বন্দর ও নোংরা জায়গায় মুক্তা ছড়ানোর কাজে রত আছে, এর ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন ও জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেছে বটে, কিন্তু অযোগ্য পাত্রে শিক্ষাদান করছে।

কণ্ঠহার ঃ এটি যদি সোনা কিংবা রূপা নির্মিত হয় আর মুক্তা জড়িত থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার নিকট আমানতের মাল গচ্ছিত রাখা হবে। কিন্তু মুক্তার পরিমাণ যদি অধিক হয় আর তার সংখ্যাও জানা না থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- মুক্তাটি খনিজ পদার্থ হওয়ার শর্তে এটি পূত-পবিত্র মাল, যার দ্বারা সে উপকার লাভ করবে।

কড়ি ঃ স্বপ্নে কড়ি দেখার অর্থ টাকা-পয়সা, যার বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। কখনো কালাম বা বাক্য ও ইলম দ্বারা এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। আর কড়ির সংখ্যা পরিমাণে অল্প হলে তার ব্যাখ্যা হবে নারী ও খাদেম-নওকর।

অলংকার ঃ স্বপ্নে সাধারণত পুরুষের ব্যবহারযোগ্য অলংকার দেখতে পাওয়া সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য অর্থবোধক। এমতাবস্থায় স্বপ্ন দেখা মুক্তার মূল্য ও গুণ অনুপাতে দর্শনকারী পুরুষ লোকটির মর্যাদা নির্ণীত হবে। স্বপ্নে যদি কেউ অলংকার সজ্জিত কোমর বন্ধনী দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি সম্পদ ও বুযুর্গী লাভ করবে, যার ফলে সে জন-সমাজে উন্নত শিরে চলাফিরা করবে। এর অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়- জীবনের মধ্য বয়সে কোন শহরের সে শাসক নিযুক্ত হবে। স্বপ্নে দেখা অলংকারে মুক্তা জড়ানো থাকলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি এত পরিমাণ মালের মালিক হবে যে, আপন পরিবার-পরিজনের নেতৃত্বে আসীন হবে অথবা তার ঔরসে এমন পুত্র জন্ম নিবে, যে বংশের নেতৃপদে বরিত হবে। আপন কোমরে কোমর বন্ধনী অধিক পরিমাণে দেখতে পাওয়া উত্তম ও কল্যাণময়। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তার কোমর বন্ধনী ছিন্ন হয়ে গেছে, ভেঙ্গে গেছে, ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে কিংবা তার উপর কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাহলে বুঝতে হবে এর মালিকের উপর এ সমস্ত বিষয় আপতিত হবে।

মুকুট ঃ স্বপ্নে মুকুট দেখতে পাওয়া পুরুষের জন্য মান-মর্যাদা, ইযযত-সম্মান ও উন্নতির প্রতীক ; কিন্তু তা কেবল পার্থিব জীবনে, আখেরাতে নয়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে সোনা-রূপার তৈরী কিংবা মুক্তা জড়ানো মুকুট শিরে ধারণ করেছে,

তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি প্রচুর ধন-সম্পদ ও আশাতীত সম্মান লাভ করবে, কিন্তু নিজের দ্বীন-ঈমান বিনাশ করে দিবে।

স্ত্রীলোকের মুকুট দর্শন ঃ স্বপ্নে কোন স্ত্রীলোকের মুকুট দর্শন করা তার স্বামীর অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ, দর্শনকারিণী স্ত্রীলোকটির স্বামী না থাকলে (আরব কিংবা অনারব) যে কোন পুরুষের সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন হবে। আর সে লোকটি হবে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এবং উচ্চ মর্যাদাশালী। কেউ যদি তার গর্দানে গলবেড়ি পরা অবস্থায় দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি আমানতের মাল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত হবে।

আংটি ঃ স্বপ্নে পুরুষ ব্যক্তির আংটি দেখতে পাওয়া তার সম্পদ ও রাজত্ব লাভের অর্থবোধক, যার মাধ্যমে সে লোক সমাজে শান-শওকত, মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক হবে। উপরন্তু ক্ষমতার প্রতিভূ হিসাবে সমাজে তার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটবে। কেউ স্বপ্ন দেখল তাকে আংটি প্রদান করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা তাই হবে, যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, সে উপরোক্ত বিষয়-আশয়ের মালিক হবে। আংটির ব্যাখ্যা কোন সময় নারী, পুত্র, পশু ইত্যাদি দ্বারা করা হয়। বস্তুত দর্শনকারী আপন মর্যাদা ও যোগ্যতা অনুযায়ী এসব প্রাপ্ত হবে। সে ক্ষমতাসীন বাদশাহ্ হলে ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুযায়ী অঞ্চল তার অধীনে আসবে। ব্যবসায়ী হলে তার যোগ্যতা অনুযায়ী বাণিজ্যিক সুবিধা তাকে দান করা হবে।

মোটকথা, যে যার উপযুক্ত সে অনুপাতে জীবন সামগ্রী প্রত্যেকে পেয়ে যাবে। কেউ স্বপ্ন দেখল, তার হাতের আংটি খুলে নেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হবে- তার মলিকানাভুক্ত যা কিছু আছে সে সমস্ত ছিনিয়ে নেয়া হবে। আর যদি দেখে তার হাতের আংটি চুরি কিংবা হারিয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার মালিকানাভুক্ত ধন-সম্পদে বিপর্যয় দেখা দিবে অথবা লোকের কোন আচার-আচরণ, লেন-দেনে তার মনে আঘাত লাগবে। আংটির উপর পাথর দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা রূপ-লাবণ্য দ্বারা করা হয়।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার আংটি ভেঙ্গে গেছে, কিন্তু তার উপরের পাথর অক্ষত রয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হল- তার মালিকানাধীন বিষয়-সম্পদ বিলীন-বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু লোকমুখে তার চর্চা বাকী থাকবে। কেউ আবার আংটির পাথরের ব্যাখ্যা করেছেন পুত্র অর্থে। যার কৃতিত্বে লোক সমাজে পিতার মুখ উজ্জ্বল হবে এবং সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। কেউ যদি স্বপ্নযোগে সোনার তৈরী আংটি দেখতে পায়, এর অর্থ সে যা কিছু পরিধান করছে অথবা যা কিছুর মালিক সে সবই হারাম ও অবৈধ উপার্জনের ফসল।

স্বপ্নে যদি কেউ লোহার তৈরী আংটি দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে-তার মালিকানাধীন বস্তুনিচয় বাদশাহ বা শাসকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত। কারো স্বপ্ন দেখা আংটি যদি হলুদ বর্ণের অথবা সীসার তৈরী হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার হস্তগত বিষয়-সম্পদ যাকিছু আছে সবই তুচ্ছ, মূল্যহীন। কোন পুরুষ যদি স্বপ্ন দেখে স্ত্রীলোকের অলংকার পরিধান করে আছে, তাহলে গলার হার ও কানবালা ব্যতীত অন্যসবের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। স্বপ্নে যদি কেউ নিজের কাছে দুটি কাঁকন রয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে-তার লেনদেনে সংকীর্ণতা ও বিড়ম্বনা দেখা দিবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে একটা অথবা এক জোড়া নূপুর পরে আছে, তাহলে সে সন্ত্রাস, ভীতি, কঠোরতা, কারা-জীবন ইত্যাদি বিড়ম্বনার শিকার হবে।

বলয় বা কড়া ঃ স্বপ্নে বলয় দেখতে পাওয়ার অর্থ দর্শনকারী তার বন্ধু অথবা ভাই কর্তৃক বিড়ম্বনার শিকার হবে। আর রূপা দর্শন করা অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা সহজ ও কার্যকর উপাদান এবং বিপদমুক্তি ত্বরান্বিত হওয়ার লক্ষণ। কিন্তু স্ত্রীলোকের অলংকার দর্শন করা নারীকুলের জন্য কল্যাণকর, সৌন্দর্যের প্রতীক এবং তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হওয়ার লক্ষণ। সে অলংকার চাই সোনা-রূপার তৈরী হোক অথবা মণি-মুক্তার, এক অথবা দুই নূপুর কিংবা জোড়া কাঁকন ব্যতীত অন্যসব অলংকার স্বামী, বাপ কিংবা ভাই অর্থবোধক হবে। মুকুট দর্শন করাও একই অর্থের দিশারী। উপরন্তু বলা হয়, মুকুট বরং রাজত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের আলামত।

স্বর্ণমুদ্রা ঃ স্বপ্ন দেখা স্বর্ণমুদ্রার প্রকার ও সংখ্যা অজ্ঞাত; কিন্তু তা চারের অধিক হলে ব্যাখ্যা উত্তম নয়, মন্দ অর্থের প্রতীক। স্বপ্নে স্বর্ণমুদ্রা দর্শনকারীর নিজের এবং যার প্রতি সে দোষের অভিযোগ ছড়ায় এদের উভয়ের সম্মানে আঘাত লাগার ইঙ্গিতবাহী। মোটকথা, দীনার বা স্বর্ণমুদ্রা দর্শন সর্বাবস্থায় পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের পূর্বলক্ষণ। আর সংখ্যা ও প্রকার জ্ঞাত হলে লেনদেন পরিস্থিতি সরল-সহজ ও স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার পরিচায়ক। কিন্তু একটা মুদ্রা এবং একের অধিক চার পর্যন্ত দেখতে পেলে সংখ্যা অনুপাতে পুত্র সন্তান জন্ম হওয়ার লক্ষণ। কেউ যদি নির্দিষ্ট নকশা ব্যতীত মুদ্রা তার নিজস্ব আকৃতি-অবয়বে দেখতে পায়, তাহলে এটা তার পুত্র জন্মের পূর্ব-লক্ষণ।

স্বর্ণের টুকরা ও পাত্র দর্শন ঃ স্বপ্নে সোনার টুকরা অথবা সোনার পাত্র দেখতে পাওয়া তার প্রতি বাদশাহ (তথা ক্ষমতাসীন)-এর রুদ্ররোষ নেমে আসা অথবা তার সম্পদের কিছু অংশ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার লক্ষণ।

রৌপ্যমুদ্রা ঃ মানুষের স্বভাবের বিভিন্নতার প্রেক্ষাপটে এর ব্যাখ্যায় রকমফের ঘটে থাকে। তাই স্বপ্নে কেউ যদি রূপার মুদ্রা দেখতে পায় অথবা প্রাপ্ত হয়, তাহলে

মেধা ও যোগ্যতা সাপেক্ষে কেউ তো যা দেখেছে, তা-ই পাবে। কেউ আবার ঝগড়া-বিবাদ ও সংগ্রামের পরিণামে উত্তম রিযিক লাভ করবে। রূপার টাকার ব্যাখ্যা কখনো আবার উত্তম কথা দ্বারাও করা হয়।

রূপার অচল টাকা ঃ রূপার কাল তথা অচল টাকা দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা মিথ্যা, ধোকা ও নোংরা কথার নিদর্শন। কিন্তু এ জাতীয় টাকা যদি থলির মধ্যে অথবা পকেটে রয়েছে মর্মে দেখতে পায়, উপরন্তু আরো দেখে এ টাকা কেউ তাকে দিয়েছে, এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- তাকে কোন গোপন কথা জানানো হবে আর সাধ্যমত সে তা সংরক্ষণের চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে যদি দেখে এ জাতীয় টাকা সে অপরকে দিয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যাও তাই হবে যে, তাকে কোন গোপন বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। রূপার টাকা যদি সংখ্যায় মাত্র একটা হয়, তাহলে এর অর্থ দর্শনকারীর অল্পবয়স্ক ছেলে। একক সে টাকাটি যদি নষ্ট কিংবা চুরি হয়ে যায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার অল্প বয়সী ছেলেটি মারা যাবে।

এক অথবা একাধিক পয়সা ঃ কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে পয়সা পেয়েছে, এর অর্থ- তার সম্পর্কে দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে এবং সে বন্দী হবে। এর অপর ব্যাখ্যা আয়-উপার্জনও হতে পারে, যা অচল পয়সা তথা প্রতারণা দ্বারা হাসিল করা হবে। ফলে কল্যাণকর হবে না।

রূপার টুকরা ঃ স্বপ্নে রূপার টুকরা দেখতে পাওয়া ফলত কল্যাণের প্রতীক। আর সোনার টুকরা অপেক্ষা এর প্রভাব-পরিণাম উত্তম পর্যায়ের। কেননা, এটা সাধারণত নারীর অর্থ প্রকাশ করে থাকে। কেউ যদি গলানো হয়নি এ ধরনের রূপার চাকা প্রাপ্ত হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি বাঁদী কিংবা স্বাধীনা সুন্দরী নারীর পাণি গ্রহণ করবে। স্বপ্নে কেউ যদি সরাসরি খনি থেকে চাঁদি প্রাপ্ত হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- স্ত্রীকে সে তুলে আনবে তার পিত্রালয় থেকে নয়, ভিন্ন লোকের বাড়ী থেকে, যে বাড়ীতে সচরাচর সে থাকত না।

তামা, লোহা ও সীসার টুকরা ঃ স্বপ্নে দেখা এ সমস্ত ধাতব টুকরা যদি অক্ষত থাকা এবং গলিয়ে অলংকারে রূপ দেয়া হয়নি মর্মে দেখতে পায়, তাহলে এর ব্যাখ্যা কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী- যা পার্থিব বস্তুসামগ্রী আকারে প্রাপ্ত হবে। কেউ স্বপ্নে দেখল- সোনা, রূপা, সীসা অথবা লোহা দ্বারা সে মুদ্রা তৈরী করছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি সমালোচনার পাত্রে পরিণত হবে এবং লোকেরা তার তীব্র নিন্দায় লিপ্ত হবে। যাবতীয় বিপদাপদ, বালা-মুসীবত, সংশয়-সন্দেহ থেকে আল্লাহ্ আমাদের বাঁচিয়ে রাখুন।

■

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

পাত্র, বাটি, হাঁড়ি-পাতিল, সামানপত্র ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

হাঁড়ি-পাতিল ঃ স্বপ্নে বরতন, বাটি ইত্যাদি দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা- চাকর-নওকর, গোলাম-খাদেম ও পুত্র দ্বারা করা হয়। কিন্তু চুলা, হাঁড়ি-পাতিল, দস্তরখান, প্রদীপ, চেরাগদান ইত্যাদি আলোচ্য বস্তু সামগ্রীর ব্যতিক্রম। কেননা, এসব দেখার ব্যাখ্যা হল- পরিবারের অভিভাবক পুরুষ কিংবা নারী দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তার শিকার হবে। লিঙ্গ পর্যায়ে যে নাম দ্বারা পুংলিঙ্গ বুঝানো হয় অথবা দস্তরখান ব্যতীত প্রদীপ, চুলা ইত্যাদি জাতীয় জিনিস যার উপকার-সুবিধা বাড়ীর সকলে সমভাবে ভোগ করতে পারে, স্বপ্নে এ সমস্ত জিনিস দেখতে পাওয়ার অর্থ- বাড়ীর মালিক ও পরিবার প্রধান বুঝে নেয়াই বিধেয়। পক্ষান্তরে হাঁড়ি-পাতিল, টুকরী, দস্তরখান ইত্যাদি জাতীয় যেসকল নাম স্ত্রীবাচক অর্থ প্রকাশ করে, সেসব দেখার অর্থ- স্ত্রী তথা গৃহকর্ত্রী। তশতরী, লোটা-বদনা ইত্যাদি তামা-সীসা নির্মিত পাত্র স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা গোলাম-খাদেম, চাকর-নওকর।

আয়না ঃ আয়নার ব্যাখ্যা স্ত্রীলোক দ্বারা করা হয়। সুতরাং আয়না দেখছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে তার স্ত্রী গর্ভবতী হলে সে পুত্র সন্তান প্রসব করবে আর পুত্র পিতার আকৃতি বিশিষ্ট হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি গর্ভবতী না হয় আর তার ছেলেও না থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি কর্ম ও পদচ্যুত হয়ে নিজের আসনে অন্যকে বিরাজমান দেখতে পাবে। এ একই স্বপ্ন কোন স্ত্রীলোক দেখতে পেলে সে যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে থাকে, তাহলে আপন আকৃতি বিশিষ্ট কন্যা সন্তান প্রসব করবে। আর গর্ভবতী না হলে তার স্বামী বিয়ে করে সতীন ঘরে তুলবে। তাই আপন ঘরে সে সতীনের উপস্থিতি লক্ষ্য করবে। এ স্বপ্ন যদি কোন নাবালেগ ছেলে দেখতে পায়, তবে অর্থ হবে- তারই সদৃশ তার ভাই জন্ম হবে। কিন্তু এর দর্শনকারী যদি নাবালেগ মেয়ে হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হল- মার ঘরে তার বোনের জন্ম হবে।

সুঁই ঃ স্বপ্নে সুঁই দেখার অর্থ পুরুষের জন্য স্ত্রী। আর সুঁইয়ের ছিদ্র ও তাতে সুতা ভরার অর্থ- স্ত্রী তার আনুগত্যে তৎপর থাকবে। কিন্তু শর্ত হল তা দ্বারা কোন কিছু সেলাই না করা চাই। আর উক্ত সুঁই দ্বারা মানুষের কাপড় সেলাই করছে মর্মে যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে অর্থ হবে- মানুষকে সে উপদেশ দানের ভূমিকায় রত

আছে। কেউ বলেছেন– এর অর্থ তার অবস্থা সংশোধনের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে এবং দাবী করা হচ্ছে তোমার বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাও। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সুঁই দ্বারা সে নিজের অথবা পরের কাপড় সেলাই কর্মে নিয়োজিত আছে, আবার সুঁইয়ের মধ্যে সুতাও লাগানো রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার সমস্যা দূর হয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি অনুকূল খাতে প্রবাহিত হবে। কিন্তু সুঁই দ্বারা সে যদি আপন স্ত্রীর কাপড় সেলাই করেছে বলে দেখতে পায়, তাহলে এতে কোন কল্যাণ নেই। আর যদি দেখে সুঁই ভেঙ্গে গেছে, তাহলে সে অভাব–অনটনে পতিত হবে এবং তার অবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

চিরুনি ঃ স্বপ্নে চিরুনি দেখতে পাওয়া আনন্দ ও খুশীর আগমনী অর্থবোধক। কেউ যদি চিরুনি দ্বারা মাথার চুল ও দাড়ি আঁচড়ায় মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে অর্থ হবে– তার চিন্তা–ভাবনা অতি শীঘ্র দূরীভূত হয়ে মানসিক প্রশান্তি দেখা দিবে। এর ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়– স্বপ্নে চিরুনি দেখতে পাওয়া অধিক মঙ্গল তথা ইলমে দ্বীন হাসিলের অর্থবোধক ও প্রমাণ। উপরন্তু এ কথারও দলীল যে, তার কথা, কাজ, জ্ঞান, পারদর্শিতা ও আদেশ–উপদেশ দ্বারা লোকেরা উপকৃত হবে। যেরূপ উপকার তারা বিচারক–মুফতী ও ওয়ায়েয–চিকিৎসক দ্বারা লাভ করে থাকে।

কাঁচি ঃ এর ব্যাখ্যা হল– এক ব্যক্তি অপরজনের সাথে মিলিত হবে বা সাক্ষাত করবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে– কাঁচি তার হাতে আকাশ থেকে নেমে এসেছে, তাহলে এটা তার আয়ু শেষ হওয়ার ইঙ্গিত। সে যদি তা দ্বারা চুল কিংবা উল কর্তন করে থাকে, তাহলে সে প্রচুর অর্থ–সম্পদের মালিক হবে।

কাঁচ ঃ স্বপ্নে কাঁচ দেখতে পাওয়া চেয়ার–টেবিল, চিনামাটির থালা–বাসন ইত্যাদি ঘরোয়া আসবাবপত্র লাভের অর্থবোধক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা দ্বারা গোলাম–বাঁদী বুঝানো হয়।

ঘটনা ঃ এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল– হুযূর! আমি স্বপ্ন দেখেছি আমার হাতে পানিভর্তি কাঁচের পেয়ালা। অতঃপর সেটি সহসা আমার হাত থেকে পড়ে গেল কিংবা ভেঙ্গে গেল। অথচ আল্লাহ্‌র কুদরতে পেয়ালাটি আমার হাতেই ঝুলন্ত রয়ে গেছে দেখতে পাই। বৃত্তান্ত শুনে ইমাম সাহেব জানতে চাইলেন– তার স্ত্রী গর্ভবতী কি–না? লোকটি বলল, জী–হাঁ। ইমাম সাহেব এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, প্রসবকালে তোমার স্ত্রী মারা যাবে ; কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সদ্যপ্রসূত তোমার পুত্রটি বেঁচে থাকবে। অতঃপর বাস্তবে দেখা গেল ইমাম সাহেবের ব্যাখ্যা যথার্থ ও সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

■

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অস্ত্রশস্ত্র ও এ জাতীয় জিনিস স্বপ্নে দেখা

হাতিয়ার ঃ যে কোন প্রকার হাতিয়ার স্বপ্নে দেখা মান-মর্যাদা, বুযুর্গী ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিদর্শন- দর্শনকারী যা আপন খ্যাতি, সুনাম ও যোগ্যতা অনুযায়ী লাভ করবে। হাতিয়ারের মধ্যে কোন পরিবর্তন বা উন্নতকরণ দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা- তার প্রভাব-প্রতিপত্তি, যা অচিরেই সে অর্জন করবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে- নিজের কাছ থেকে তার অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, তার প্রতি বলপ্রয়োগ করা হয়েছে, চুরি হয়ে গেছে, ভেঙ্গে গেছে, হারিয়ে ফেলেছে, ব্যবহারের জন্য অন্য কাউকে সে দিয়েছে, অথবা সে হাত থেকে ফেলে দিয়েছে ইত্যাদি সব কিছু তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হওয়া এবং প্রভুত্ব খর্ব হওয়ার ইঙ্গিতবাহী।

কেউ স্বপ্নে দেখল- তার সাথে তলোয়ার, ধনুক, বর্শা অথবা কাষ্ঠ নির্মিত হাতিয়ার রয়েছে এবং এ সমস্ত অস্ত্র দ্বারা সে প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। তাহলে এটা তার মান-মর্যাদা ও কর্তৃত্বের নিদর্শন, যা অদূর ভবিষ্যতে সে অর্জন করবে। পক্ষান্তরে আলোচ্য অস্ত্রের সাহায্যে কেউ তার বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে মর্মে দেখতে পাওয়া দেশ ও জাতি যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতবাহী। কেউ স্বপ্নে দেখল- এক ব্যক্তিকে সে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করেছে। এর ব্যাখ্যা- লোকটি সম্পর্কে সে বাহুল্য কথা রটনা করবে। কেউ স্বপ্নে দেখল, এক ব্যক্তির প্রতি সে তীর নিক্ষেপ করছে। এর ব্যাখ্যা হবে- কিতাবপত্রে লিখিত ও আলোচিত বিষয়াদি, যার প্রভাব অবশ্যই প্রতিফলিত হবে। কেউ স্বপ্নে দেখল- এক ব্যক্তি তাকে বর্শাঘাতে আহত করেছে। এর ব্যাখ্যা হবে- আঘাতপ্রাপ্ত লোকটি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং কল্যাণের অধিকারী হবে।

গুর্য বা লৌহগদা ঃ লোহার গদা কিংবা কাঠের মোড়ানো গদার সাহায্যে কাউকে আঘাত করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখতে পেলে ব্যাখ্যা হবে- আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কষ্টদায়ক বিপদের সম্মুখীন হওয়ার আলামত। একই ভাবে কেউ দেখতে পেল তাকে যখম করা হয়েছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- যখমের পরিমাণ অনুপাতে আঘাতকারীর পক্ষ থেকে তার মর্যাদাহানি ঘটবে এবং ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কেউ স্বপ্ন দেখল- সে মাথা কেটেছে, গোশত, হাত, পা অথবা অন্য কোন অঙ্গ

কেটেছে আর সেটিকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- কর্তনকারী ও কর্তিত ব্যক্তির মধ্যে আলোচিত হবে এমন বাক্য সমষ্টি।

কেউ স্বপ্নে দেখল তাকে খোলা তরবারি দেয়া হয়েছে, আর তা মাথা পর্যন্ত উঠিয়েছে বটে, কিন্তু কাউকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে নয়। তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে অতি সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক হবে অথবা সুন্দরী ও যুবতী নারী লাভ করবে। আর আল্লামা কিরমানী এর একক ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ স্বপ্নে বর্ণিতরূপে তরবারি দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা তার ছেলে কিংবা ভাই জন্মগ্রহণ করবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার হাতে তরবারি দেয়া হয়েছে, কিন্তু খাপের মধ্যেই তা ভেঙ্গে খণ্ডিত হয়ে আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- মাতৃগর্ভে তার সন্তান মারা যাবে। আর যদি দেখে খাপ ভেঙ্গে গেছে অথচ তরবারি যথাপূর্ব ঠিকই আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সন্তান নিরাপদ থাকবে; কিন্তু মা মারা যাবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার তরবারির দস্তানা ভেঙ্গে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার পিতা, চাচা অথবা এ জাতীয় মুরব্বী শ্রেণীর কোন লোক মৃত্যুবরণ করবে। এ পর্যায়ে তরবারিতে ভাল-মন্দ যা কিছু দেখতে পাবে বাস্তব ক্ষেত্রেও তারই প্রতিফলন দেখা যাবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল তার তরবারির ফলা ভেঙ্গে গেছে অথবা পড়ে গেছে, তাহলে তার মা, দাদী, খালা কিংবা এ পর্যায়ের কোন আত্মীয়া মারা যাবে।

এ সম্পর্কে ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) বলেছেন, স্বপ্নে কেউ যদি আপন হাতে খোলা তরবারি দেখতে পায়, তাহলে মানুষের ব্যাপারে সে নিন্দাবাক্য ছড়াবে ও সমালোচনামুখর হয়ে উঠবে। কিন্তু তলোয়ার দ্বারা সে যদি কাউকে আঘাত করে ফলে রক্ত ঝরতে থাকে, কিন্তু সে রক্ত আঘাতকারী বা আঘাতকৃত কারো দেহই স্পর্শ করেনি, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- লোক নিন্দায় সে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আর আঘাত করল রক্তও বের হল, তবে এর ফলে সে গুনাহে জড়িত হবে অথবা রক্ত ঝরার পরিমাণ অনুসারে আল্লাহ্ তাকে বিরাট সওয়াব দান করবেন। কেননা, রক্ত বয়ে গেল অথচ কারো গা ছুঁল না এর অর্থ- গুনাহ্। যদি দেখতে পায় আহত ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আঘাতকারীর শরীরে জড়িয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- আহত ব্যক্তি আঘাতকারীর নিন্দাবাদে লিপ্ত হবে অথবা আহতজনের কাছ থেকে সে অবৈধ ও হারাম মাল প্রাপ্ত হবে।

কেউ স্বপ্নে দেখল, সে অসিকোষ গলায় ঝুলিয়ে রেখেছে, তাহলে নিম্নমুখী খাপের দৈর্ঘ অনুযায়ী সে প্রভুত্ব লাভ করবে। কিন্তু সে দায়িত্ব যথাযথ বহন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না অথবা ত্রুটিপূর্ণ হবে। আর যদি দেখে খাপ ছোট হওয়ার কারণে তরবারিও তার তুলনায় ছোট আকৃতির, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- বরিত শাসন

ক্ষমতায় সে রাজি হবে না। ফলে উক্ত রাজ্যবলয় থেকে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে। কেউ যদি দেখে তার তরবারির খাপ কেটে গেছে, তাহলে এটা তার ক্ষমতা হারানোর আলামত। কেউ দেখল তার তরবারিতে মরিচা ধরে গেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা তিন প্রকারে দেয়া হয়।

(ক) তরবারি দর্শনের ব্যাখ্যা যারা কালাম তথা বাক্য সমষ্টি দ্বারা করে থাকেন, তাদের মতে তরবারিতে মরিচা ধরেছে মর্মে স্বপ্ন দেখার অর্থ দর্শনকারীর কথার কোন মূল্য থাকবে না এবং সমকালীন সমাজ কর্তৃক অগ্রাহ্য বিবেচিত হবে।

(খ) কেউ ব্যাখ্যা করেন 'পুত্র' দ্বারা। তাদের কথা অনুযায়ী এর অর্থ হবে– তার ছেলে অথর্ব–অকেজো সাব্যস্ত হবে, যার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে না।

(গ) কেউ বলেছেন– এর ব্যাখ্যা 'রাজত্ব' বা শাসন ক্ষমতা। তাদের উক্তি মতে– তার শাসনাধীন রাজত্ব ফলপ্রসূ ও উপকারী হওয়ার আশা ক্ষীণ বলে ধরে নিতে হবে। যদি দেখে তার তরবারির ধার ভোঁতা হয়ে গেছে তথা তীক্ষ্নতা হ্রাস পেয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার দ্বারা কোন কল্যাণ ও উপকার সাধিত হওয়ার আশা করা যায় না।

বর্শা ঃ বর্শার সাথে অন্য কোন হাতিয়ারও যদি থাকে, তবে ব্যাখ্যা হবে– সে প্রভাব–প্রতিপত্তির মালিক হবে, যার ধারাবাহিকতা হুকুমের অন্তরালে তার পরও জারী থাকবে। কিন্তু বর্শার সাথে ভিন্ন অস্ত্র যদি যুক্ত না থাকে, তবে বর্শার শাণিত সুঁচালো অগ্রভাগ থাকা সাপেক্ষে দর্শনকারীর ভাই কিংবা ছেলে জন্ম নেবে। আর শাণিত অগ্রভাগ না থাকাবস্থায় বর্শাটি পরিচিত হলে তার মেয়ের জন্ম হবে। বর্শার মধ্যে ভাল–মন্দ, শুভ–অশুভ যা কিছু দৃষ্ট হবে, বাস্তবে সে সমস্ত তার মালিকের অবস্থায় প্রকাশ পাবে।

ঘটনা ঃ আবূ উমারা তাইয়ান বর্ণনা করেন, তিনি একবার মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, হুযূর! আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার হাতে একটি বর্শা কিংবা বল্লম যেন ধারণ করে আছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তার তীক্ষ্ণ আগা দেখেছ কি ? তাইয়ান বললেন, না। তিনি বললেন, তুমি সেটি দেখতে পেলে তোমার এক পুত্র জন্ম হওয়ার ছিল। কিন্তু এখন অচিরেই তোমার কন্যা সন্তান জন্ম হবে। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর তিনি পুনরায় বললেন, পরপর তোমার বারটি মেয়ে হবে।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া বলেন, ঘটনাক্রমে স্বপ্নের এ কথা আমি আবুল ওয়ালীদ (রহঃ)–এর নিকট ব্যক্ত করলাম। ঘটনা শুনে আবুল ওয়ালীদ হাসতে থাকেন। অতঃপর বললেন, উক্ত বার জনেরই একজনের সন্তান আমি।

আমার খালাগণ সংখ্যায় এগার জন আর আবূ উমারা তাইয়ান সম্পর্কে আমার নানা হন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি এবং সকল মুসলমানের প্রতি রহম করুন।

ধনুক ঃ তার বা ছিলা খোলা হয়নি অর্থাৎ, ছিলাবিহীন অবস্থায় স্বপ্নে এক ব্যক্তি ধনুক দেখতে পেল। এর ব্যাখ্যা হবে– হয় তার জাঁকজমক বৃদ্ধি পাবে, না হয় তার ছেলে কিংবা ভাই জন্ম নেবে। কিন্তু ধনুকটি যদি গিলাফ আবৃত দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে–তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান রয়েছে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার ধনুক ভেঙ্গে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার শান–শওকত, ভাই কিংবা পুত্র ক্ষয়ের সম্মুখীন হবে। আর যে লোক দেখতে পায় ধনুক বাঁকিয়ে সে তীর নিক্ষেপ করছে, তার ব্যাখ্যা হবে– তার নিক্ষিপ্ত তীরের লক্ষ্যস্থলের দূরত্ব অনুপাতে মান–মর্যাদা, জাঁকজমকে বিপর্যয় দেখা দিবে এবং লাঞ্ছনার শিকার হবে। এর অপর ব্যাখ্যায় এ–ও বলা হয়েছে– সে ব্যক্তি সফরে যাবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল– ধনুকের তার বা ছিলা যদি অক্ষুণ্ন থাকে– ছিঁড়ে না যায়। আর ছিলা যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে যে দেশে সফরে যাবে, সেখানেই সে থেকে যাবে। আবার কোন সময় তার সফর পূর্ণতাও লাভ করতে পারে।

কেউ স্বপ্নে দেখল, সে মাটির তৈরী গুলী নিক্ষেপ করছে। এর ব্যাখ্যা– কারো প্রতি বিদ্রূপ বাক্য উচ্চারণে সে অগ্রণী রয়েছে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। তীর নিক্ষেপ করার ব্যাখ্যা প্রায় ক্ষেত্রে 'সত্য ভাষণ' অর্থবোধক হয়ে থাকে। কিন্তু তার এ ভাষণের ক্রিয়া মিথ্যাকে ততটুকুই ঘায়েল করবে, তীর যে পরিমাণ প্রবেশ করেছে মর্মে দেখতে পেয়েছে। কেউ দেখল, সে ধনুক চাঁছার কাজে রত আছে। এর ব্যাখ্যা– রাজত্ব, ভাই কিংবা ছেলে দ্বারা করা হয়। অথবা সে বিয়ে করবে এবং তার পুত্র সন্তান জন্মাবে। কেউ যদি দেখে ধনুকের ছিলা টানার চেষ্টা করছে; কিন্তু বাঁকানো তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না, তাহলে বাদশাহ, ভাই, পুত্র প্রমুখ ধনুকটি যার সাথেই সম্পৃক্ত হবে, তার সমস্যা কঠিন হবে এবং জটিল রূপ ধারণ করবে।

চাকু, ছুরি, তীর, খঞ্জর, ভোজালি ও লোহার তৈরী যে কোন হাতিয়ার ঃ

এসবই হাতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত। এসবের ব্যাখ্যাও ইতোপূর্বে বর্ণিত হাতিয়ারের ব্যাখ্যার অনুরূপ। কিন্তু এগুলো যদি সংখ্যায় একক হয়, তাহলে ভাই কিংবা পুত্র অর্থবোধক হবে। যেমন বর্শা, কাস্তে, কুড়াল, দাও, কাঁচি, কোদাল ইত্যাদির ব্যাখ্যা এর অনুরূপ হাতিয়ারের অর্থবোধক হবে।

লৌহবর্ম, বর্ম, লোহার টুপি, পতাকা, লৌহশিরস্ত্রাণ ঃ

শত্রু থেকে হেফাযত, ঢাল, আত্মরক্ষা, বিজয়, প্রাধান্য, রাজত্ব, অধিক নিরাপত্তা, পার্থিব শক্তি–সামর্থ, উচ্চ–মর্যাদা, প্রভাব–প্রতিপত্তি ইত্যাদি দ্বারা আলোচ্য

হাতিয়ারসমূহের ব্যাখ্যা করা হয়।

ঢাল ঃ এর সাথে অন্য কোন অস্ত্র সংশ্লিষ্ট থাকাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে– হেফাযত ও আত্মরক্ষার নিদর্শন। অন্য কোন হাতিয়ার ব্যতীত যদি এককভাবে শুধুমাত্র ঢাল দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– দর্শনকারী একজন মর্যাদা, যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন লোকের পরিচায়ক– যে আপন ভাইদের রক্ষা করবে এবং সকল বিপদ-বিপর্যয় থেকে তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে।

কোড়া বা বেত্রদণ্ড ঃ স্বপ্নে কোড়া দর্শন করা সদকা ও অল্প মালের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার দলীল। অথবা এর অনুরূপ অন্য কোন সম্পদ-সামগ্রীর কর্তৃত্ব লাভের নিদর্শন।

■

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে ঘোড়া, গাধা, খচ্চর এবং এদের রং দেখা

ঘোড়া ঃ স্বপ্নে ঘোড়া দেখতে পাওয়া দর্শনকারীর মান-মর্যাদা, প্রভাব -প্রতিপত্তি ও কর্তৃত্ব লাভের নিদর্শন। ঘোড়ার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে অতিরিক্ত কিছু দেখতে পাওয়া আলোচ্য বিষয়সমূহে আধিক্য লাভের পরিচায়ক। কেউ যদি দেখতে পায় সে ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছে আর ঘোড়াটি ধীরপদে এগিয়ে চলছে, তদুপরি সেটি সুস্থ-সবল ও পূর্ণমাত্রায় উপযোগীও বটে, তাহলে এটা তার সুনাম-খ্যাতি ও শাসন ক্ষমতা লাভের আলামত। একই ভাবে কেউ যদি দেখতে পায় তার মালিকানায় ঘোড়া রয়েছে অথবা সে ঘোড়া আনিয়েছে এবং তাকে বেঁধে রেখেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি ইতোপূর্বে আলোচিত গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা ঘোড়া পালন কর। কেননা, এর পিঠ তোমাদের জন্য মর্যাদা এবং পেট তোমাদের জন্য ধন-ভাণ্ডার স্বরূপ।

কেউ যদি ঘোড়ার দেহে, গদি অথবা লাগামে, তার রেকাব কিংবা অন্য কোথাও কোন ত্রুটি দেখতে পায়, তাহলে সে ত্রুটি তার শান-শওকত, ইযযত-সম্মানে পরিলক্ষিত হবে, একই পরিমাণে যা সে স্বপ্নে লক্ষ্য করেছে। ঘোড়ার লেজ আকারে বড় ও লম্বা দেখতে পাওয়া তার অনুসারীর সংখ্যা অধিক হওয়ার লক্ষণ। যদি দেখে ঘোড়ার গায়ের পশম উপড়ে ফেলা হয়েছে অথবা লেজ কেটে দেয়া হয়েছে, তাহলে বুঝতে হবে তার অনুসারীর সংখ্যা সে অনুপাতে কম হবে। বস্তুত ঘোড়ার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শনকারীর শান-শওকত, প্রভাব-প্রতিপত্তির অংশবিশেষ, যা দৃষ্ট অঙ্গের মর্যাদা অনুপাতে নির্ণীত হবে। যদি দেখে ঘোড়া তার সাথে সংঘর্ষ বাধিয়েছে অথবা অবাধ্য আচরণে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- ঘোড়াটি যে স্থানে হ্রেষাধ্বনি দেয়, সে স্থানের গুরুত্ব ও ঘোড়ার শক্তিমত্তা অনুপাতে দর্শনকারী সাধারণ কিংবা কোন মারাত্মক গুনাহে লিপ্ত আছে। যেমন দেয়াল, ছাদ, ইবাদতখানা ইত্যাদি শক্ত ভিতে দাঁড়িয়ে অশ্বধ্বনির উচ্চারণ। কেননা, সমাজে দর্শনকারীর মান-মর্যাদা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনির পরিমাণ অনুপাতে নির্ণীত হয়ে থাকে। এর অপর ব্যাখ্যা অনুযায়ী অশ্বধ্বনির অর্থ- মারাত্মক

অপরাধ বা গুনাহ যার পরিণাম ভয়াবহ।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে ঘোড়া তাকে বহন করে আকাশে উড়ে শূন্যলোকে ভ্রমণ করছে অথবা ঘোড়ার দুটি পাখা রয়েছে মর্মে দেখতে পেল, তাহলে এ উভয় অবস্থার ব্যাখ্যা হবে দ্বীন-দুনিয়া উভয় জাহানে সে বুযুর্গী ও উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবে। কখনো এর ব্যাখ্যা হয়- দর্শনকারী বিদেশ ভ্রমণে বের হবে। কিন্তু কেউ যদি দেখে- শহর কিংবা বাড়ী-ঘরে ঘোড়া দৌড়াদৌড়ি করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- বন্যা, অতিবৃষ্টি ও বিপদের আগমন ঘটবে। আর যদি ঘোড়ার পিঠে গদি লাগানো রয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে তা যুগপৎ দুঃখ কিংবা আনন্দের আলামত।

ঘোড়ার রং ঃ স্বপ্নে দেখা ঘোড়াটির রং যদি সাদা-কালো মিশ্রিত দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারী যে কাজে জড়িত আছে, সে তাতে স্থির-অটল থাকবে। আর রং যদি কালো দেখে, তাহলে সে অর্থ-সম্পদ লাভ করবে এবং জড়িত বিষয়ে আনন্দ লাভে সক্ষম হবে। যদি ঘোড়াটি লাল-কাল মিশ্রিত রং-এর দেখে থাকে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারী দ্বীনী বিষয়ে দৃঢ়পদ থাকবে। কিন্তু ঘোড়ার রং যদি বাদামী দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারী প্রতিকূল পরিবেশে পতিত হবে। রং শ্বেত-শুভ্র হলে সাদা-কালো মিশ্রিতের ন্যায় অভিন্ন ব্যাখ্যা তথা আপন কাজে স্থির-অবিচল থাকবে। স্বপ্নে লাল বর্ণের ঘোড়া দেখতে পাওয়া অন্যান্য রং অপেক্ষা উত্তম।

বলা বাহুল্য, বর্ণ-বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা উত্তম ও কল্যাণবাহী ঘোড়া হল যে ঘোড়ার হাত-পা শ্বেত-শুভ্রমণ্ডিত। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে অশ্বপিঠে নিজের পশ্চাতে অপরকে সে বসিয়ে নিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তির সাহায্যে প্রথম ব্যক্তি আপন লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে এবং সফল হবে। আর ঘোড়ীর ব্যাখ্যা নারী দ্বারা করা হয়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে ঘোড়ীর মালিক হয়েছে অথবা ঘোড়ীর উপর সওয়ার হয়েছে এর সাথে এটির মালিকও হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- স্ত্রী হিসাবে সে অভিজাত ও বরকতময় নারী লাভ করবে।

স্বপ্নে দেখা ঘোড়ী যদি কাল বর্ণের হয়, তাহলে সে ধনবতী নারী বিয়ে করবে। ঘোড়ীটি সাদা-কালো মিশ্রিত বর্ণের কিন্তু সাদার প্রাধান্য বিশিষ্ট হলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি সুন্দরী নারী বিয়ে করবে। কিন্তু সবুজ বর্ণের হলে নারীটি গান-বাদ্যে অভ্যস্ত হওয়ার নিদর্শন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঘোড়ীর বাচ্চাকে 'মুহর' তথা ঘোটকী শাবক বলা হয়। মরে যাওয়া, চুরি হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, ঘোড়ার মধ্যে উক্ত যে কোন প্রকার দুর্ঘটনা দেখা দিলে এর প্রতিক্রিয়া দর্শনকারীর স্ত্রীর মধ্যে প্রতিফলিত হবে। ঘোড়ীর গোশত

খেয়েছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি সম্পদ-সুখ্যাতি, পরিচ্ছন্ন উপার্জন ও বুযুর্গী লাভে ধন্য হবে। স্বপ্নে কেউ যদি এমন ঘোড়া দেখতে পায় যেটিকে সে জানে না, চিনে না, তার উপর আরোহণ করেনি, এমনকি সে তার মালিকও নয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- এটা তার উচ্চ মর্যাদাশালী হওয়া ও আভিজাত্যের লক্ষণ।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে ঘোড়া তার স্থানে কিংবা বাড়ীতে এসেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে স্থানে কোন সম্ভ্রান্ত, উচ্চমর্যাদাশালী, ক্ষমতাবান ও শরীফ ব্যক্তির আগমন ঘটবে এবং তথায় প্রবেশ করবে। কিন্তু যদি দেখতে পায় তার স্থান কিংবা বাড়ী থেকে ঘোড়া বের হয়েছে, তাহলে এর অর্থ তারই সমপর্যায়ের কোন লোক সেখান থেকে স্থানান্তর হবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে।

টাট্টু ঘোড়া ঃ এ জাতীয় ঘোড়ার ব্যাখ্যা মানুষের ভাগ্য দ্বারা করা হয়। কেউ যদি দেখতে পায় টাট্টু ঘোড়া তার অধীন অনুগত হয়ে আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- ভাগ্য তার অনুকূলে সুপ্রসন্ন হবে। কিন্তু যদি বিপরীত তথা ঘোড়াটিকে অবাধ্য দেখতে পায়, তাহলে এর অর্থ- ভাগ্য তার মন্দ ও বিপরীত খাতে প্রবাহিত হবে। কারো সাধারণ অভ্যাস আরবী তথা উন্নত জাতের ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানো; কিন্তু সে স্বপ্নে দেখল টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আছে। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- তার মান-মর্যাদা নিম্নগামী হবে এবং তার আনন্দ-উল্লাস দুঃখ-বেদনায় পরিবর্তিত হবে। পক্ষান্তরে তার অভ্যাস যদি পূর্ব থেকেই টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হওয়ার মত থেকে থাকে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার ভাগ্য খুলে যাবে এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আর মাদী টাট্টু ঘোড়ার ব্যাখ্যা ঘোড়ীর অনুরূপ হবে, যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর রং -এর ব্যাখ্যাও একই ধরনের হবে। তবে সেটা হবে অনারব নারী, আরবী নয়।

খচ্চর ঃ এর ব্যাখ্যা কুল-গৌরবহীন নিম্নবংশজাত পুরুষ, যথা- ক্রীতদাস, পিতৃপরিচয়হীন ইত্যাদি, কিন্তু সে লোকটি অতি সুঠাম, শক্তিশালী ধরনের। কেউ স্বপ্নে দেখল খচ্চরে সওয়ার আছে, অপরপক্ষে তার শত্রুর অবস্থাও তদ্রূপ, তাহলে সে দুশমনকে পরাভূত করবে এবং বিজয়ী হবে। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল, এহেন স্বপ্ন কোন পুরুষকে দেখতে হবে। আর এ স্বপ্ন যদি কোন মহিলা দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- মহিলাটি সে জাতীয় পুরুষকে বিয়ে করবে। খচ্চরের ব্যাখ্যা কোন সময় সফর, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি দ্বারা করা হয়। আর মাদী খচ্চরের ব্যাখ্যা বন্ধ্যা নারী দ্বারাও করা হয়। তাই যদি কেউ দেখতে পায় সে মাদী খচ্চরে সওয়ার হয়ে আছে অথবা সেটির মালিক হয়েছে আর তার গদি, লাগাম, সাজ-সরঞ্জাম সবই

মওজুদ রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার স্ত্রী হবে সন্তানহীনা– বন্ধ্যা। খচ্চরের গায়ের রং –এর ব্যাখ্যা ঘোড়ার তা'বীরের অনুরূপ, যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। স্বপ্নে মাদী খচ্চর দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা কোন সময় দর্শনকারী পুরুষের সম্মান, পদমর্যাদা ইত্যাদি অর্থে করা হয়। খচ্চরের গোশত, চামড়া দেখতে পাওয়া দর্শকের অর্থ–বিত্তের অর্থবোধক, যা তার অবস্থা অনুপাতে হয়ে থাকে। স্ত্রী খচ্চরের দুধ পান করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখা দর্শকের জন্য অশুভ লক্ষণ। যে পরিমাণ পান করেছে মর্মে দেখতে পাবে, সে হারে তার কল্যাণ–অকল্যাণ উভয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে এ অর্থ সে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য খচ্চরী যার সাথে সংশ্লিষ্ট।

গাধা ঃ এর ব্যাখ্যা মানুষের অদৃষ্ট, সৌভাগ্য, সন্তুষ্টি–আনন্দ ইত্যাদি অর্থবোধক হয়ে থাকে। পরিণামের হিসাবে তা টাট্টু ঘোড়া অপেক্ষা উত্তম। স্বপ্নে কেউ যদি গাধার অবস্থায় ভাল–মন্দ, বেশ–কম তথা ব্যতিক্রম দেখতে পায়, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া তার ভাগ্যে প্রতিফলিত হবে। ব্যাখ্যা হিসাবে গাধীও গাধার সমতুল্য। তবে কল্যাণ ও সৌভাগ্যের ক্ষেত্রে গাধা অপেক্ষা গাধী দেখা উত্তম। কেউ যদি গাধার পিঠে নিজেকে সওয়ার দেখতে পায়, আবার গাধাটি তার বাধ্যগতও, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার ভাগ্য কল্যাণ কামনায় উন্মুখ হয়ে আছে এবং ধন–দৌলত অর্জনে তৎপর হয়ে উঠেছে। স্বপ্নে দেখা গাধাটি কৃষ্ণবর্ণ হলে দর্শনকারী সম্পদ ও নেতৃত্ব লাভে সক্ষম হবে। গাধার যাবতীয় বর্ণ ঘোড়ার অনুরূপ, যার বিস্তারিত আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এর পিঠে আরোহণ করা, বেঁধে রাখা, ধরা, স্পর্শ করা, মালিক হওয়া, ঘেরাও করা ইত্যাদি বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই, সব একই পর্যায়ের। বলা বাহুল্য, ক্রটিযুক্ত গাধা তুলনামূলক উত্তম–ফলপ্রসূ এবং তাতে কল্যাণের মাত্রা অধিক।

কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে গাধায় আরোহণ করেছে এবং তাকে নিয়ে গাধাটি এগিয়ে চলেছে, কিন্তু তার উপর থেকে সে পড়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, তার বর্তমান হাল–অবস্থা পতনমুখী হবে। এমনকি তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। কেউ যদি দেখে সচরাচর সে যেভাবে নীচে নেমে আসে সে একই ভঙ্গিতে গাধার পিঠ থেকে নীচে অবতরণ করছে, তাহলে এতে তার কোন ক্ষতি হবে না। আর নামার সময় মনে মনে সে যদি ধারণা করে থাকে যে, এ গাধার প্রতি পুনরায় ফিরে আসার কোন ইচ্ছাই তার নেই, তাহলে পুনরায় সে অবতরণের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে না। যদি কেউ গাধা খরিদ করছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, আর স্বর্ণমুদ্রা কিংবা প্রচলিত মুদ্রায় সে তার মূল্য শোধ করে দিয়েছে, উপরন্তু মুদ্রাগুলো হাতে নাড়াচাড়া করেছে, তাহলে এটা অতি উত্তম স্বপ্ন। এটি সে উত্তম বাক্যেরও নিদর্শন, যা সে উচ্চারণ করবে।

কেউ যদি দেখে সে মূল্য নগদ গ্রহণ করেছে, টাকাগুলো ফেরত দেয়নি অথবা হাতে নাড়াচাড়াও করেনি, তাহলে এর ব্যাখ্যা- সে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং কল্যাণের অধিকারী হবে। কেননা, মূল্য দর্শন আসলে নেআমতের কৃতজ্ঞতা অর্থবোধক।

কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তার গাধাটির দৃষ্টিশক্তি দুর্বল অথবা এক চোখ অন্ধ, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার আয়-উপার্জনের বিষয়টি সন্দেহে পতিত হবে। যদি দেখে তার গাধা দুর্বল, চলতে অক্ষম, তাহলে এর অর্থ- কোন ব্যাপারে সে জটিলতার শিকার, যা থেকে উদ্ধারের উপায় তার জানা নেই। কেউ স্বপ্নে দেখল তার গাধাটি খচ্চরে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এর ব্যাখ্যা হবে, তার সম্পদ ও জীবিকার উপায়-উপকরণ অনাত্মীয় কোন দূরের ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। অপরদিকে সে তখন বিদেশে প্রবাস জীবন কাটাবে। কিন্তু যদি ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, বাদশাহ কিংবা কোন শরীফ-সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষ থেকে সে জীবিকাপ্রাপ্ত হবে। যদি দেখে তার গাধাটি দুর্বল হয়ে পড়েছে, বোঝা বহনে অক্ষম, ধীরপদে দুর্বল কদমে পা ফেলে, এমনকি তার উপর আরোহণ করাও দুষ্কর, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার ভাগ্যে বিপর্যয়ের পদধ্বনি শুরু হয়েছে এবং পার্থিব জীবনে তার অদৃষ্টের প্রবাহ পতন খাতে রওয়ানা হয়েছে।

কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে গাধার গোশত খেয়েছে, অথবা গোশত তার মালিকানায় এসেছে কিংবা গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে গাধা যবাহ করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে অবৈধ, অপবিত্র ধন-সম্পদ হাসিল করবে। গাধীর দুধ পান করেছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল, এর ব্যাখ্যা হবে- সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হবে। ফলে জীবনের আশংকা দেখা দিবে এবং বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণতর হয়ে পড়বে।

■

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উট, গরু, বকরী, ভেড়া– এসবের গোশত ও বর্ণ স্বপ্নে দেখা

উট ঃ স্বপ্নে উট দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা কখনো বিদেশ ভ্রমণ, কখনো দুঃখ–বেদনা, কখনো আরব কিংবা অনারব স্থূলদেহী ব্যক্তি দ্বারা করা হয়। স্বপ্ন দেখা উট রক্তবর্ণের হলে ব্যাখ্যা হবে উপরে বর্ণিত ধরনের। অবিবাহিত কোন পুরুষ ব্যক্তির স্বপ্নে উটনী দেখতে পাওয়া নারী অর্থবোধক। কিন্তু লোকটি বিবাহিত হলে এর ব্যাখ্যা বিদেশ সফর, দেশ, রাজত্ব, বাড়ী ইত্যাদি অর্থে করা হয়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে উটের পিঠে সওয়ার এবং উট তাকে নিয়ে পথচলা শুরু করেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা বিদেশ সফর দ্বারা করা হয়। কেউ স্বপ্ন দেখল উটের অবয়বে তার রূপান্তর ঘটেছে। এর ব্যাখ্যা হবে– সে দুঃখ–বেদনা অথবা রোগ–ব্যাধির শিকার হবে। কিন্তু পরে সে আরোগ্য লাভ করবে। কেউ স্বপ্ন দেখল, সে উটের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হল– আপন শত্রুর সাথে সে বিবাদে লিপ্ত আছে। সংঘর্ষরত উটটি যদি বড় আকারের লাল রং বিশিষ্ট হয়, তাহলে এটা কলহরত শত্রুটি অনারব ব্যক্তি হওয়ার আলামত।

কেউ যদি স্বপ্নে দেখে মালিকানা সূত্রে কিংবা তত্ত্বাবধান সূত্রে তার নিকট বহু উটের সমাবেশ, তাহলে এটা তার গোত্রীয় শাসক অথবা নেতৃপদে বরিত হওয়ার নিদর্শন। কেউ দেখতে পেল– কোন স্থানে অথবা গ্রামে অপরিচিত উট প্রবেশ করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সেখানে কোন দুশমনের আগমন ঘটবে। কখনো এর ব্যাখ্যা বন্যা, মহামারী, রোগ–ব্যাধি ইত্যাদি অর্থেও করা হয়। স্বপ্নে দেখা উটটি যদি সুস্থ–সবল ও উত্তম প্রকারের হয়, তাহলে দুশমন, রোগ–ব্যাধি, মহামারী ইত্যাদির পরিণাম কল্যাণ, বরকত ও মঙ্গলের প্রতি ধাবিত হবে। পক্ষান্তরে উট মন্দ ও নিম্নজাতের হলে আলোচ্য বিষয়গুলোর পরিণতি বিপরীত খাতে প্রবাহিত হবে।

উটের গোশত ঃ স্বপ্নে উটের গোশত দেখতে পাওয়া তার সাথে সংশ্লিষ্ট ধন–সম্পদের অর্থবোধক। এ সম্পর্কে বলা হয়, উটের কিছু গোশত খেয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখার অর্থ, দর্শনকারী অসুস্থ হয়ে পড়বে। কেউ যদি দেখে সে উটের দুধ দোহন করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– কোন মহিলার কাছ থেকে সে হালাল সম্পদ লাভ করবে। কিন্তু দুধ ব্যতীত রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি অন্য কিছু যদি দোহন করে থাকে,

তাহলে এর অর্থ হবে– অবৈধ ও হারাম সম্পদ উপার্জন করা। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে উটের দুধ পান করেছে, কিন্তু দোহন সে নিজে করেনি, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– কোন স্থূলকায় প্রভাবশালী ব্যক্তির নিকট থেকে সে ধন–সম্পদ লাভ করবে। আরবী ভাষায় উটের বাচ্চাকে 'ফসীলুন নাকাহ' (فصيل الناقة) বলা হয়। কেউ স্বপ্নে দেখল তার উটনী কোথায় যেন নিখোঁজ হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে অথবা চুরি হয়ে গেছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে– স্ত্রীর সাথে তার বিচ্ছেদ ঘটবে।

গরু ঃ স্বপ্নে শিং বিশিষ্ট গরু দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা– ক্ষমতাশালী প্রশাসক যার নিকট বৈষয়িক উপকার লাভের আশা করা যায়। কিন্তু যদি শিংবিহীন হয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– বিত্তহারা খর্বকায় ব্যক্তি সামাজিক মর্যাদা বলতে যার কিছুই নেই এবং লোকের দৃষ্টিতে যে লাঞ্ছিত–অপমানিত।

গাভী ঃ এর ব্যাখ্যা বছর কিংবা নারী। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে গরুর পিঠে সওয়ার হয়েছে অথবা এর মালিক হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে সে উচ্চপদে আসীন হবে, শাহী অনুগ্রহে ধন্য হবে, কোন সরকারী কর্মকর্তা বা উচ্চপদস্থ লোক তার প্রভাবাধীন হবে এবং তার মাধ্যমে সে বিপুল অর্থের মালিক হবে। যদি দেখে গরুটি তার ঘরে ঢুকেছে এবং একে সে কাবু করে ফেলেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– অর্জিত ধন সংরক্ষণ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে এবং গরুটি তার কল্যাণ বৃদ্ধির কারণ হবে। কেউ যদি দেখে সে বহু গরুর মালিক হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে বিপুল সম্পদের পরিচালক হবে এবং এগুলো তার অধিকারে ন্যস্ত থাকবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল গরু তাকে শিং দিয়ে গুঁতা মেরেছে। তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে কর্মচ্যুত হবে এবং শিং –এর আঘাতের তীব্রতা অনুপাতে সে ক্ষয়–ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যদি দেখে তার গরুর শিং ভেঙ্গে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার কাজে বিপর্যয় দেখা দিবে এবং তার অবস্থা কর্মচ্যুতির নিকটবর্তী হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, গরুর শিং –এর ব্যাখ্যা সাধারণত ব্যক্তির মান–ইযযত, ধন–সম্পদ ও যোগ্যতা–কর্মদক্ষতা দ্বারা করা হয়। স্বামী বর্তমান আছে এমন কোন নারী যদি গরুর পিঠে আরোহণ করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– স্বামী তার অধীন হবে এবং স্বামীর উপর তার প্রভাব কায়েম হবে। কিন্তু নারী যদি স্বামীবিহীন হয়, তাহলে উপস্থিত ক্ষেত্রে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে। কর্মক্ষম বা কর্মরত গরুর গোশত দেখতে পাওয়া তার সম্পদ আর গরুর চামড়া দর্শন করা তার ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্থবোধক।

কেউ স্বপ্ন দেখল, সে গরু যবাহ্ করেছে এবং গোশত ভাগ–বন্টন করে দিয়েছে। এর ব্যাখ্যা সে মৃত্যুবরণ করবে। যদি দেখে গরুটি কর্মক্ষম কিংবা

কর্মোপযোগী নয়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি সেখানেই মারা যাবে এবং তার মাল-সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে। কাজের বয়স হয়নি এমন গরু বা বাছুর যবাহ করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখার অর্থ কোন ব্যক্তিকে সে বশীভূত করবে এবং মৃত্যুর পূর্বেই তার মাল-সম্পদ হাতিয়ে নেবে। এ ব্যক্তি সে লোকের অনুরূপ হবে না, যে গরু যবাহ করেছে বটে; কিন্তু তার গোশত খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে।

একাধিক গরু দর্শন করা ঃ স্বপ্নে দেখা গরুগুলো যদি অপরিচিত, অজ্ঞাত হয়, এগুলোর তত্ত্বাবধানকারী কোন রাখাল বা পরিচালক বর্তমান না থাকে আর গরুগুলো কোন স্থানে বা ঘরে ঢুকে পড়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে অঞ্চলে রোগ-ব্যাধি ও মহামারী ছড়িয়ে পড়বে। বিশেষত বলদগুলোর রং যদি বিভিন্ন রকম হয়, কিংবা কাল বা হলুদ বর্ণ হয়, তাহলে মহামারীর প্রাদুর্ভাব সুনিশ্চিত।

গাভী ঃ ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে- স্বপ্নে গাভী দেখতে পাওয়া বছর কিংবা নারী অর্থবোধক। কাল বর্ণের গাভী দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা চলতি বছরটি শস্য-শ্যামল ও সবুজ ফসলে ভরপুর হওয়ার ইঙ্গিতবাহী। যদি দেখে কয়েকটি কাল গাভী একত্রিত হয়েছে, তাহলে সেগুলোর পরিপুষ্টি ও মোটা-তাজার পরিমাণ অনুপাতে একাধিক বছর অধিক ফলন ও প্রাচুর্যের অর্থ বহন করে।

পক্ষান্তরে গাভীগুলো ক্ষীণকায়া-দুর্বলদেহী লক্ষ্য করা অবস্থায় খরা, অজন্মা ও ফসলহানির অর্থ প্রকাশ করে থাকে। কেউ হৃষ্টপুষ্ট, মোটাতাজা গাভী দেখতে পেল। এখন সে যদি গাভীগুলোর মালিক হয়েছে মর্মে দেখতে পায় অথবা সেগুলো যেখানে অবস্থান করে, সে স্থানের মালিকের অধিকারভুক্ত হয়, তাহলে এর অর্থ চলতি সনের গতি ভাল, ফল-ফসলে প্রাচুর্য দেখা দিবে। গাভীর গোশত দেখার ব্যাখ্যা উক্ত সনের অর্থ-সম্পদ। একইভাবে গাভীর চামড়া, লেদা, চোনা দেখার অর্থ ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা- যা সে উপার্জন করবে। আর যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তুর গোবর সবই সম্পদের অর্থ বহন করে। তবে সে মালের বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম নিরূপণ করা হবে গোবরের গন্ধ অনুসারে। জন্তুর পেট থেকে নির্গত মল-মূত্র, আবর্জনার ব্যাখ্যাও একই ধরনের, তবে এর পরিমাণ ডুবে যাওয়ার মত অধিক হলে অবৈধ-অপবিত্র মালের অর্থবোধক। যার অন্তরালে কোন কল্যাণ নেই। কথাটা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। গাভীর ঘি, দুধ দেখতে পাওয়া ধন-সম্পদ, অধিক ফলন ও প্রাচুর্য অর্থবোধক তার জন্য, যে ব্যক্তি এর মালিক হবে এবং হাসিল করবে। কেউ যদি গাভীর দুধ দোহন করছে ও পান করছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে অভাবী গরীব হলে ধনী হবে, সম্পদশালী হলে ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, গোলাম

হলে আযাদ হবে, এমনকি আযাদকারিণী মনিবানকে সে বিয়ে করবে। স্বপ্নে যদি কেউ গাভিন গাভী দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- চলতি সন অতিক্রান্ত হবে অধিক ফলন, প্রাচুর্য ও নিশ্চিত কল্যাণের ভিতর দিয়ে।

ভেড়া ঃ ভেড়া দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বর্ণিত স্থূলকায় মোটাসোটা ব্যক্তি, যে হবে সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, শক্তিশালী, ধনবান, সম্ভ্রান্ত ও বীরত্বের অধিকারী। অতএব, কেউ ভেড়া লাভ করেছে, মালিক হয়েছে মর্মে যদি স্বপ্ন দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে মান-মর্যাদা ও সম্পদের অধিকারী হবে এবং স্থূলকায় শক্তিমানকে বশীভূত করে নিতে সক্ষম হবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে গোশত লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত এমনিতে ভেড়া যবাহ করেছে অথবা হত্যা করে ফেলেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- কোন মর্যাদাবান শক্তিশালী ব্যক্তির উপর সে প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং সফল হবে। আর যদি দেখে সে ভেড়ার চামড়া খসিয়ে নিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে পরাভূত লোকটির অর্থ-সম্পদ দখল করে নিবে এবং তারা পরস্পর একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর সে যদি ভেড়াটির (গোশতের) কিছু অংশ খেয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে আলোচ্য ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করবে। কেউ যদি দেখে সে ভেড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আছে এবং যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চালনা করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার দ্বারা সে কল্যাণ লাভ করবে।

পক্ষান্তরে কেউ নিজের পিঠে ভেড়া চড়িয়ে নিয়েছে মর্মে যদি দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে এক ব্যক্তির ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করছে। কিন্তু যদি দেখে ইচ্ছা করে সে তোলেনি; বরং ভেড়া নিজেই তার উপর সওয়ার হয়ে আছে। তাহলে ব্যাখ্যা হবে- ইতোপূর্বে বর্ণিত প্রতিপক্ষ লোকটি তার উপর সওয়ার হবে তথা প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং তাকে অক্ষম করে দিবে। আর যদি দেখে ভেড়াটিকে সে নীচে ফেলে দিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- স্বপ্নদ্রষ্টা প্রতিপক্ষের উপর জয়ী হবে এবং তার শক্তি-সামর্থ বিলীন হয়ে যাবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল, সে এক পাল ভেড়ার মালিক হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- শরীফ সম্ভ্রান্ত ও উচ্চতর লোকদের সে আপন প্রভাববলয়ের অধীন করে নিবে। অনুরূপ যদি দেখে মাঠে সে ভেড়া চরানোর কাজে লিপ্ত আছে, তাহলে এর ব্যাখ্যাও সে একই ধরনের হবে। কেউ যদি দেখে সে কোরবানীর উদ্দেশ্যে ভেড়া কিংবা অন্য কোন পশু যবাহ করছে, তাহলে গোলাম আযাদ করা, বন্দী মুক্ত করা, রোগমুক্তি লাভ করা, ঋণ শোধ করা অথবা অভাব-অনটনের পর সম্পদের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি অর্থে এর ব্যাখ্যা দেয়াটাই অধিক ফলপ্রসূ ও বাস্তবসম্মত।

বকরী ঃ এর ব্যাখ্যা শরীফ, সম্ভ্রান্ত, পূত–পবিত্র, উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী ও ভাগ্যবতী নারী। তাই কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে বকরী লাভ করেছে অথবা মালিক হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে আলোচ্য গুণসম্পন্না স্ত্রী লাভ করবে। যদি দেখে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বকরী যবাহ করেছে, তাহলে সে কল্যাণের অধিকারী হবে। যদি দেখে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বকরী যবাহ করেনি, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে কোন মহিলাকে বিয়ে করবে। কেউ যদি দেখে তার ঘর থেকে বকরী বের হয়ে গেছে, অথবা হারিয়ে গেছে কিংবা চুরি হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– স্ত্রী সম্পর্কে সে এমন পরিস্থিতির শিকার হবে, যা তার অপছন্দ ও মনোবেদনার কারণ হবে।

বকরীর চর্বি ঃ বকরীর গোশত, চামড়া, দুধ, পশম, চর্বি, বকরীর লেদা ইত্যাদির মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এর কোন একটি লাভ করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তার জন্য তা গনীমতের মালপ্রাপ্তির নিদর্শন।

বকরীর বাচ্চা ঃ কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তাকে বকরীর বাচ্চা দেয়া হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার সন্তান জন্ম হবে। কেউ যদি দেখে গোশত লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত বকরীর বাচ্চা যবাহ করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– তার সন্তান অথবা বংশের কেউ মারা যাবে। যদি বকরীর বাচ্চার গোশত আহার করছে মর্মে স্বপ্নে দেখতে পায়, তাহলে উক্ত বকরীর বাচ্চার কল্যাণে সে সম্পদ লাভ করবে। রান্না করা বকরীর গোশত আহার করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– দর্শনকারী সজীবতা, প্রাচুর্য ও উত্তম রিযিকপ্রাপ্ত হবে। যদি বকরীর কাঁচা গোশত ভক্ষণ করছে মর্মে স্বপ্ন দেখতে পায় অথবা উক্ত গোশত দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত করছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে এ উভয় অবস্থায় ব্যাখ্যা হবে– সে কোন লোকের নিন্দাচর্চায় লিপ্ত আছে এবং তার গোশত ভক্ষণ করছে অথবা কথার দ্বারা তার ক্ষতিসাধনে লিপ্ত আছে।

ভুনা করা গোশত আহার করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল, তাহলে সে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট–যাতনা জড়িত রিযিক লাভ করবে। এমনকি তার হতাশার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া বিচিত্র নয়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে তার ঘরে বা অবস্থানের জায়গায়, চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া হয়েছে এমন বকরী উপস্থিত হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সেখানে কোন লোক মারা যাবে। যদি দেখে বকরীর দেহের কিছু অংশের চামড়া ছাড়ানো হয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে অংগের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হবে। স্বপ্নে কেউ যদি বকরীর পা অথবা কোন অংগ খেয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে এটা তার বংশের কোন লোক মারা যাওয়ার অর্থ প্রকাশ করে। যদি বকরীর পাঁজর কিংবা পাশের অংশ খেয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ভক্ষিত গোশত তাজা

হওয়া শর্তে ব্যাখ্যা হবে- সেখানে কোন স্ত্রীলোক মারা যাবে। বকরী চরায় মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা জনগণের উপর তার কর্তৃত্ব কায়েম হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খাসি-পাঁঠা স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা সর্ববিষয়ে ভেড়া ও দুম্বার অনুরূপ, যা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, স্বপ্নে খাসি-পাঁঠা দেখতে পাওয়া অদৃষ্ট ও ইযযত-সম্মানের অর্থবোধক। আর মাদী দুম্বা ও বকরীর ব্যাখ্যা অভিন্ন প্রকারের। তবে মানের ক্ষেত্রে বকরীর সমপর্যায়ের নয়, তুলনামূলক নিম্ন শ্রেণীর। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, ভেড়ী প্রায় গাভীর সমপর্যায়ের। কিন্তু ফলন-উৎপাদন ও উপকারিতার ক্ষেত্রে গাভী অপেক্ষা নিম্নমানের ।

চুল ঃ ভেড়ার লোম মান বিবেচনায় পশমতুল্য। তার মল-মূত্র ও দুধ বকরীর ন্যায়। কিন্তু গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বকরী অপেক্ষা নিম্নমানের। বেশী হোক, কম হোক, বকরীর গোশত খেয়েছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে এটা আহারকারী অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ার পূর্বলক্ষণ।

কসাই ঃ স্বপ্নে দেখা কসাই যদি অজ্ঞাত-অপরিচিত হয়, তাহলে এটা 'মালাকুল মউত' তথা মৃত্যুর ফেরেশতা হওয়ার নিদর্শন। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে কসাইর নিকট থেকে কিছু গোশত খরিদ করেছে এবং তা নিজ বাড়ীতে পাঠিয়েও দিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- গোশতের সংশ্লিষ্ট অংগে সে ব্যথা-বেদনা অনুভব করবে। আর সে যদি এর মূল্য আদায় করে দিয়ে থাকে, তাহলে এ যাতনার বিনিময়ে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু মূল্য যদি আদায় না করে থাকে, তাহলে এ বিপদে তার কষ্ট হবে এবং এর বিনিময়ে সে কোন সওয়াবপ্রাপ্ত হবে না।

কেউ স্বপ্ন দেখল, সে বকরীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- সে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। বলা বাহুল্য, কলিজা, চর্বি, প্লীহা, দিল, গুর্দা ইত্যাদি বকরীর সমুদয় অঙ্গের ব্যাখ্যা স্থানান্তরযোগ্য মালামাল দ্বারা করা বিধেয়, যেগুলোকে সে (আপন অধিকার থেকে) ছিন্ন করে দিবে। কেউ যদি দেখে আলোচ্য অঙ্গসমূহ সে ভক্ষণ করছে অথবা আহার তো করেনি; কিন্তু তার দখলভুক্ত হয়ে আছে, তাহলে এর ব্যাখ্যাও মালামাল অর্থে করা হয়। এক্ষেত্রে এগুলো ভুনা করা হোক বা রান্না করা, কিংবা ভাজা করা হোক, এতে ব্যাখ্যা অভিন্ন ধরনের হবে, কোন তারতম্য ঘটবে না। বকরী ব্যতীত অন্যান্য পশু অঙ্গের ব্যাখ্যাও একই ধরনের হবে। এ পর্যায়ে মানব অঙ্গ দেখতে পাওয়া ফলাফলের দিক দিয়ে সর্বোত্তম। বকরী কিংবা অন্য কোন প্রাণীর মাথা ভক্ষণ করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখা দীর্ঘ জীবন লাভের আলামত। এর অপর ব্যাখ্যা ধন-সম্পদ ও কল্যাণ-প্রাচুর্য দ্বারা করা হয়। কিন্তু এ পর্যায়ে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসূ জিনিস হল মানুষের মাথা।

■

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জংলী গাধা, বন্য গরু, বন্য ছাগল, হরিণ ইত্যাদি হালাল পশু ও এসবের দুধ-গোশত স্বপ্নে দেখা

যাবতীয় বন্য পশু ঃ আলোচ্য বন্য পশুগুলো কেউ স্বপ্নে দেখল, কিন্তু শিকার করা তার উদ্দেশ্য ছিল না এবং এর জন্য সে প্রচেষ্টাও চালায়নি, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে- এমন সব লোক, যাদের দ্বীন-ঈমান বলতে কিছুই নেই, মুসলমানদের বৃহত্তর জামাত পরিত্যাগ করে প্রবৃত্তির আনুগত্যে যারা এগিয়ে চলে। কেউ যদি দেখতে পায় সে বন্য গাধা, বন্য গরু, বন্য উট ইত্যাদির উপর আরোহণ করেছে অথবা কব্জা করেছে, অধিকারে এনেছে, এগুলোকে নিজের ঘরে ঢুকিয়েছে কিংবা এগুলোর সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা করেছে, অথচ শিকার করা তার উদ্দেশ্য ছিল না, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- এমন ব্যক্তিকে সে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করার এবং দখল কায়েম করার সুযোগ দানে আগ্রহী, যার কোন দ্বীন নেই এবং সে ইসলামের অনুসারীও নয়। যদি দেখে উল্লিখিত প্রাণীর সাথে সে কলহে লিপ্ত রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- বাস্তবে এ জাতীয় লোকের সাথে সে ঝগড়া বাধানোর ভূমিকায় তৎপর রয়েছে। উভয়ের প্রকার-প্রকৃতি, গুণ-বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম-ধরনে যেহেতু বিভিন্নতা বিদ্যমান, কাজেই স্বপ্নে যে বিজয়ী হবে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তাকেই জয়ী রূপে গণ্য করতে হবে। কিন্তু স্বপ্নের বিবাদ যদি একই ধরনের, অভিন্ন প্রকৃতির দুই ব্যক্তির মধ্যে সংঘটিত হয়, তাহলে স্বপ্নের জয়ী লোকটি বাস্তব ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে পরাজিত বলে ধরে নিতে হবে। যেরূপ ইতোপূর্বে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের ও আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচ্য পশুগুলোর মধ্য থেকে স্বপ্নে কোন একটিকে শিকার করার যদি ইচ্ছা করে থাকে, তাহলে ধন-সম্পদ ও গনীমতের মালপ্রাপ্তির ব্যাখ্যা দেয়া বাঞ্ছনীয়। শিকার করার ইচ্ছা থাকাবস্থায় নর-মাদীর মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না, উভয় লিঙ্গ -এর ব্যাখ্যা একই ধরনের হবে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবধান এই হতে পারে যে, স্ত্রী জাতীয় বন্য পশু শিকারের উদ্দেশ্য হলে নারী, পুরুষ ও বাঁদী-দাসী অর্থে ব্যাখ্যা করা হয়। অর্থাৎ, কেউ যদি হরিণী শিকার করেছে স্বপ্নে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে সুন্দরী বাঁদী অথবা সুন্দরী স্ত্রী লাভ করবে। হরিণী যবাহ

করছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি কুমারী বাঁদীর সাথে সঙ্গম করবে। তার এ যবাহ্ যদি ঘাড় থেকে সম্পন্ন হয় অথবা দেহের অন্য কোন জায়গা দিয়ে সমাধা করে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- এই লোক পুরুষদের সাথে সমকাম জাতীয় বিকৃত যৌনতায় লিপ্ত হবে।

বন্য গাভী ঃ বন্য গাভীর ব্যাখ্যা সুন্দরী নারী দ্বারা করা হয়। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে হরিণী অথবা গাভী হত্যা করেছে , কিন্তু তার শিকার করার ইচ্ছা ছিল না, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে ব্যক্তি এক নারী থেকে অনেক সম্পদ পাবে।

খরগোশ ঃ স্বপ্নে খরগোশ দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা এমন নারী দ্বারা করা হয়, যার মাধ্যমে লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকার কোনটাই সাধিত হয় না।

হালাল বন্য প্রাণীর বাচ্চা ঃ স্বপ্নে বন্য প্রাণীর বাচ্চা দর্শনের ব্যাখ্যা- যে ব্যক্তি এর মধ্য থেকে কোন একটি লাভ করল, তার জন্য কখনো মানব শিশু, কখনো বালক অর্থে করা হয়। কোন ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল বন্য পশু তার হস্তগত হয়েছে, অথবা এদের মধ্য থেকে কোন একটি সে লাভ করেছে এবং সেটি তার এরূপ অনুগত যে, যখন যেদিকে ইচ্ছা চালাতে পারে। তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে কোন জনগোষ্ঠীর শাসক পদে অধিষ্ঠিত হবে।

বন্য প্রাণীর চামড়া ঃ বন্য পশুর চামড়া, চর্বি, দুধ এবং যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পাওয়া দর্শনকারীর অর্থ-সম্পদ লাভের প্রতি ইঙ্গিতবাহী। আর স্বপ্নে এর থেকে যে ব্যক্তি কিছু লাভ করেছে মর্মে দেখতে পেল, তার জন্য গনীমতের মাল প্রাপ্তির আলামত। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

■

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হাতি, হিংস্র পশু এবং এ জাতীয় প্রাণী দেখা

হাতি ঃ হাতির ব্যাখ্যা সাধারণত প্রতাপশালী, বিজয়ী ও অনারব ব্যক্তি দ্বারা করা হয়। কেউ যদি দেখতে পায় সে হাতির পিঠে আরোহণ করেছে, হাতির মালিক হয়েছে, তাকে ঘেরাও করে রেখেছে অথবা ক্ষেত-খামার ব্যতীত অন্য কাজে হস্তী চালনা-পরিচালনা করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শান-শওকতের অধিকারী হবে কিংবা অনারব রাজা-বাদশাহ্‌র দরবারে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। হাতির গোশ্‌ত ভক্ষণ করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে ব্যাখ্যা হবে- আহারকৃত গোশ্‌তের পরিমাণ অনুপাতে বাদশাহ্‌র দরবার থেকে সে ধন-সম্পদ লাভ করবে। আর হাতির লোম, চামড়া, হাড় অথবা হস্তী-দেহের কোন অংশ গ্রহণ করেছে মর্মে দেখতে পেলেও অনুরূপ অর্থ হবে। অর্থাৎ, শাহী দরবার থেকে সে অর্থ-সম্পদ লাভ করবে। আর যুদ্ধের ময়দানে হাতির পিঠে সওয়ার হয়েছে মর্মে দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা হবে হাতিওয়ালা প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভ করবে।

ঘটনা ঃ বর্ণিত আছে- ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত 'সিসিলী' দ্বীপে একদল লোক বাস করত। একবার সেখানকার খৃস্টান রাজা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হয় এবং এর জন্য বিরাট নৌবহর তৈরী করে। ঘটনাক্রমে এরই মধ্যে বাদশাহ্‌ স্বপ্নযোগে দেখতে পায় যে, সে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে আছে এবং তার সামনে ঢোল-নাকারা বাজানো হচ্ছে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে রাজকীয় পাদ্রীদের ডেকে বাদশাহ্‌ স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনিয়ে তাদের কাছে এর ব্যাখ্যা জানতে চায়। তারা তার উদ্দেশ্য সফল হওয়ার এবং বিজয়ের সুসংবাদবাহী ব্যাখ্যা শুনায়। তিনি তাদের নিকট এর প্রমাণ তলব করেন। বিশ্লেষণ দিয়ে তারা বলে, বন্য প্রাণীর মধ্যে হাতি বৃহত্তর এবং শক্তিতে প্রচণ্ড ও সর্বসেরা। কাজেই এর উপর সওয়ার হওয়া অপ্রতিরোধ্য প্রভুত্ব ও বিজয়ের লক্ষণ। সে সুবাদে স্বপ্নে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহী ব্যক্তির বিজয় ও প্রভুত্ব কায়েম না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, আনন্দ-উৎসবে রাজা-বাদশাহ্‌দের সদনে ঢোল-নাকারা, বাদ্য-বাজনার অনুশীলন চিরাচরিত নিয়ম। কাজেই হুযূরের ঢোল-বাদ্য দর্শন

বিজয়ের সুসংবাদ এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের ইঙ্গিতবাহী। তাদের হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা শুনে রাজা মনে মনে পুলকিত হন। ব্যাখ্যা তার বড়ই পছন্দ হয়। কারণ, আপন চিন্তা-ভাবনা ও আকাংখার সাথে এটি মিলে যায় কি না ! সংসম্মানে তাদের বিদায় দিয়ে তিনি ইহুদী তাত্বিকদের ডেকে পাঠান। তারাও একই ব্যাখ্যা দিয়ে বিজয়-সাফল্যের সুসংবাদে রাজাকে আনন্দ দিতে কম যায়নি। এদেরকেও বিদায় করা হল।

অতঃপর তিনি মুসলমান আলেমদের ডেকে তাদের নিকটও একই বৃত্তান্ত তুলে ধরেন। উপস্থিত আলেমগণ তাদের মধ্যকার জ্ঞান-বিদগ্ধ জনৈক শায়খের প্রতি ইঙ্গিত দেন যে, এর যথাযথ ব্যাখ্যা কেবল এঁর পক্ষেই সম্ভব।

শায়খ বললেন ঃ যদি রাজার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়, তাহলে ব্যাখ্যা দিতে আপত্তি নেই। রীতি অনুযায়ী কসম খেয়ে রাজা নিরাপত্তা দিলেন। এবার নিশ্চিন্ত মনে শায়খ বললেন ঃ

মহারাজ! আপনার এ অভিযানে আমি কল্যাণের লক্ষণ দেখি না। কাজেই আমি মনে করি সেনাদল না পাঠানোই উত্তম। যেহেতু এদের নিরাপদে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। শোচনীয় পরাজয়ের ছোবলে পর্যুদস্ত হওয়াই এদের পরিণাম। তাছাড়া, আপনি একথাও ভাববেন না যে, আমি মুসলমান বলেই এহেন বিরূপ মন্তব্যের মাধ্যমে আপনার মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি করতে চাইছি।

রাজা বললেন ঃ এ কথার সপক্ষে আপনার দলীল কি ?

শায়খ ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কোরআন থেকে আমি আমার দলীল পেশ করতে চাই।

রাজা ঃ সেটা কি রকম ?

শায়খ ঃ পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ

(অর্থাৎ, আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন। সূরা ফীল ঃ আয়াত ১) সম্পূর্ণ সূরাটি তিনি পাঠ করে শুনান।

রাজা বললেন ঃ উত্তম, এটা তো হল হাতি সম্পর্কে আপনার প্রমাণ। ঢোল-নাকারা সম্পর্কে আপনার দলীল কি ?

শায়খ ঃ এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ ٥ فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ٥ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ٥

(অর্থাৎ, যে দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন হবে বড় কঠিন দিন, কাফেরদের জন্য এটা মোটেও সহজ হবে না। সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ আয়াত ৮–১০) একথা শুনে রাজা মনে মনে ভীত ও আতংকিত হয়ে পড়েন। এর কোন প্রতিউত্তর বা খণ্ডন না করে শুধু এতটুকু বললেন ঃ

শায়খ! আপনি মুসলমান না হলে আপনার ব্যাখ্যা সত্য সঠিক মেনে নিতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপনার স্বজাতির (অর্থাৎ মুসলমান) বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ করাটা মনে হয় আপনার পছন্দসই নয়; তাই আপনার এ জাতীয় ব্যাখ্যা একটি কৌশল বলেও ধরে নেয়া যায়।

শায়খ বললেন ঃ বেশ কথা। মহারাজ! সত্য–মিথ্যা অচিরেই প্রকাশ পাবে।

অতঃপর শায়খ আপন সাথীদেরসহ রাজ–দরবার ত্যাগ করেন। এদিকে শায়খের কথায় রাজা চিন্তিত হয়ে পড়েন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে তার ইচ্ছা তুলনামূলক দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ সংবাদ খৃষ্টান সেনাপতি, পাদ্রী ও আলেমদের নিকট পৌছার পর রাজ–দরবারে উপস্থিত হয়ে তারা আরয করল ঃ

মহারাজ! আপনার রাজত্ব স্থায়ী হোক, সাফল্য ও বিজয় আপনার চরণতলে লুটিয়ে পড়ুক। আমাদের প্রতিপক্ষ ও বৈরী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির কথা বিশ্বাস করতেই আপনি আগ্রহী মনে হয়। অথচ আমাদের সম্পর্কে তার মনোভাব শত্রুতাপূর্ণ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি এটা সে চায় না। মহারাজের অনুমতি হলে বর্শার আঘাতে তাকে আমরা টুকরো টুকরো করে ফেলি। রাজা তাদের নিষেধ করলেন এবং অনুমতি দানে বিরত রইলেন।

অতঃপর রাজার পাশে দাঁড়িয়ে মুসলিম বিরোধী অভিযানে তারা শক্তি–সাহস ও উৎসাহ যোগাতে থাকে। রাজা অগত্যা তাদের সুরে সুর মিলিয়ে অভিযান প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন। আপন পুত্রকে সর্বাধিনায়ক পদে নিয়োগ দিয়ে তার নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ দিলেন। স্বর্ণ খচিত যুদ্ধ জাহাজের এক বিশাল নৌবহর নিয়ে রাজপুত্র সাগরের বুক চিড়ে এগিয়ে চলেছে।

মনে তার শত আশা, মুসলিম দেশ পদানত করে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসবে, দেশময় কত নাম, কত যশ তার ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ভাগ্যের লিখন এড়িয়ে যাবে সাধ্য কার ? অবাঞ্ছিত এসংবাদ পেয়ে মুসলিম জাতি ঘুমিয়ে থাকতে পারে না; তাই তারাও প্রস্তুত। কায়রাওয়ানের মুসলিম বাহিনী সাগর পাড়ি দিয়ে এপারে উপকূলে উঠে আসে এবং খৃষ্টান বাহিনীর সাথে প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে। তিন দিনব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ শেষে খৃষ্টীয় বাহিনী সমূলে বিনাশ হয়ে যায়। এমনকি একজন সৈন্যও

প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারেনি। গোটা নৌবহর, সামরিক সরঞ্জাম, রসদপত্র ও যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানদের দখলে এসে যায়। এ দুঃসংবাদে রাজার মর্মপীড়া ও মানসিক অবস্থা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর তিনি দরবারে উপস্থিতির অনুরোধসহ ব্যাখ্যাদানকারী শায়খের নিকট দূত পাঠান। ক্ষমা প্রার্থনা করে শায়খের নিকট অনুনয়ের সুরে আরয করেন ঃ হুযূর ভুল করেছি, ক্ষমা চাই। পরে রাজা গোপনে শায়খের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মূল্যবান রাজকীয় উপহার দিয়ে শায়খের নেক দো'আ লাভের চেষ্টা করেন। পরিশেষে রাতদিন তাঁর কাছে অবস্থান করে তাঁকে কোরআন পড়াবার জন্য রাজা শায়খকে অনুরোধ করেন। সমগ্র সিসিলীতে এসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। কিরমানী বলেছেন ঃ হাতির পিঠে সওয়ার হয়েছে মর্মে কেউ যদি দিনের বেলা স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার জীবনে তালাকের মাধ্যমে স্ত্রী বিচ্ছেদ ঘটবে।

সিংহ ঃ সিংহ অজেয় শক্তিশালী দুশমন অর্থবোধক। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সিংহের সাথে সে লড়াই করছে এবং সংঘর্ষ বাধিয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে কোন অজেয় শত্রুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত রয়েছে। যদি দেখে সে সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে আছে এবং তাকে যেদিকে ইচ্ছা চালনা করছে, এর ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি সীমাহীন প্রভুত্বের মালিক হবে। এমনকি অজেয় শত্রুকে পর্যন্ত বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করবে। কেউ দেখল, সিংহের সামনা-সামনি হয়েছে বটে, কিন্তু তার সাথে সংঘর্ষ কিংবা অন্য কোন ধরনের আচরণ করা থেকে বিরত আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- বাদশাহ কিংবা অন্য কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বারা সে ভীত-বিচলিত হবে। কিন্তু এতে তার কোন ক্ষতি হবে না।

কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তার বাড়িতে সিংহ ঢুকেছে, তার সাথে আনাগোনা, আসা- যাওয়া করছে অথবা সিংহ তার সাথে উঠাবসা করছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে সেই ব্যক্তি, যার বৈশিষ্ট্য এইমাত্র আলোচিত হল। সিংহের গোশত আহার করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে ব্যাখ্যা হবে- বাদশাহ্ অথবা কোন প্রভাবশালী লোকের পক্ষ থেকে সম্পদ লাভ করবে। এ একই ব্যাখ্যা হবে সিংহের কোন অংগ থেকে কিছু অংশ ভক্ষণ করছে মর্মে যদি দেখতে পায়। সিংহের চামড়া দেখতে পাওয়া কোন অভিজাত লোকের ত্যাজ্য সম্পত্তি অর্থবোধক। তাই সিংহের চামড়া লাভ করেছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে কোন বিত্তবান ধনী লোকের ত্যাজ্য সম্পত্তির মালিক হবে।

সিংহী ঃ সর্বক্ষেত্রে এর ব্যাখ্যাও সিংহেরই অনুরূপ। কেউ যদি দেখে সে ব্যক্তি সিংহীর মাথার গোশত কিংবা সম্পূর্ণ মাথা ভক্ষণ করছে, সিংহীর মালিক হয়েছে

অথবা নিজের কাছে সিংহীকে স্থান দিয়েছে, তাহলে এটা বিশাল সাম্রাজ্য লাভের পূর্ব লক্ষণ। স্বপ্নে কেউ সিংহীর দুধ পান করার ব্যাখ্যা–সে ব্যক্তি রিযিক ও কল্যাণের অধিকারী এবং শত্রুর উপর বিজয়ী হবে।

বাঘ ঃ শক্তিমান, প্রভাবশালী ও ঘোর শত্রু দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়। যার শত্রুতা মারাত্মক ও চরম পর্যায়ের। তাই কেউ যদি স্বপ্নে দেখে বাঘের সাথে সে লড়াইরত আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– আলোচ্য ধরনের লোকের সাথে সে ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে। বাঘের পিঠে আরোহণ করে আছে মর্মে কেউ দেখতে পেলে ব্যাখ্যা হবে– দর্শনকারী মান–মর্যাদা, ইযযত–সম্মান ও বুযুর্গী লাভে ধন্য হবে এবং শক্তিমান পরম শত্রুর উপর জয়লাভ করবে। স্বপ্নে কেউ যদি বাঘিনীর দুধ পান করেছে অথবা দুধ তার অধিকারে এসেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে সে দুঃখ–যাতনা ও কঠিন বিপদের শিকার হবে। বাঘের গোশত, চামড়া, তার সকল অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দেখতে পাওয়া শত্রুর হাত থেকে ছিনিয়ে আনা সম্পদের অর্থ প্রকাশ করে।

ওয়াবর ঃ স্বপ্নে ওয়াবর (ফেউ জাতীয় প্রাণী বিশেষ) দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা বাঘের ন্যায় একই ধরনের, যা এইমাত্র বর্ণিত হল।

চিতাবাঘ ঃ লোকের মর্যাদা বুঝে না, সম্মান দিতে জানে না, এহেন মূর্খ দুশমন দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়। কোন সময় এর ব্যাখ্যা চোর দ্বারাও করা হয়। আর চিতাবাঘের ব্যাখ্যা সাধারণত হিংস্র প্রাণীর ন্যায়। তবে স্বপ্নে চিতাবাঘের দুধ পানকারী ব্যক্তি অতিশীঘ্র কোন মঙ্গল বা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।

গোরখোদ ঃ কুৎসিত ও মন্দ নারী দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়। স্বপ্নে এ প্রাণী দেখতে পেলে উপরে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ এর ব্যাখ্যা মনে করতে হবে। কিন্তু এর দুধ পান করেছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– নিজের স্ত্রী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। স্বপ্নে গোরখোদ দেখতে পাওয়া লাঞ্ছিত অভিশপ্ত দুশমন অর্থবোধক।

নেকড়ে বাঘ ঃ এর ব্যাখ্যা যালিম, অত্যাচারী, দুশমন, মিথ্যাচারী, ধোকাবাজ ও সাহসী চোর অর্থে করা হয়। আবার কখনো ঝগড়াটে দুশমন অর্থেও এর ব্যাখ্যা করা হয়, দর্শনকারী যার সাথে কলহে লিপ্ত আছে। এর তফসিলী ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ। কিন্তু বাঘিনীর দুধ পান করেছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে ব্যাখ্যা হবে– অচিরেই সে কল্যাণের অধিকারী হবে। অভাব–অনটনের শিকার হলে আল্লাহ্ তাকে প্রাচুর্যের মুখ দেখাবেন আর গরীব হয়ে থাকলে বিত্তবানে রূপান্তরিত হবে।

বিড়াল ঃ এর ব্যাখ্যা চোর-ডাকাত অর্থে করা হয়ে থাকে। কেউ যদি দেখতে পায় তার নিজের ঘরে অথবা পরের ঘরে বিড়াল ঢুকেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সেখানে চোর ঢুকবে। যদি দেখে বিড়াল কোন জিনিস নিয়ে উধাও হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে চোর সেখান থেকে কোন জিনিস চুরি করে নিয়ে যাবে। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে বিড়াল মেরেছে অথবা যবাহ করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, সে ব্যক্তি শত্রুর উপর জয়লাভ করবে। কেউ যদি দেখে বিড়াল তার সাথে যুদ্ধে রত আছে এর অর্থ অতিশীঘ্র সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়বে। যদি দেখে যুদ্ধে বিড়ালকে সে পরাজিত করেছে, তাহলে এটা শীঘ্রই তার রোগমুক্তির আলামত। আর যদি দেখে বিড়াল তাকে কামড়ে দিয়েছে, তাহলে এটা তার রোগ দীর্ঘ দিন স্থায়ী হওয়ার নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেছেন- এ রোগে সে পূর্ণ এক বছর ব্যাপী আক্রান্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। বলা বাহুল্য, গৃহপালিত বিড়াল অপেক্ষা বন বিড়াল বেশী ক্ষতিকর, অধিক মারাত্মক।

বেজী ঃ স্বপ্নে বেজী দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা বিড়ালের অনুরূপ বটে, তবে বেজীর প্রভাব বিড়ালের চেয়ে দুর্বল।

বাঁদর ঃ স্বপ্নে বাঁদর দেখতে পেলে পরাজিত শত্রু অর্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়। কেননা, নিজেদের গুনাহ্ পরিণামে আল্লাহ্র নেআমতরাজি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা বাঁদরের নামের সাথে যুক্ত।

এর ব্যাখ্যা সাধারণত হিংস্র প্রাণীর অনুরূপ-যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

শূকর ঃ স্বপ্নে শূকর দেখতে পাওয়া এমন প্রভাবশালী ব্যক্তি অর্থবোধক, যার দ্বীন-ধর্ম, আচার-আচরণে নোংরামির আবর্জনা বিদ্যমান এবং মন-মানসিকতায় ভীষণ কলুষতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। স্বপ্নে কেউ যদি শূকরের গোশত, রক্ত, পশম ইত্যাদির কোন অংশ লাভ করেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে হারাম অর্থ-সম্পদ প্রাপ্তি দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়। ইতোপূর্বে কথাটা আলোচিত হয়েছে। তবে স্বপ্নে কেউ যদি শূকরের দুধ পান করেছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, তার ধন-সম্পদ, বিবেক-বিবেচনায় পাপাচারের বীজ উপ্ত রয়েছে।

কুকুর ঃ এর ব্যাখ্যা দুশমন অর্থে করা হয়। কিন্তু তার শত্রুতা কঠোর কট্টর পর্যায়ে গড়াবে না, বরং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে- এমনকি এক পর্যায়ে সে অন্তরঙ্গ সুহৃদে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু তার বন্ধুত্ব হবে নীচজাতপ্রসূত এবং সৌজন্য-শালীনতার ছোঁয়াশূন্য। কেউ যদি দেখে কুকুর তার দিকে ফিরে ঘেউ ঘেউ করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- নিম্ন শ্রেণীর শালীনতা বঞ্চিত কোন লোকের মুখে সে কটু বাক্য শুনতে পাবে। যার ফলে তার অন্তর ব্যথিত হবে। যদি দেখে কুকুরটি

তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত রয়েছে অথবা তাকে কামড় দিতে উদ্যত, তাহলে অর্থ হবে কটু বচন তো শুনবেই- সে অতিরিক্ত আরো খারাপ কথা ও আচরণ শুনবে বা লাভ করবে। যদি কেউ দেখতে পায় কুকুর তাকে কামড় দিয়েছে কিংবা তার কাপড় ছিড়ে ফেলেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে লোকটি তার মান-ইযযতে আঘাত দিবে। আর কাপড় যে পরিমাণ ছিঁড়েছে মর্মে দেখতে পায়, সে অনুপাতে মন্দ আচরণ তার থেকে সে প্রাপ্ত হবে। কেউ যদি কুকুরের গোশত খেয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- শত্রুর উপর সে বিজয়ী হবে এবং প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। একই ভাবে দুশমন থেকে সে সম্পদও লাভ করবে।

কেউ স্বপ্ন দেখল, সে কুকুর বেঁধে রেখেছে অথবা এর সাহায্যে কোন কিছুর উপর সে জয়ী হয়ে আছে। কুকুরের এহেন অবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- এটা তার শত্রু নয়; বরং এদ্বারা এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য- যার মাধ্যমে সে বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য লাভ করবে।

কুকুরীর দুধ ঃ স্বপ্নে এক ব্যক্তি কুকুরীর দুধ পান করেছে। এর ব্যাখ্যা চরম ভীতি, যা দর্শনকারীর মন আচ্ছন্ন করে রাখবে। শিকারী দাঁত বিশিষ্ট যে কোন হিংস্র প্রাণী স্বপ্নে দেখতে পাওয়া নিজের শক্তির পরিমাণ দুশমন অর্থবোধক। (অর্থাৎ, দর্শনকারী যে পর্যায়ের শক্তি-সামর্থে বলীয়ান হবে দুশমনও সে একই শ্রেণীভুক্ত হওয়ার নিদর্শন।) আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী।

■

বিংশ পরিচ্ছেদ

সাপ, বিচ্ছু, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

সাপ ঃ স্বপ্নে এক ব্যক্তি সাপ দেখল। এমতাবস্থায় তার আকৃতি যত বড় ও ভয়ংকর হবে, দর্শনকারীর দুশমনও সে পরিমাণে কট্টর ও পাকা হবে। সাপের সাথে লড়াই করছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে ব্যাখ্যা হবে– সে কোন শত্রুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত রয়েছে। যদি দেখে যুদ্ধে সাপের উপর সে জয়ী হয়েছে, এর অর্থ বাস্তবে শত্রুর উপর সে জয়ী হবে। পক্ষান্তরে যদি দেখে সাপ তাকে পরাভূত করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে শত্রু তার উপর জয়ী হবে। কেউ যদি দেখে সাপ তাকে দংশন করেছে, তাহলে দংশনের তীব্রতা অনুপাতে শত্রুর পক্ষ থেকে সে আঘাত ও যাতনাপ্রাপ্ত হবে। কেউ যদি দেখে সাপ হত্যা করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে শত্রুর উপর সে বিজয়ী হবে। সাপটিকে দুই টুকরা করে ফেলেছে মর্মে দেখতে পাওয়ার অর্থ একইভাবে আপন শত্রুকে সে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। স্বপ্নে কেউ সাপের ভয়ে ভীত-বিহ্বল, অথচ সাপটি সে চোখে দেখছে না। এর ব্যাখ্যা হবে– শত্রুর অনিষ্ট থেকে সে নিরাপদে থাকবে। আর এমতাবস্থায় সাপটিকে সে যদি দেখতে পায়, তাহলে দুশমনের ভয়ে সে ভীত হবে বটে, কিন্তু এর দ্বারা তার কোন অনিষ্ট হবে না।

স্বপ্নে কেউ যদি অদৃশ্য জিনিসের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে সে ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু সেটি যদি নযরে ও দৃষ্টিপথে এসে যায়, তাহলে বাস্তবে তারই প্রতিফলন ঘটবে। কেউ যদি দেখে সাপ তার ঘরে ঢুকেছে এবং এ দৃশ্য ঘরের মধ্যে সে দেখতেও পেয়েছে, তাহলে এটা কোন নারী বা কোন আত্মীয় তার শত্রু হওয়ার নিদর্শন। যদি দেখে নিজের ঘর থেকে সাপ বের হয়ে গেছে, তাহলে এটা কোন দূরবর্তী আত্মীয় তার শত্রু হওয়ার অর্থবোধক। কেউ যদি দেখতে পায় তার মলদ্বার, কান অথবা পেট থেকে সাপ নির্গত হয়েছে, তাহলে অর্থ হবে আপন সন্তানদের মধ্য থেকে কেউ তার শত্রু হবে অথবা বর্তমানে আছে। কেউ যদি দেখে সে সর্পের মালিক হয়েছে এবং এর থেকে সে নির্ভয়, তাহলে এটা তার শত্রু নয়; বরং রাজত্ব ও নেআমতপ্রাপ্তির আলামত। সাপের অবয়ব-আকৃতি যত বড় হবে, সে অনুপাতে তার প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তৃত হবে ও নেআমত বৃদ্ধি

পাবে। স্বপ্ন দেখা সাপটি যদি কালবর্ণের হয়, তাহলে এটা সেনাপতি হিসাবে তার সৈন্য পরিচালনার নিদর্শন। আর শ্বেত-শুভ্র হলে তার অদৃষ্ট ও সৌভাগ্যের নিদর্শন। যদি দেখে মসৃণ-তৈলাক্ত ও নরম তুলতুলে একটি সাপের সে মালিক হয়েছে এবং তাতে মন্দের কোন আশংকা নেই, তাহলে এটা তার শাহী ধন-ভান্ডারের মধ্য হতে কোন ধন-ভাণ্ডার লাভ করার পূর্ব-লক্ষণ।

বিচ্ছু ঃ স্বপ্নযোগে বিচ্ছু দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা সাধারণত মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ, যার কথায় আস্থা রাখা যায় না, আপন-পর, দোস্ত-দুশমন সকলের অনিষ্ট সাধনে তৎপর, তদুপরি যার কথাবার্তা, আচার-আচরণে সত্যের পরশ থাকে না, এমনকি যার আকীদা-বিশ্বাসে দ্বীন-ঈমান বলতে কিছুই পাওয়া যায় না এজাতীয় বর্ণচোরা স্বভাবের দুশমন অর্থে করা হয়। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে বিচ্ছু তাকে দংশন করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- শত্রু তার নিন্দা চর্চায় লিপ্ত আছে এবং তার সম্পর্কে অপ্রিয় বাক্য প্রচারে তৎপর রয়েছে। স্বপ্নে বিচ্ছুটিকে মেরে ফেলেছে মর্মে যদি দেখতে পায়, তাহলে এটা শত্রুর উপর জয়লাভের ইঙ্গিতবাহী। কেউ যদি দেখে বিচ্ছু হাতে নিয়ে তার দ্বারা মানুষকে দংশন করানোর কাজে রত আছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারী পরনিন্দায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে। কেউ যদি দেখে সে বিচ্ছুর গোশ্‌ত খেয়েছে, তাহলে এটা তার শত্রু-সম্পত্তি লাভ করার অর্থবোধক। যদি কেউ স্বপ্ন দেখে তার পেটে, ঘরে, বিছানা-পত্রে, লেপ-তোশকে অথবা জামা-কাপড়ে বিচ্ছু প্রবেশ করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার সাথে গোপন শত্রু লেগে আছে। তার কথাবার্তা শুনে যে লোক সমাজে প্রচার করে বেড়ায়। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে বিচ্ছু দেখার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে বর্ণিত সাপের অনুরূপ হবে।

ভীমরুল ঃ এর ব্যাখ্যা মাছি অপেক্ষা শক্তিশালী অর্থে করা হয়। কেউ যদি দেখে মাছি অথবা ভীমরুল তার উপর ভীড় করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে নিজের ব্যাপারে সে ব্যক্তি অধম ও নিকৃষ্ট লোকের অপ্রিয় কথা এবং সাধারণ লোকের হৈচৈ, শোর-হাঙ্গামা ও কোলাহল শুনতে পাবে।

পিপীলিকা ঃ স্বপ্নে পিঁপড়া দেখতে পাওয়ার অর্থ- এমন লোকের দর্শন লাভ করা, যে প্রচুর উপার্জন করে, অধিকতর বরকতময় এবং বন্ধুবর্গের উপকার সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এর সার্বিক ব্যাখ্যা উপরোল্লিখিত বর্ণনার অনুরূপ, যা ভীমরুল পর্বে আলোচিত হয়েছে।

মশা অথবা ছারপোকা ঃ স্বপ্নে ছারপোকা, মশা ইত্যাদি দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা দুর্বল মানুষ দ্বারা করা হয়। কীট-পতঙ্গের ব্যাখ্যাও একই ধরনের। কেউ যদি তার ঘরে, জমিতে অথবা অবস্থানস্থলে মশা কিংবা ছারপোকা দেখতে পায়,

তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে স্থানের অধিবাসীদের বংশ পরম্পরা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। আর উল্লিখিত স্থান থেকে মশা কিংবা ছারপোকা বের হয়ে গেছে মর্মে যদি দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– মৃত্যুভয় কিংবা অন্য কোন কারণে বসতি ত্যাগ করে স্থানীয় লোকেরা অন্য কোথাও চলে যাবে। মাছির ব্যাখ্যাও একই ধরনের। তবে এ দ্বারা দুর্বল মানুষ বুঝানো হবে।

মাছি ও পঙ্গপাল ঃ এর অর্থ অভিযানে আগত সৈন্যদল। যারা উক্ত এলাকায় আগমন করবে। এদের অনিষ্ট পঙ্গপালের সংখ্যা ও ক্ষতির হার অনুপাতে নির্ণীত হবে। আগত সৈন্যদল নির্দিষ্ট গ্রামে কিংবা পরিচিত জনপদে টহল দানে রত আছে মর্মে যদি দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– উক্ত এলাকায় পঙ্গপালের আগমন ঘটবে।

গোবরী পোকা, গো–ভাগাড়প্রসূত কীট, মাকড়সা ও যাবতীয় মাছি ঃ

এসবের ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা করা হয়। কিন্তু মাকড়সার অর্থ ইবাদতকারী, মুসল্লী–মুত্তাকী–পরহেযগার, বিশুদ্ধ অন্তর বিশিষ্ট, নিজের ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টিদানকারী এবং তওবা করে এইমাত্র ইবাদতে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তি বুঝানো হয়।

পদাংক অনুসরণকারী ঃ এর ব্যাখ্যা মাকড়সার বিপরীত অর্থবোধক। অর্থাৎ, পদাংক অনুসরণ করে পথ চলে এমন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখতে পাওয়ার অর্থ অবাধ্য–নাফরমান, দুরাচারী, পরস্পর বিরোধ সৃষ্টিকারী এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিতে ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি বুঝানো হয়ে থাকে।

ইঁদুর ঃ যে নারীর অন্তর কাল, সমাজে বিশৃংখলা–বিপর্যয় সৃষ্টিতে পটীয়সী, এহেন নারী বুঝিয়ে থাকে। স্বপ্নে যদি কেউ ইঁদুর বা ইঁদুরী দেখতে পায় এ ক্ষেত্রে নর–মাদীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই– তা'বীর বা ব্যাখ্যা একই ধরনের হবে। ইঁদুর বা ইঁদুরী শিকার করেছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি আলোচ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী স্ত্রী বিয়ে করবে। অবশিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে একই ধরনের ব্যাখ্যা হবে– যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি ঘটনা ঃ

এক ঃ বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ

হুযূর! স্বপ্নে দেখি সাপ–বিচ্ছু ভরা একটি বস্তা আমি যেন পিঠে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। এর ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ

তুমি দুষ্ট লোকদের শত্রু বানিয়ে নিয়েছ এবং নিজের আচার–আচরণ দ্বারা

তাদের শত্রুতা মাথায় তুলে নিয়েছ। ফলে এক সময় তারা তোমার উপর জয়ী হবে।

লোকটি বলল ঃ হুযূর! আপনার উপর আমার জীবন উৎসর্গ হোক ! ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য, বাস্তবে তাই হয়েছে। আরবের জনগণের সদকা–যাকাতের মাল উসুল করার জন্য বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। যে কারণে এরা আমার সাথে শত্রুতায় মেতে উঠেছে।

দুই ঃ অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ হুযূর! স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমার ঘরে সাপ। হাতে–কোমরে ছোবল দিয়ে আমাকে বিষে আক্রান্ত করে ফেলেছে। যন্ত্রণায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন ঃ বাড়ীতে তোমার ভাই–বোন আছে কি ?

লোকটি বলল ঃ জী–হাঁ।

তিনি বললেন ঃ তোমার পরিবারে এমন আত্মীয় রয়েছে তোমার প্রতি হিংসা ও অমঙ্গল কামনায় যার অন্তর পরিপূর্ণ। অচিরেই তার দ্বারা তুমি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

লোকটি বলল ঃ হুযূর ঠিকই বলেছেন। আমার এক বৈমাত্রেয় ভাই আছে। পিতার ত্যাজ্য বিষয়–সম্পত্তি ও অর্থ–সম্পদ কুক্ষিগত করে তিন দিন পূর্বে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

তিন ঃ এক ব্যক্তি ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ

হুযূর! আমার কাছে একটি কাঁচের পেয়ালা আছে, এতে আমি খানা খাই। স্বপ্নে দেখি কি, পেয়ালাটি পিঁপড়ায় ভরা।

হযরত জাফর সাদেক (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঘরে তোমার স্ত্রী আছে কি ?

লোকটি বলল ঃ জী হাঁ।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সম্ভবত তোমার গোলাম রয়েছে ?

সে বলল ঃ জী হাঁ। এবার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বললেন ঃ

বাড়ী থেকে গোলাম তাড়িয়ে দাও। এ গোলামের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

ব্যাখ্যা শুনে লোকটি চিন্তাক্লিষ্ট মনে বাড়ী ফিরে আসে। স্বামীকে চিন্তিত লক্ষ্য করে স্ত্রী এর কারণ জানতে চাইল। লোকটি ইমাম সাহেবের কথা ব্যক্ত করল।

স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, এখন আপনার ইচ্ছা কি ?

স্বামী বলল ঃ গোলামটি বিক্রি করে দেব মনস্থ করেছি।

স্ত্রী বলল ঃ যদি তাই হয়, তাহলে এর পূর্বেই আমাকে তালাক দিয়ে দিন।

স্ত্রীর কথা শুনে লোকটি সাথে সাথে জনৈক ওস্তাদের নিকট গোলামটি বিক্রি করে দিল। সংবাদ পেয়ে তার স্ত্রীও গোলামের সাথে উধাও হয়ে গেল। স্ত্রীর আত্মীয়রা তার খোঁজে বের হল। অবশেষে সংবাদ নিয়ে জানা গেল স্ত্রীলোকটি গোলামের সাথে 'হাররান' শহরে পালিয়ে গেছে।

অতঃপর স্ত্রীলোকটি নিজে উদ্যোগী হয়ে তার প্রেমিক গোলামটির মূল্য আদায় করে তাকে বিয়ে করে নেয়।

■

২১তম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে জলীয় প্রাণী ও তাজা মাছ ইত্যাদি দেখা

তাজা মাছ ঃ স্বপ্নে তাজা মাছ আকারে বড় এবং বেশী পরিমাণে দেখতে পাওয়া আর মাছের পুরাটা অথবা তার কিছু অংশ লাভ করা অর্থ-সম্পদ এবং গনীমতের মাল পাওয়ার অর্থবোধক। কিন্তু মাছগুলি আকারে ছোট হলে ব্যাখ্যা হবে দুঃখ-কষ্টে পতিত হওয়া। স্বপ্নে একটি কিংবা দুটি মাছ দেখতে পেলে এক অথবা দুজন স্ত্রীলোকের অর্থ প্রকাশ করে। তাজা মাছের গোশত, চর্বি, চামড়া যে খাবে কিংবা মালিক হবে, সে ব্যক্তি সম্পদ ও গনীমতের মাল হাসিল করবে। আর এই সম্পদ ও গনীমত হয় বাদশাহ্‌র পক্ষ থেকে, না হয় কোন মহিলার পক্ষ থেকে অর্জিত হবে। পক্ষান্তরে স্বপ্নে দেখা মাছটি শুকনা কিংবা লবণাক্ত হলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি ভাই, খাদেম কিংবা গোলাম দ্বারা বিড়ম্বনার শিকার হবে। এমতাবস্থায় মাছটি ছোট-বড় হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই-সর্বাবস্থায় একই ব্যাখ্যা।

কুমীর ঃ স্বপ্নে কুমীর দেখতে পাওয়া ধূর্ত শত্রু, চোর-ডাকাত ইত্যাদি অর্থ-বোধক। যার প্রতি শত্রু-মিত্র কারো আস্থা বজায় থাকে না। স্বপ্নে দেখা কুমীরের গোশত, চামড়া, হাড়-হাড্ডি, দেহের কোন অংশ- এ সমস্তই শত্রু-সম্পত্তির অর্থ প্রকাশ করে। তাই স্বপ্নে কোন ব্যক্তি এসবের একটা কিছু লাভ করেছে মর্মে দেখতে পাওয়ার অর্থ-সমপরিমাণ শত্রু-সম্পত্তি সে প্রাপ্ত হবে।

ব্যাঙ ঃ স্বপ্নে একটি অথবা দুটি ব্যাঙ দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা- ইবাদতগুযার, মুসল্লী-মুত্তাকী লোক আপন সাধনায় যে নিমজ্জিত রয়েছে। আর স্বপ্নে ব্যাঙের সংখ্যা অধিক পরিমাণে দেখতে পাওয়া খোদাই লশকর এবং তাঁর সৃষ্ট বান্দা অর্থবোধক। সুতরাং স্বপ্নে যদি কেউ কোন বাড়ী, গ্রাম, মহল্লা বা জনপদে অধিক পরিমাণে ব্যাঙের আনাগোনা-উপস্থিতি লক্ষ্য করে, তাহলে অর্থ হবে- উক্ত স্থানের অধিবাসীদের উপর আল্লাহ্‌র আযাব ও আসমানী গযব নাযিল হবে।

কচ্ছপ ঃ স্বপ্নে কচ্ছপ দেখতে পাওয়া পারদর্শী আলেম, সূক্ষ্মদর্শী মুজতাহিদ, ইবাদতগুযার ও মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তি অর্থবোধক। তাই স্বপ্নে যদি কেউ কেবল কচ্ছপ দেখতে পায়, তা দখল করে, কব্জায় নিয়ে আসে, হস্তগত করে, অথবা ঘরে নিয়ে আসে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারী কোন আলেমের সান্নিধ্য

লাভ করবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেয়ে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। স্বপ্নে কচ্ছপের গোশত খেয়েছে মর্মে যদি দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- আলেমের নিকট থেকে সে (আধ্যাত্মিক বিষয়ে) কিছু জ্ঞান লাভ করবে। স্বপ্নে যদি রাস্তা কিংবা ময়লা-আবর্জনার ভাগাড়ে কচ্ছপ দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে স্থানে ইলমের কোন মূল্য দেয়া হয় না। আর যদি দেখে কচ্ছপটি বেশ নিরাপদে আছে, তাহলে অর্থ হবে- সে স্থানে ইলমের মূল্যায়ন করা হয় এবং যথাযথ মর্যাদা দেয়া হয়।

কাঁকড়া ঃ স্বপ্নে কাঁকড়া দর্শন করার অর্থ, বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদা-শালী ব্যক্তি। কোন বিষয় সে পুনর্বিবেচনা করতে রাজি নয়। কিন্তু তার অস্তিত্ব আল্লাহ্‌র দেয়া বরকত থেকে বঞ্চিত। অতএব, স্বপ্নে কাঁকড়া দেখার ব্যাখ্যা মূলত অহংকারী, দাম্ভিক ও শান-শওকতের অধিকারী ব্যক্তি দ্বারা করা হয়।

মোটকথা, সর্ব প্রকার জলীয় ও সামুদ্রিক প্রাণী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা তাদের আকার-আকৃতি ও গুণ-বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করাই বিধানসম্মত। তাই এসব দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা, রাজা-বাদশাহ্, আমীর-উমারার সাহায্যকারী ও সমর্থক অর্থে করাই বাঞ্ছনীয়। তবে এক্ষেত্রে সাহায্যকারী ও পাইক-পেয়াদার সংখ্যা তাদের নিজ নিজ পদ-মর্যাদা অনুপাতে নিরূপিত হবে।

■

২২তম পরিচ্ছেদ

ঈগল, শকুন ইত্যাদি শিকারী পাখী স্বপ্নে দেখা

শিকারী পাখী ঃ উচ্চমর্যাদা ও আভিজাত্যের দিক দিয়ে শিকারী পাখী রাজা-বাদশাহ্‌র সাথে তুলনীয়। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে শকুন ধরেছে এবং এটি তার অনুগত, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি সম্পদ ও নেতৃত্বের অধিকারী হবে। কেউ যদি দেখে-শকুন তাকে তুলে নিয়েছে অথবা তাকে নিয়ে উড়াল দিয়েছে, তাহলে অবস্থা দু-রকম হতে পারে- (১) হয় তাকে নিয়ে শূন্যপানে উপর দিকে উঠবে, (২) না হয় নীচ দিয়ে সামনের দিকে যাবে। যদি শূন্যপানে উপর দিকে রওয়ানা দিয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে বিদেশে সফর হালতে সে মারা যাবে। কেননা, এটা মালাকুল মাউতের অবস্থা। আর উপরে না উঠে যদি সম্মুখ পানে যায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- কর্মক্ষেত্রে উন্নতির মাধ্যমে সে শাহী দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং উচ্চমর্যাদা ও বুযুর্গী লাভে ধন্য হবে।

ঈগল পাখী ঃ এর ব্যাখ্যা শক্তিধর, যুদ্ধবাজ ও অত্যাচারী রাষ্ট্রনায়ক অর্থে করা হয়। উল্লেখ্য, ঈগল, বাজ, শাহীন ইত্যাদি যাবতীয় হিংস্র ও শিকারী পাখী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা শকুন পর্যায়ে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ হবে।

চিল ঃ স্বপ্নে চিল দেখার ব্যাখ্যা বিনয়ী ক্ষমতাবান বাদশাহ্ বা রাষ্ট্রনায়ক অর্থে করা হয়। তবে ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি বড় একটা উল্লেখযোগ্য নন।

পেঁচক ঃ এর ব্যাখ্যা- দুর্বল চোর অর্থে করা হয়, যে কারো সাথী হয় না, সাহায্য করে না।

কাক ঃ এর ব্যাখ্যা-মিথ্যাবাদী ফাসেক ব্যক্তি, দ্বীন-ঈমান বলতে যার কিছুই নেই। বনকাক ও কোকিল দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যাও একই ধরনের হবে। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেছেন, দিবা স্বপ্নে কেউ যদি বনকাক দেখতে পায়, তাহলে এটা তার কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব- লক্ষণ।

হুদহুদ পাখী ঃ এর ব্যাখ্যা এমন ব্যক্তি অর্থে করা হয়, যে শাহী খেদমতে নিয়োজিত, বহু তথ্য সম্পর্কে অবগত এবং বাদশাহ্ তথা রাষ্ট্রনায়কের দরবারে এমন সব তথ্য সরবরাহ করে, যা দ্বারা দেশ ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

অপর বর্ণনায় আছে– স্বপ্নে হুদহুদ পাখী দেখতে পাওয়া দ্বারা এমন লোক বুঝানো হয় অংক ও হিসাব বিষয়ে যে পারদর্শী, প্রভাবশালী ও দূরদর্শী, তদুপরি পরিস্থিতির দাবী অনুপাতে যে কোন বিষয় নিয়ন্ত্রণে দক্ষ ও পারঙ্গম।

সারস পাখী ঃ এর ব্যাখ্যা গরীব–মিসকীন, সহায়–সম্বলহীন লোক অর্থে করা হয়।

মাদী উটপাখী ঃ এর ব্যাখ্যা গ্রাম্য মুসাফির স্ত্রীলোক দ্বারা করা হয়।

নর উটপাখী ঃ এর ব্যাখ্যা করা হয় অবিবাহিত বিদেশী পুরুষ অর্থে।

মোরগ ঃ এর ব্যাখ্যা সাধারণত গোলাম অথবা অনারব লোক অর্থে করা হয়। কারো কারো মতে স্বপ্নে মোরগ দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা– মুয়ায্‌যিন কিংবা ঘোষণাকারী অর্থবোধক, লোকেরা যার আওয়াজ সব সময় শুনতে পায়।

মুরগী ঃ এর ব্যাখ্যা বরকতময় নারী অর্থে করা হয়। স্বপ্নে যদি অধিক পরিমাণে মুরগী দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– বিয়ে–শাদী, আনন্দ–উৎসব ও পালা–পার্বণে আগত বাঁদী–দাসী ও স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতবাহী।

মাদী তিতির পাখী ঃ আকীদা–বিশ্বাস বঞ্চিতা ওয়াদা ভঙ্গকারিণী নারী অর্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়। যার মধ্যে কোনরূপ কল্যাণ নেই।

জংলী কবুতর ঃ আনন্দ–স্ফূর্তি ও খেলাধুলা পসন্দ করে এমন নারী।

তোতা পাখী ঃ এর ব্যাখ্যা ইয়াতীম পিতৃহীন বালক অথবা বালিকা অর্থে করা হয়।

ময়ূর ঃ স্বপ্নে দেখা ময়ূরটি নর হলে সে লোকের অর্থ–সম্পদ, রূপ–লাবণ্য অথবা তার ভক্ত–অনুসারী ইত্যাদি অর্থে ব্যাখ্যা করা বিধেয়।

ময়ূরী ঃ স্বপ্নে ময়ূরী দেখতে পাওয়া অনারব রূপবতী নারী অর্থবোধক। পক্ষান্তরে কুশ্রী ময়ূরী দেখতে পাওয়া সুশ্রী সুন্দরী নারীর অর্থ প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে হবে আকর্ষণ ও আস্থাহীন মহিলা।

কপোতী ঃ এর অর্থ নারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রী অর্থ বুঝায়, আবার কোন সময় নিজের মেয়ে অর্থ প্রকাশ করে। স্বপ্ন দেখা কবুতরের সংখ্যা পরিমাণে অধিক হলে এর ব্যাখ্যা সন্তান অর্থে করা হয়।

পুরুষ মৌমাছি ঃ এর ব্যাখ্যা বুদ্ধিমান ও চতুর বালক দ্বারা করা হয়।

ঘুঘু পাখী ঃ স্বপ্নে ঘুঘু দেখা দ্বীনদারী ও লজ্জা বিবর্জিত নারী অর্থবোধক।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বপ্নে দেখা সকল প্রকার পাখীর ব্যাখ্যা প্রায় একই নিয়মে করা হয়। তাই কেউ যদি দেখে সে পাখীর মালিক হয়েছে অথবা পাখী ভক্ষণ করেছে, তাহলে অন্যান্য পাখীর বেলায় অনুসৃত নিয়ম অনুযায়ী ব্যাখ্যা নারী অর্থে করা হবে। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে শিকার করে অথবা ফাঁদ পেতে সে ঘুঘু পাখীর

ডানা, পালক বা ডিম লাভ করেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– এটা তার ধোকা ও চক্রান্ত জাল, যা সে নারীর জন্য বুনেছিল। কেউ যদি তীর বা পাথরের আঘাতে ঘুঘু মেরেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে ব্যক্তি কোন নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটনায় লিপ্ত আছে।

বুলবুলি ঃ এর ব্যাখ্যা বরকতময় ও ভাগ্যবান বালক অর্থে করা হয়।

শ্যামা পাখী ঃ এর ব্যাখ্যা অল্প বয়স্ক বালক অর্থে করা হয়।

চড়ুই পাখী ঃ নর চড়ুই দেখার অর্থ অস্বাভাবিক স্থূলকায় ব্যক্তি। আর স্ত্রী চড়ুই দেখতে পাওয়ার অর্থ এমন স্ত্রীলোক যার কপাল মন্দ। শিকার করা চড়ুই পাখীর সংখ্যা যদি পরিমাণে অধিক দেখতে পায়, তাহলে এটা ধন–সম্পদ ও গনীমতের মালপ্রাপ্তির নিদর্শন। একইভাবে উপরে বর্ণিত পক্ষীকুলের মধ্য হতে কোন শ্রেণীর পাখী যদি শিকারের মাধ্যমে অর্জন করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখে– আর সেগুলি সংখ্যায়ও অধিক হয়, তাহলে সম্পদ ও গনীমতের মালপ্রাপ্তির ইঙ্গিতরূপে ধরে নিতে হবে। স্বপ্নে যদি কেউ চড়ুই পাখীর আওয়াজ শুনতে পায়, তাহলে এটা সুসংবাদের আগমনী বার্তারূপে গণ্য হবে।

আবাবীল পাখী ঃ এ পাখী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা ইবাদতগুযার বান্দা, যিনি আল্লাহ্‌র দেয়া বরকতের অধিকারী এবং সৎ ও কল্যাণধর্মী কাজে সর্বাধিক তৎপর।

ফিঙ্গে পাখী ঃ স্বপ্নে ফিঙ্গে দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা উটের ন্যায় সর্বদা সফরে জীবন কাটায় এমন লোক দ্বারা করা হয়।

লটূরা পাখী[১] ঃ এজাতীয় পাখী স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হল– দর্শনকারী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হেদায়তপ্রাপ্ত হবে। কথিত আছে, এটি হযরত আদম (আঃ)–এর পথ প্রদর্শক ছিল।

জলচর পাখী ঃ স্বপ্নে জলচর পাখী পানির মধ্যে দেখতে পাওয়া বাদশাহ্‌র লোক–লশকর, সাহায্যকারী ও সমর্থক দলের অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু স্থলভাগে দেখতে পাওয়া কল্যাণের প্রতীক ও ফল–ফসলে প্রাচুর্যের ইঙ্গিত। দুঃখ–বেদনা ও বালা–মুসীবতের আলামত হওয়ার দরুন নীল বর্ণের পাখী দর্শনে কোন কল্যাণ নেই। প্রকার ও প্রজাতি জানা নেই স্বপ্নে এমন পাখী দেখতে পাওয়া ফেরেশতা অর্থবোধক। এজাতীয় পাখী দেখার ব্যাখ্যা ইতোপূর্বে ফেরেশতা অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যাখ্যার অনুরূপ। বিস্তারিত জানার জন্য সেখানে দেখা যেতে পারে।

টীকা ঃ

১. অপেক্ষাকৃত বড় মাথা, লম্বা ঠোঁট, চড়ুই অপেক্ষা বড় এক জাতীয় পাখী। এরা পোকা–মাকড় ধরে খায়, সময়ে চড়ুই পাখীও শিকার করে। জাহেলী যুগের আরবরা একে অশুভ লক্ষণ মনে করত।

ডিম দেখা ঃ স্বপ্নে দেখা ডিম যদি অজ্ঞাত–অপরিচিত হয়, তাহলে অর্থ হবে সুশ্রী, লাবণ্যময়ী নারী। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল– দর্শনকারী ডিমের মালিক হওয়া কিংবা সেটি তার নিকট আসা অনিবার্য। কেউ যদি ভুনা করা, সিদ্ধ অথবা রান্না করা ডিম খেয়েছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে এটা তার ধন–দৌলত ও কল্যাণময় উত্তম রিযিকপ্রাপ্তির আলামত। পক্ষান্তরে কাঁচা ডিম খেয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা অবৈধ ও হারাম মাল দ্বারা করা হয়। কেউ যদি ডিমের খোসা কিংবা কুসুম ব্যতীত কেবল সাদা অংশটুকু খেয়েছে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে– সে কোন মৃত কিংবা নিহত ব্যক্তির মাল আত্মসাৎ করবে। এমনকি সম্ভবত সে ব্যক্তি কাফন চোরও হতে পারে।

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কয়েকটি ঘটনা ঃ

ঘটনা ঃ (ক) বর্ণিত আছে– এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ

হুযূর! স্বপ্নে আমি মদীনা মসজিদের গম্বুজের উপর একটি সাদা কবুতর দেখতে পেয়েছি। যার সৌন্দর্য দেখে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েছি। অতঃপর দেখি কি–সহসা একটি শিকারী পাখী এসে ছোঁ মেরে কবুতরটিকে তুলে নিয়ে গেল।

বৃত্তান্ত শুনে ইবনে সীরীন বললেন ঃ তোমার স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তাহলে অচিরেই আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর তাইয়ারের কন্যার সাথে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিয়ে সম্পাদিত হবে।

সুতরাং বাস্তবে তাঁর ব্যাখ্যাই সত্যে প্রমাণিত হল। অল্প ক'দিন পরই হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ আবদুল্লাহ্‌র কন্যাকে বিয়ে করে নেয়। এ ঘটনার পর মুহাম্মদ ইবনে সীরীনকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ

হে আবু আবদুল্লাহ্! আপনার এব্যাখ্যা কিসের ভিত্তিতে এবং কি করে আপনি জানতে পারলেন ?

উত্তরে তিনি বললেন ঃ কপোতীর ব্যাখ্যা নারী, চমক অর্থ নারীর রূপ–লাবণ্য। আর মসজিদের গম্বুজ অর্থ– সে নারীর বংশ–মর্যাদা। কাজেই রূপের ভুবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর কন্যা অপেক্ষা অধিক রূপবতী আর বংশ গৌরবে তার তুলনায় উচ্চ বংশীয়া কোন মেয়ে গোটা মদীনায় আর কেউ নেই। আর শিকারী বাজপাখীর বিষয়টি চিন্তা করার ফলে আমার প্রবল ধারণা হল–এর অর্থ অত্যাচারী যালিম শাসক। এক্ষেত্রে হাজ্জাজ অপেক্ষা অত্যাচারী শাসক আমি দ্বিতীয় কাউকে দেখিনি। সুতরাং ব্যাখ্যা পরিষ্কার। তাঁর এহেন বাস্তবধর্মী বিশ্লেষণ শুনে দরবারে উপস্থিত লোকেরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে।

ঘটনা ঃ (খ) বর্ণিত আছে– অপর এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীনের নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ

হুযূর! স্বপ্নে দেখলাম। একটি হৃষ্টপুষ্ট, মোটাতাজা পাখী আকাশ থেকে নেমে আসল। একটি গাছের ডালে বসে ঠোকর দিয়ে কয়েকটি ফুল নিয়ে সেটি পুনরায় আকাশে উড়ে গেল। কিন্তু আমি বলতে পারি না পাখীটি কোন্ জাতের ছিল।

ঘটনা শুনে ইমাম সাহেবের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ এর ব্যাখ্যায় বুঝা যায়– বেশ কিছু আলেমের মৃত্যু আসন্ন।

উল্লেখ্য, সে বছরই হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এবং মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) ইন্তেকাল করেন।

ঘটনা ঃ (গ) বর্ণিত আছে– আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন ঃ অন্যরা যেমন দেখে আমিও তদ্রূপ স্বপ্ন দেখেছি, একটি মোরগ এসে আমাকে যেন একবার অথবা দুইবার ঠোকর মেরেছে।

লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ হুযূর! এর ব্যাখ্যা কি হতে পারে ?

উত্তরে তিনি বললেন ঃ জনৈক আজমী তথা অনারব ব্যক্তি আমাকে হত্যা করবে। সুতরাং এরপর চারদিন গত হওয়ার আগেই আবু লু'লু নামক জনৈক গোলাম তাঁকে ফজরের নামাযে ইমামতি করা অবস্থায় বিষাক্ত তরবারির আঘাতে শহীদ করে।

ঘটনা ঃ (ঘ) এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ

হুযূর! একজন স্বপ্ন দেখেছে ডিম ভেঙ্গে কুসুম বাদ দিয়ে সে কেবল সাদা অংশটুকু তুলে নিচ্ছে। এর ব্যাখ্যা কি হবে ?

তিনি বললেন ঃ তাকে বল–নিজে উপস্থিত হয়ে যেন সে তার স্বপ্নের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে।

লোকটি বলল ঃ তার পক্ষ থেকে আমি হাজির আছি। আপনার দেয়া ব্যাখ্যা আমি তাকে গিয়ে শুনিয়ে দেব।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ না, তা হতে পারে না, স্বয়ং তাকেই আসতে হবে। লোকটি একই কথা বারবার বলতে থাকে আর ইমাম সাহেবেরও একই জবাব– না, তাকেই আসতে হবে। অবশেষে লোকটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, এস্বপ্ন তারই দেখা।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ বেশ, তাহলে আমার সামনে কসম খেয়ে বল–এস্বপ্ন তুমিই দেখেছ। লোকটি কসম খেয়ে বলল, হাঁ, এটি আমারই দেখা স্বপ্ন। উপস্থিত

লোকদের লক্ষ্য করে ইমাম সাহেব বললেন ঃ একে ধরে সুলতানের কাছে নিয়ে যাও এবং তাঁকে বল এ লোকটি কবর খুঁড়ে মুর্দার কাফন চুরি করে নিয়ে যায়।

লোকটি এবার অনুনয়ের সুরে আবেদন করতে শুরু করে– হুযূর! আপনার হাতে হাত রেখে আল্লাহ্‌র দরবারে এই মুহূর্তে তওবা করছি– জীবনে কখনো আর একাজ করবো না।

ঘটনা ঃ (৬) বর্ণিত আছে– অপর এক ব্যক্তি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ

হুযূর! স্বপ্নে আমি দেখতে পাই একটি রাজহাঁস ধরে সেটি যবাহ্ করতে উদ্যত হয়েছি। যখনি তার গলায় আমি ছুরি চালাতে চাই, সে ঘুরে যায়। এরকম তিন বার হয়েছে। চতুর্থবারে আমি যবাহ্ করতে সক্ষম হই।

ইমাম সাহেব বললেন ঃ এর ব্যাখ্যা হল, তুমি তোমার কুমারী স্ত্রীর সাথে সহবাসের চেষ্টা করে তিনবার ব্যর্থ হয়েছ। অতঃপর চতুর্থবারে তুমি উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়েছ।

লোকটি বলল ঃ হুযূর, আপনি ঠিকই বলেছেন। গত পাঁচ রাত ধরে একই অবস্থা চলে আসছে।

■

২৩তম পরিচ্ছেদ

পেশা, শিল্পকর্ম, খেলাধুলা ইত্যাদি স্বপ্নে দেখা

কয়াল ও ওজনদাতা ঃ স্বপ্নে যদি কেউ কয়াল ও ওজনদাতা দেখতে পায় এবং তারা অজ্ঞাত-অপরিচিত লোক হয়, তাহলে এর ব্যাখ্যা-কাযী তথা বিচারক অর্থে করা হয়। যদি দেখে তারা হাতে তালি বাজায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- বিচারকের প্রদত্ত রায়ের ভিত্তি অন্যায় ও যুলুম। যদি দেখে উভয়ে তারা নৃত্যরত রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- বিচারকের রায় ন্যায়-ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে সে কয়াল বা ওজনদাতায় রূপান্তরিত হয়ে আছে, তাহলে এটা তার বিচারকের পদে বরিত হওয়ার নিদর্শন। আর কেউ যদি অজ্ঞাত পরিচয় কোন বিচারক দেখতে পায়, তাহলে এর রূপক ব্যাখ্যা স্বয়ং আল্লাহ্।

খতীব ঃ স্বপ্নে যদি কেউ সম্মানিত খতীব দেখতে পায়, তাহলে এটা তার দ্বীনী বিষয়ে ফকীহ্ তথা ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ হওয়ার আলামত। কোন আতর বিক্রেতা দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যাও অনুরূপ হবে।

পোদ্দার ঃ স্বপ্নে কোন পোদ্দার দেখতে পাওয়ার অর্থ- এমন আলেম, যার দ্বারা পার্থিব বিষয়াদি ব্যতীত অন্য কোন উপকারের আশা করা যায় না।

কাপড় বিক্রেতা ঃ স্বপ্নে কাপড় বিক্রেতা দেখার ব্যাখ্যা-উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও বিরাট জাঁকজমকের অধিকারী ব্যক্তি। এ পর্যায়ে খ্যাতিমান কবি অথবা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি হিসাবে তার নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

খাযাঞ্চী বা তহসীলদার ঃ এর ব্যাখ্যা খ্যাতিমান কবি অর্থে করা হয়, যে মানুষের মান-সম্মান, ইযযত-সম্ভ্রম নস্যাৎ ও বিনাশ করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

দরজী ঃ স্বপ্নে দরজী দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা, এমন লোক যে দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া কামাই করে। তদুপরি তার মাধ্যমে দুনিয়াবী অনেক কাজ-কাম সুসম্পন্ন হয়ে থাকে।

চামড়ার পোশাক সিলাইকারী ঃ এর ব্যাখ্যা- সম্পদশালী ধনী লোক অর্থে করা হয়, যার উপার্জিত মাল হারামের মিশ্রণ থেকে পূত-পবিত্র।

রিফুকারী ঃ কাপড় রিফুকারী ব্যক্তি দেখার ব্যাখ্যা-ঝগড়াটে ও কলহপ্রিয় ব্যক্তি অর্থে করা হয়।

মুচী ঃ এর ব্যাখ্যা এমন লোক অর্থে করা হয়, যে মানুষের মধ্যে বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল-মহব্বত ও পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করে।

গোলাম- বাঁদী বিক্রেতা ঃ এর ব্যাখ্যা-শাহী তথ্য ও সরকারী সংবাদ সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি দ্বারা করা হয়।

কাঠমিস্ত্রী ঃ এর ব্যাখ্যা মানুষকে আপন প্রভাববলয়ে আবদ্ধকারী ব্যক্তি অর্থে করা হয়।

কামার ঃ এর ব্যাখ্যা- প্রভুত্ব, রাজত্ব ও বিপুল শক্তির অধিকারী ব্যক্তি অর্থে করা হয়।

মদ ব্যবসায়ী ঃ এমন লোক দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়- যে ব্যক্তি ভাল-মন্দ, উত্তম-অধমের মধ্য থেকে যে কোন একটির অনুসরণ করে চলে।

ধোপা ঃ এর ব্যাখ্যা- এমন লোক গুনাহ্‌র কারণে যে মানুষকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে গুনাহ্ থেকে তওবা করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বাবুর্চী ও গোশত ভুনাকারী ঃ এদের ব্যাখ্যা সাধারণত এমন লোক অর্থে করা হয়- কামাই-রোযগার ও উপার্জন উপলক্ষে যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কথা বলে এবং অধিক সম্পদ উপার্জনে সক্ষম হয়।

কসাই ঃ স্বপ্নে দেখা কসাই লোকটি অজ্ঞাত-অপরিচিত হলে এর অর্থ হবে মউতের ফেরেশতা। আর পরিচিত হলে দুনিয়া কামাই করার লক্ষ্যে দিবা-নিশি দৌড়ায় এবং প্রাণপণ ছুটে বেড়ায় এমন লোক অর্থ হবে।

নৌকার মাঝি ঃ এর ব্যাখ্যা এমন লোক, যে রাজা-বাদশাহ্‌দের দরবারী নিয়ম-নীতি, কায়দা-কানূন, রোগ-ব্যাধি, ঔষধ-পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ অবগত। উপরন্তু সাধারণ লোকদের নিয়ম-নীতি, আদব-কায়দা সম্পর্কেও উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে।

স্বর্ণকার ঃ এর ব্যাখ্যা-মিথ্যাবাদী, ধোকাবাজ এবং লেন-দেন, আচার-আচরণে সত্যাশ্রয়ী নয়, এমন ব্যক্তি।

শিংগা লাগানোর পেশাদার ও ধুনকর ঃ এর ব্যাখ্যা- লেখক অর্থে করা হয়।

লেখক ঃ এর ব্যাখ্যা- পেশাদার শিংগা লাগানেওয়ালা অর্থে করা হয়।

ধুনকর ঃ এর ব্যাখ্যা- এমন লোক অর্থে করা হয়, যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে, সৎকর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হয় এবং ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

আটা পেষণকারী ঃ বোঝা বহনকারী অথবা পশু ভাড়া দানকারী অর্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়।

শরাব অথবা পানি পরিবেশনকারী ঃ যে ব্যক্তির বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বেরাদর, আত্মীয়-পরিজন ও জানা-শুনা লোকের পরিমাণ অধিক এমন লোক দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়।

উট-ঘোড়ার গদি ব্যবসায়ী ঃ নারী-পুরুষের মধ্যে মিথ্যা রটনা ছড়িয়ে বেড়ায়-এজাতীয় লোক অর্থে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

রং-এর কাজ করে এমন লোক ঃ মিথ্যাচার, রটনা-বানোয়াট কথা, রিয়াকারী তথা লোক দেখানো ইত্যাদি কাজে পটু এমন লোক অর্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়।

তরি-তরকারি বিক্রেতা ঃ লোকাচার, প্রবাদ ও মানুষের কথার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, কোন কথা বা বিষয়বস্তুর দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পরিচ্ছন্ন অন্তরবিশিষ্ট লোক অর্থে এর ব্যাখ্যা করা হয়।

মুদ্রা নির্মাণকারী ঃ এজাতীয় লোক স্বপ্নে দেখার অর্থ-পরস্পরের কলহ-বিবাদ ও সমাজে আচরিত ঘটনাবলীর তালাশে লিপ্ত থাকে, এমন লোক দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়।

ক্ষৌরকার ঃ স্বপ্নে ক্ষৌরকার দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা বড় ধনী-সম্পদশালী ও পরোপকারী এমন লোক অর্থে করা হয়।

ঢাল নির্মাতা ঃ একে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা- এমন লোক, যে মানুষকে বহন করে ও অন্যত্র স্থানান্তর করে।

উট যবাহকারী, বাঁশের ছৈয়াল, কাঁচ ও তামার পাত্র নির্মাণকারী ও ডুবুরী ঃ

এ সকল লোক স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা- ক্ষৌরকারের ব্যাখ্যার প্রায় অনুরূপ। যেহেতু এর ব্যাখ্যা নারী অর্থে করা হয়।

উস্তাদ ঃ বাচ্চাদের উস্তাদ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে মর্মে কেউ যদি স্বপ্নে দেখে, তাহলে এর অর্থ হবে সুলতান কিংবা উযীর। কেউ যদি স্বপ্ন দেখে বাচ্চাদের সাথে সে মকতবে অবস্থান করছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারী দীর্ঘায়ু হবে এবং চরম বার্ধক্যে উপনীত হবে।

তাঁতী ঃ এর ব্যাখ্যা মুসাফির অর্থবোধক। (অর্থাৎ, স্বপ্নে তাঁতী দেখতে পাওয়ার অর্থ, সে ব্যক্তি সফরে রওয়ানা হবে।)

রসনা ঃ স্বপ্নে রসনা দেখতে পেলে তার ব্যাখ্যা এমন লোক দ্বারা করা হয়, যার সন্তান-সন্ততির সংখ্যা হবে অধিক আর বংশধারা হবে বিশাল-বিস্তৃত। কিন্তু আয়-উপার্জনে সে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং জীবনোপকরণ সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

রাজমিস্ত্রী ঃ স্বপ্নে রাজমিস্ত্রী দেখতে পাওয়া এমন লোকের প্রতি ইঙ্গিতবাহী, যার হাতে লোকেরা তওবা করে (আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনায় অগ্রণী হয়)।

অস্ত্রোপচারকারী ঃ অসতী নারীর দালাল বা ভেড়ুয়া প্রকৃতির লোক দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা হয়।

গণক, জ্যোতিষী ও জাদুকর ঃ এ জাতীয় লোক দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা নিম্নজাতের লোক দ্বারা করা হয়। কিন্তু সে হবে সুলতান বা শাসকগোষ্ঠীর প্রিয়ভাজন ও নৈকট্যশীল ব্যক্তি।

ঝাড়-ফুঁক, তাবীয-তুমার দানকারী ঃ স্বপ্নে যদি কেউ ঝাড়-ফুঁক ও তাবীয দানকারী ফকীর দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- লোকটি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে লোকদেরকে প্রতারিত করে।

কাহিনীকার, ঘোড়ার সহিস, কুলি-মজুর ও পশুর রাখাল ঃ স্বপ্নে এসকল লোক দেখতে পাওয়ার অর্থ- শাসক শ্রেণীর কর্মকর্তা পর্যায়ের লোক।

মাছ ও মাথা বিক্রেতা ঃ স্বপ্নে এদের দেখতে পাওয়ার অর্থ সর্বময় উচ্চ ক্ষমতা এবং জনগণের কর্তৃপদে নিয়োজিত ব্যক্তি।

ছবি আঁকিয়ে বা চিত্রকর ঃ এর ব্যাখ্যা-আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপকারী ব্যক্তি।

তেল ব্যবসায়ী ঃ স্বপ্নে তেল ব্যবসায়ী দেখতে পাওয়া দ্বারা এমন ব্যক্তি বুঝাবে, যে তার সাথে উঠাবসা, চলাফেরাকারী ও লেনদেন, কাজ-কারবারে জড়িত জনদের সুখী ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রাখতে সচেষ্ট থাকে।

কাফনচোর ঃ স্বপ্নে যদি কেউ কোন কাফনচোর দেখতে পায়, তাহলে দর্শনকারী আমানতদার-বিশ্বাসী ও শান্তিপ্রিয় লোক হওয়া সাপেক্ষে ব্যাখ্যা হবে- সে জ্ঞান- গভীরতা অর্জনে নিমজ্জিত থাকবে। যদি সে রকম না হয়, তবে সে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী ব্যক্তি সাব্যস্ত হবে।

কবর ও মাটি খননকারী ঃ স্বপ্নে এ দু'প্রকার লোক যদি এমন অবস্থায় দেখতে পায় যে, দর্শনকারীকে নিজের স্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে, অথবা পশু তাকে পায়ে মাড়িয়েছে, ফলে মিম্বর ভেঙ্গে সে নীচে পড়ে গেছে, এ অবস্থা যদি মৃত্যু যাতনাকালে দেখা দেয়, তাহলে ব্যাখ্যা হল- এটা তার মৃত্যুর আলামত, অচিরেই সে মারা যাবে। আর যদি দেখে সে চাদর ভাঁজ করে নিয়েছে, অথবা তার আসন উল্টে গেছে, পাগড়ী খুলে গেছে, মাথা থেকে টুপি পড়ে গেছে, তার হাত কিংবা জিহ্বা ছিন্ন হয়ে গেছে অথবা সে অন্ধ হয়ে গেছে, তাহলে এ সবের ব্যাখ্যা হবে- হয় সে অধিষ্ঠিত আসন থেকে ক্ষমতাচ্যুত হবে, না হয় মারা যাবে।

■

২৪তম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নযোগে বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি লক্ষ্য করা এবং তার ব্যাখ্যা

আলো ঃ স্বপ্নে আলো দেখতে পাওয়া হেদায়তপ্রাপ্তির আলামত। অন্ধকার দেখা পথভ্রষ্টতার নিদর্শন। সরল পথ দেখতে পাওয়া সত্য-সঠিক পথের অর্থবোধক। আর রাস্তায় মোড় দেখা কিংবা ঘুরে যাওয়া সত্যপথ পরিহার করে মিথ্যা ও বাতিলের দিকে অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত প্রকাশ করে।

বিরান ভূমি ঃ কেউ যদি স্বপ্নে দেখে সে জনমানবহীন বিরান ভূমিতে অবস্থিত। এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে সে গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার উপর দাঁড়িয়ে আছে। স্বপ্নে যদি কেউ দুর্গে অবস্থান করছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে বাস্তব জীবনে এটা তার নিরাপত্তার প্রতীক অর্থবোধক। বন্ধ করা কিতাব অথবা গ্রন্থ দেখতে পাওয়ার অর্থ-গোপন তথ্য। আর উন্মুক্ত কিতাব দেখার অর্থ-প্রকাশ্য সংবাদ। মোহর দেখার অর্থ-কোন বিষয়ের অনুসন্ধান করা। এর অপর ব্যাখ্যায় এও বলা হয় যে, মোহরাংকিত কিতাব দর্শন করার ব্যাখ্যা মীরাস বা ত্যাজ্য সম্পত্তি। যথা, পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ يَـٰيَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَـٰبَ بِقُوَّةٍ - অর্থাৎ, হে ইয়াহ্ইয়া ! এই গ্রন্থ (তথা মীরাস) দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।

(সূরা মারইয়াম ঃ আয়াত ১২)

ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় কিতাব দর্শন করা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা লাভ করার ইঙ্গিতবাহী। পক্ষান্তরে কবিতা গ্রন্থ ও ছন্দের বই দর্শন করা মিথ্যা, গোমরাহী ও ধোকাবাজির নামান্তর।

পবিত্র কোরআন ঃ এর ব্যাখ্যা- প্রজ্ঞা ও জ্ঞান-গভীরতা, যা অর্জন করা মানব ক্ষমতার আওতাধীন। নিজ হাতে কোরআন শরীফ লিখছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখল। এর ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি জ্ঞান ও সম্পদ অর্জনে লিপ্ত আছে এবং এর মাধ্যমে জনগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

কেউ যদি দেখে সে পবিত্র কোরআনের পাতা ছিঁড়ে ফেলছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে কোরআন শরীফ অস্বীকারের ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। কোরআন শরীফের পাতা খাচ্ছে মর্মে কেউ স্বপ্ন দেখলে অর্থ হবে কালামে ইলাহীর সাথে সে বিদ্রূপ করছে,

একে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় এবং কোরআনের কোন কোন হুকুমের সাথে তামাশায় লিপ্ত আছে। পরিণামে সে দ্বীন-ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

কেউ যদি স্বপ্নে দেখে তার বাহু, পায়ের নলা, পরিধেয় বস্ত্র অথবা কোন অঙ্গ লোহায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি দীর্ঘ জীবন লাভ করবে। কেউ যদি দেখতে পায় সে গোলাম কিংবা কয়েদী হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার জীবনে সংকীর্ণতা দেখা দিবে, লাঞ্ছনার শিকার হবে, অর্থ-সম্পদ বিনাশ হয়ে যাবে, বিপদ-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, তদুপরি তার মান-মর্যাদা, ইযযত-সম্মান নস্যাৎ হয়ে যাবে।

কেউ যদি স্বপ্ন দেখে, তার দেহের কোন অংগ কাঁচে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- তার আয়ু কমে যাবে। স্বপ্নযোগে কেউ দেখতে পেল, অন্যের কাছ থেকে সে কোন জিনিস ভাড়া নিয়েছে অথবা অপরকে ভাড়া দিয়েছে, এমতাবস্থায় ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি স্থায়ী মুনাফা অর্জন করবে। যা তার থেকে রহিত করা যাবে না, অপরপক্ষে তার সাথে যুক্ত করাও সম্ভব হবে না। এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল-তার গোলামটি বিক্রি করে ফেলেছে। এর ব্যাখ্যা হবে- সে ব্যক্তি দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে গেল। পক্ষান্তরে গোলাম ক্রয় করেছে মর্মে যদি স্বপ্নযোগে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা বিপরীত অর্থে নিতে হবে। (অর্থাৎ, দর্শনকারী দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় জড়িয়ে যাবে।) বলা বাহুল্য, বাঁদী বিক্রি করেছে মর্মে কারো দেখতে পাওয়া স্বপ্ন অপেক্ষা খরিদ করেছে মর্মে দেখা স্বপ্ন উত্তম অর্থবোধক।

স্বপ্নে মেশক আম্বর দেখতে পাওয়া আনন্দ ও খুশীর নিদর্শন। স্বপ্নে আগর কাঠের সুগন্ধি অনুভব করা সুনাম চর্চা ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার নিদর্শন। একইভাবে স্বপ্নযোগে দেখতে পাওয়া বা অনুভব করা প্রত্যেক সুগন্ধির ব্যাখ্যা উত্তম অর্থবোধক ও আনন্দের প্রতীক।

স্বপ্নে যাফরান দর্শন করার ব্যাখ্যা পূত-পবিত্র সঞ্চিত ধন। কিন্তু যদি দেখতে পায় যাফরান দ্বারা কোন কিছু রঙ্গানো হয়েছে, তাহলে এর অর্থ- রোগ-ব্যাধির আগমন, হলুদ বর্ণ দেখার ব্যাখ্যাও একই ধরনের। স্বপ্নে লোবান দেখার ব্যাখ্যা- কোন বরকতময় বুযুর্গের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন করা। স্বপ্নে মধু দেখতে পাওয়া সঞ্চিত ধন অর্থবোধক। এর ব্যাখ্যা কখনো মীরাস অর্থেও করা হয়। মধু এবং হালুয়া দ্বারা প্রস্তুত দেখতে পাওয়া প্রতিটি দ্রব্যের ব্যাখ্যা ধন-সম্পদ এবং পাক-পবিত্র রিযিক অর্থবোধক। নিজ হাতে হালুয়া তৈরী করছে মর্মে দেখতে পাওয়ার অর্থ পরিশ্রমের মাধ্যমে দর্শনকারীর ধন-দৌলতে প্রাচুর্য দেখা দিবে। কিন্তু যদি দেখতে পায় তৈরী নিজ হাতে করে নাই, বরং তার জন্য অন্য

কেউ বানিয়ে দিয়েছে, তাহলে এর ব্যাখ্যা গনীমতের মাল, মীরাস ও আয়- উপার্জন অর্থে করা হয়। একইভাবে স্বপ্নে মধু দেখার ব্যাখ্যা- ইলমে দ্বীন এবং কোরআনী জ্ঞান হাসিল করা। আর স্বপ্নে বিয়ে করেছে মর্মে দেখতে পাওয়া রোগমুক্তির নিদর্শন। চিনি অথবা তা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের মধ্য থেকে কিছু অংশ খেয়েছে মর্মে স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা- আশরাফী তথা স্বর্ণমুদ্রা এবং টাকা-পয়সা অর্থে করা হয়। কখনো এর ব্যাখ্যা মিষ্টি কথা ও মধুর বচন অর্থেও করা যেতে পারে।

ঔষধ ঃ ঔষধ ব্যবহার করছে এবং পান করছে মর্মে স্বপ্ন দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা- দর্শনকারীর সুস্থতা ও রোগমুক্তি নসীব হবে। তদুপরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বরকত লাভে সে ধন্য হবে।

দুই ঈদ ঃ স্বপ্নযোগে ঈদের দৃশ্য দেখতে পাওয়া চিন্তা-ভাবনা ও বিপদ- মুসীবতের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষণ। আর স্বপ্নে উভয় ঈদের দৃশ্য লক্ষ্য করা দর্শনকারীর আয়-উপার্জনে সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের আলামত।

মাতম ঃ শোকাহত অবস্থায় মাতম করছে মর্মে স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যা বিপরীত অর্থবোধক তথা বাস্তবের আনন্দ-উল্লাস আর স্বপ্নে উল্লাস দর্শনকারী বাস্তবে দুঃখ-যাতনার কবলে পতিত হওয়ার নিদর্শন।

খেলাধুলা ঃ স্বপ্নে খেল-তামাশা দর্শনের ব্যাখ্যা-বাস্তবের চিন্তা-ভাবনা। তদ্রূপ স্বপ্নে নিজেকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা বাস্তবে খেল-তামাশা অর্থবোধক। কয়েদ তথা কারাবাস দর্শনের ব্যাখ্যায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে এর মূল অর্থ-দৃঢ়তা ও অবিচলতা। অতএব, কেউ যদি কারারুদ্ধ অবস্থায় আছে মর্মে স্বপ্নযোগে দেখতে পায় আর মসজিদে, নামাযরত অবস্থায় অথবা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বন্দী হয়ে আছে ইত্যাদি কল্যাণধর্মী নিদর্শন লক্ষ্য করে, তাহলে এর ব্যাখ্যা হবে দর্শনকারীর দ্বীন-ঈমানের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা-স্থিরতা এবং গুনাহ্ থেকে বিরত থাকার অর্থবোধক।

আপন শহরে অথবা নিজ বাড়ীতে বন্দী অবস্থায় রয়েছে মর্মে কোনো ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল। এর ব্যাখ্যা হবে- দর্শনকারীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হবে। আর যদি এসকল অবস্থার কোন এক অবস্থায় বন্দী আছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে অবস্থা অনুযায়ী এটা তার দৃঢ়তার পরিচয়। এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, তার পা জালে কিংবা ফাঁদে, কূপে কিংবা গর্তে বাঁধা রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- নিজের মনঃপূত ও পসন্দসই নয় এমন কাজে সে আটকা পড়ে আছে। কিন্তু এর একটা বিহিত ব্যবস্থা ও মানসম্মত সুরাহা করার লক্ষ্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গাধা-ঘোড়ার যীন বা গদি ঃ পশুর পিঠে গদি স্থাপন করেছে মর্মে দৃষ্ট স্বপ্নের

ব্যাখ্যা হবে নারীকুল।

দাবা খেলা ঃ স্বপ্নে দাবা খেলা লক্ষ্য করার ব্যাখ্যা মিথ্যা বানোয়াট কথা। এর অপর ব্যাখ্যা–বাক্য–বচন, লড়াই–যুদ্ধ অর্থেও করা হয়। তাস–পাশা খেলা দেখার ব্যাখ্যাও একই ধরনের। এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)১ বলেছেন ঃ পাশা খেলা দেখতে পাওয়া তুলনামূলক দুর্বল ও বাহ্যিক অর্থবোধক।

দাবার ঘুঁটি ঃ স্বপ্নে দাবার ঘুঁটি চালনা ও খেলা করছে মর্মে দেখতে পাওয়ার ব্যাখ্যা– শোর–হাঙ্গামা ও ঝগড়া–বিবাদ অর্থবোধক। নগীনা তথা আংটির পাথর ও আখরোট দ্বারা খেলা করছে মর্মে স্বপ্ন দেখার ব্যাখ্যাও দাবার ঘুঁটির অনুরূপ।

দোয়াত ঃ দোয়াত স্বপ্নে দেখা স্ত্রী অর্থবোধক। কেউ যদি স্বপ্নে দেখে দোয়াত ভেঙ্গে গেছে অথবা চুরি হয়ে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে, তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছে।

কলম ঃ স্বপ্নযোগে কলম যদি কেউ কোরআন শরীফের সাথে সংশ্লিষ্ট দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা ইলম ও হিকমত তথা জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্থে করাই বিধেয়। আর যদি দেখে দোয়াতের সাথে রয়েছে, তাহলে ব্যাখ্যা দেয়া হবে পুত্র অর্থে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তমরূপে জানা দরকার, স্বপ্নে যদি কেউ দেখতে পায় তার সমস্যা মিটে গেছে, উদ্দেশ্য পুরা হয়ে গেছে এবং কাম্য ও উদ্দিষ্ট বিষয় তার হাতে এসে গেছে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে তার লেন–দেন, বিষয়–ব্যাপার ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরিবর্তনের তোড়ে চলতি অবস্থা বদলে যাবে। যথা পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ

حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۝

এমনকি, তাদেরকে প্রদত্ত বিষয়াদির আনন্দে তারা যখন গর্বিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল।

(সূরা আনআম ঃ আয়াত ৪৪)

একই মর্মে কবির পংক্তি প্রণিধানযোগ্য। যথা ঃ

اِذَا تَمَّ اَمْرٌ بَدَا نَقْصُهُ + تَرَقَّبْ زَوَالاً اِذَا قِيْلَ تَمّ

টীকা ঃ

১. এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, অত্র "তাবীরনামা খাব" শীর্ষক পুস্তকটি একটি সংক্ষিপ্ত ও সমন্বিত সংকলন বিশেষ। যা ইবনে সীরীনকৃত গ্রন্থসহ অন্যান্য পুস্তক থেকে নির্বাচিত তথ্য নিয়ে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে গ্রন্থিত করা হয়েছে।

অর্থাৎ, কোন বিষয় পরিপূর্ণতা লাভ করা মাত্রই তার পতন শুরু হয়ে যায়। হে শ্রোতা ! কোন বিষয় সম্পর্কে যখন বলা হয়– "পূর্ণ হয়ে গেছে," তখন তুমি তার পতনের অপেক্ষায় থাক।

বলা বাহুল্য, উত্তমরূপে জানা দরকার, মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করার পরিণামে তার মূল আবেদন–উপকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পরিবর্তনের ছোবলে এর ব্যাখ্যা ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কঠোর ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ـ

অর্থাৎ, আমার নামে যে ব্যক্তি মিথ্যা রটনা ছড়াবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।

অপর এক হাদীসে তিনি এরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ كَذَبَ عَلَى نَبِيِّهِ اَوْ عَلَى وَالِدَيْهِ اَوْ عَلَى حَبِيْبِهِ لَمْ يَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ـ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার নবীর নামে, পিতা–মাতার নামে অথবা বন্ধুর নামে মিথ্যা রটনা করবে, জান্নাতের গন্ধও সে পাবে না।

তিনি আরো এরশাদ করেছেন ঃ

ثَلاَثَةٌ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَشَدَّ عَذَابٍ كَذَّابٌ فِىْ رُؤْيَاهُ فَهُوَ مُكَلَّفٌ اَنْ يَّعْقِدَ بَيْنَ شَعِيْرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِعَاقِدِهِمَا وَرَجُلٌ صَوَّرَ التَّمَاثِيْلَ فَهُوَ مُكَلَّفٌ اَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ وَرَجُلٌ اَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ ـ

অর্থ ঃ কেয়ামতের দিন তিন ব্যক্তিকে কঠিন আযাব দেয়া হবে ঃ (১) যে ব্যক্তি মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে। যবের দুটি দানা একত্র করে গিরা দেয়ার জন্য তাকে হুকুম দেয়া হবে। কিন্তু সে সক্ষম হবে না। (২) যে ব্যক্তি প্রতিমা নির্মাণ করে। তাকে আদেশ দেয়া হবে এতে প্রাণ সঞ্চার কর। একাজে সে আদৌ সমর্থ হবে না। (৩) কওমের লোকেরা পসন্দ না করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের ইমাম বা নেতৃত্ব

প্রদান করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য. স্বপ্নে যদি কোন ব্যক্তি ভীতিজনক অথবা অপসন্দনীয় কোন বিষয় দেখতে পায়, তাহলে জাগ্রত হওয়ার পর তার করণীয় হল– বামদিকে তিন বার হালকা থুথু নিক্ষেপ করা এবং অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে মহান আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা। কেননা, এ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাবেঈনে কেরাম সূত্রে রেওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। পরিশেষে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও নির্দেশিকা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা কিছু আলোচিত হয়েছে, সে সবই ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) থেকে বর্ণিত।

■

২৫তম পরিচ্ছেদ

স্বপ্নে কোরআন করীমের সূরাসমূহ পাঠ করার ব্যাখ্যা

এ প্রসঙ্গে স্বপ্ন ব্যাখ্যার বিশ্ববিশ্রুত ইমাম শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর উক্তি নিম্নরূপ ঃ

সূরা ফাতিহা ঃ স্বপ্নে যদি কোন ব্যক্তি সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণটা অথবা তার কিছু অংশ পাঠ করে, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে এমন দো'আ করবে আল্লাহ্‌র দরবারে, যা নিশ্চিত কবুল। আর এমন উপকার লাভে ধন্য হবে, যার ফলে তার মনে আনন্দের ঢেউ বয়ে যাবে। এর অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- সূরা ফাতিহা পাঠকারীর বিভিন্ন অঞ্চলের সাত নারী বিয়ে করার ভাগ্য হবে এবং সে মুস্তাজাবুদ্ দাওয়াত তথা তার দো'আ আল্লাহ্‌র দরবারে নিশ্চিতরূপে কবুল হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৃত দো'আ এর দলীল যে, প্রত্যেক দো'আর আগে-পরে তিনি "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" পাঠ করে নিতেন।

সূরা বাকারাহ্ ঃ স্বপ্নে যে ব্যক্তি সূরা বাকারাহ্ সম্পূর্ণ অথবা কিছু অংশ, তা একটি হরফই হোক না কেন, নিজে পাঠ করবে, কিংবা তার সামনে পাঠ করা হবে, এমতাবস্থায় এর তিন ধরনের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে-

(ক) তার আয়ু বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীন-ঈমান বিষয়ে তার যোগ্যতা বেড়ে উন্নতির খাতে প্রবাহিত হবে।

(খ) পাঠকারী বর্তমান অবস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হবে, যেখানে সে মান-মর্যাদা, ইযযত-সম্মানে ভূষিত হবে।

(গ) পাঠকারী কাযী তথা বিচারপতি হয়ে থাকলে তার কার্যকালের মেয়াদ প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গেছে। আর আলেম হলে তাঁর আয়ু বৃদ্ধি পাবে এবং অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

সূরা আলে ইমরান ঃ এ সূরার সম্পূর্ণ অথবা কিছু অংশ স্বপ্নে পাঠকারী বংশের অন্যদের তুলনায় দুর্ভাগারূপে চিহ্নিত হবে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য দেখা দিবে আর অধিক পরিমাণে সফরে বের হবে।

সূরা নিসা ঃ এ সূরা স্বপ্নে তিলাওয়াতকারী শেষ জীবনে সুন্দরী স্ত্রী লাভ করবে। তবে স্ত্রীর অপ্রীতিকর আচরণে দাম্পত্য জীবনে তাকে বিষাদের ছায়া বহন

করতে হবে। অবশ্য বিতর্কে তার দলীল-প্রমাণের উপস্থাপনা হবে অকাট্য ও চমৎকার আর বচন-ভাষণে প্রকাশভঙ্গি হবে প্রাঞ্জল ও সাবলীল।

সূরা মায়েদাহ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী অতিথি-মুসাফিরের আদর-আপ্যায়ন আর খাওয়া-দাওয়ায় মুক্তহস্তে ব্যয় করবে। কিন্তু অত্যাচারী-যালিম কওমের কবলে পড়ে সে যুলুম-নির্যাতনের শিকার হবে।

সূরা আনআম ঃ স্বপ্নে যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, দ্বীন-ঈমানের হেফাযতে সে প্রবল আগ্রহী ও সদা তৎপর থাকবে। উত্তম রিযিক লাভ করবে এবং দুনিয়া-আখেরাতে সে সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।

সূরা আ'রাফ ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী যাবতীয় ইলম দ্বারা উপকৃত হবে আর সম্ভবত বিদেশ-বিভূঁইয়ে সে মারা যাবে।

সূরা আনফাল ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী ইযযত-সম্মান ও মান-মর্যাদার মুকুটে বিভূষিত হবে এবং তার দ্বীন-ইসলাম নিরাপদে থাকবে।

সূরা তওবা ঃ এ সূরা পাঠকারী সৎলোকদের ভালবাসবে এবং তাদের বন্ধু হিসাবে জীবন কাটাবে।

সূরা ইউনুস ঃ এর ব্যাখ্যা দু'ধরনের করা যেতে পারে।

(ক) স্বপ্নে এ সূরার সম্পূর্ণটা অথবা কিছু অংশ তিলাওয়াতকারীর অর্থ-সম্পদে আপেক্ষিক বিপর্যয় দেখা দিবে।

(খ) স্বপ্নে এর পাঠকারী লোকদের সুসংবাদ দানে এবং কল্যাণধর্মী কাজে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

সূরা হূদ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর শত্রু সংখ্যা পরিমাণে অধিক হবে। আর মুসাফিরী জীবনকেই সে প্রাধান্য দিবে।

সূরা ইউসুফ ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারীর বাড়ীর লোক শত্রু হবে। কিন্তু বিদেশ বিভূঁইয়ে মুসাফির অবস্থায় প্রচুর লাভবান হবে।

সূরা রা'দ ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী লাগাতার দারিদ্র্যের শিকার হতে থাকবে। অপর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- এটা তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসার আলামত।

সূরা ইবরাহীম ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তি তওবাকারী এবং তাসবীহ পাঠকারীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।

সূরা হিজর ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে বাস করবে। কিন্তু আর্থিক জীবনে দৈন্যদশার শিকার হবে। পাঠকারী বাদশাহ্ হলে তার শাসনকাল দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার আলামত। বিচারক হলে গুণ-বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণে উন্নত হওয়ার নিদর্শন। ব্যবসায়ী হলে পরিবার-পরিজনের উপর

মর্যাদা লাভ করবে। আর আলেম হলে ইযযত–সম্মানের সাথে ইন্তিকাল করার প্রতি ইঙ্গিতবাহী।

সূরা নাহ্‌ল ঃ এ সূরার পাঠকারী গায়ব থেকে পূত–পবিত্র রিযিক লাভ করবে, আর সাহাবী না হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়ভাজন এবং তাঁকে ভালবাসে এমন লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।

সূরা বনী ইসরাঈল ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করবে সমকালীন রাজা–বাদশাহ্ ও শাসক শ্রেণী কর্তৃক সে নির্যাতিত–নিগৃহীত হবে। অপর ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে– একদল লোকের চক্রান্ত থেকে সে নিরাপদ থাকবে। দ্বিতীয়ত, নিজে পূত–পবিত্র থাকা সত্ত্বেও আসন্ন অবাঞ্ছিত ফিতনা–ফাসাদের ভয়ে আতংকের শিকার হবে।

সূরা কাহ্‌ফ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর আয়ু বৃদ্ধি পাবে, তার অবস্থা উন্নতির পথে ধাবিত হবে। তদুপরি যে সমাজে আশ্রয় নেবে, তাদের দ্বারা উপকৃত হবে।

সূরা মারইয়াম ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী প্রথমে অভাব–অনটনের আঘাতে পিষ্ট হবে, কিন্তু পরে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবস্থা সচ্ছল ও সহজ করে দেয়া হবে।

সূরা ত্বোয়া-হা ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী তাহাজ্জুদের নামায ভালবাসবে, সৎকর্ম সম্পাদন করবে এবং দ্বীনদার–পরহেযগার লোকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও তাদের সাথে থাকা পসন্দ করবে।

সূরা আম্বিয়া ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী সম্পর্কে লোকদের মনে সুধারণা বিরাজ করবে।

সূরা হজ্জ ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারীর হজ্জ ও উমরা করা নসীব হবে। কিন্তু অসুস্থ ও ব্যাধিগ্রস্ত হলে মৃত্যুবরণ করবে।

সূরা মু’মিনূন ঃ স্বপ্নে যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে রাতভর দাঁড়িয়ে থাকা এবং মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অনুনয়–বিনয়ের ভালবাসা তার অন্তরে জাগ্রত থাকবে। কিন্তু সে এমন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা, যা মারাত্মক হতে পারে।

সূরা নূর ঃ এ সূরা পাঠকারী সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজে নিষেধকারীদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। কারো প্রতি সে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা, তাঁরই জন্য শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি হবে। তবে সে দুনিয়াতে কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সূরা ফোরকান ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী হকের মিত্র ও বাতিলের শত্রু বলে

পরিচিত হবে।

সূরা শু'আরা ঃ এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তি উপার্জনে সফল হবে; কিন্তু অতিকষ্টের বিনিময়ে। আর কষ্ট–বিড়ম্বনা ব্যতীত কোন কিছু লাভে সক্ষম হবে না। বিদেশ ভ্রমণে তার আগ্রহ থাকবে প্রবল; কিন্তু লাভের অংক হবে অতি সামান্যই।

সূরা নাম্‌ল ঃ এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তি হবে হকের মিত্র ও বাতিলের শত্রু। সে কওমের নেতৃপদে বরিত হবে এবং ইলমে দ্বীন ও সরদারী তার নসীব হবে।

সূরা কাসাস ঃ এ সূরা পাঠকারী বন–জঙ্গল, ঘর–দোর, শহর–বন্দরে, মসজিদ–মাদরাসা যেখানেই থাকুক, জমা–জমির ব্যাপারে আল্লাহ্ তাকে বিপদ–বিপর্যয়ের সম্মুখীন করবেন।

সূরা আনকাবূত ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠের মাধ্যমে সে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ নিঃসঙ্গতার বিপদে নিক্ষেপ করবেন না মর্মে সুসংবাদ শুনাতে চান।

সূরা রূম ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর অন্তরে নিফাক তথা কপটতা বিদ্যমান থাকার নিদর্শন। কিন্তু এ সূরা স্বপ্নে পাঠকারী বাদশাহ হলে ইলমে দ্বীন হাসিল করে আলেম হবে। বিচারপতি কিংবা ব্যবসায়ী হলে নানা প্রকার কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

সূরা লুকমান ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী লিখন পদ্ধতিতে পারদর্শিতা অর্জন করবে এবং জ্ঞান–বিজ্ঞানে প্রজ্ঞার অধিকারী হবে।

সূরা সাজদাহ ঃ এ সূরা পাঠকারী আকীদা–বিশ্বাসে দৃঢ় মনের অধিকারী এবং ঈমান–ইয়াকীনে সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

সূরা আহযাব ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী নিজ বংশের প্রশংসা প্রচারে সচল ভূমিকা রাখবে, তার আয়ু বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু বন্ধু–বান্ধবের সাথে অধিক প্রতারণায় লিপ্ত হবে।

সূরা সাবা ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী বীরত্বের অধিকারী এবং অস্ত্রচালনাই হবে তার প্রিয় কাজ।

সূরা ফাতির ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী আল্লাহ্‌র দর্শন লাভে ধন্য হবে এবং খোদার প্রিয় ওলীর মর্যাদায় আসীন হবে।

সূরা ইয়াসীন ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারীর দ্বীন–ইসলাম সঠিক পন্থায় কায়েম থাকবে।

সূরা সাফ্‌ফাত ঃ এ সূরা তিলাওয়াতকারী হালাল ও বৈধ উপায়ে রিযিক লাভ করবে এবং তার দুটি পুত্র সন্তান জন্ম নিবে।

সূরা সোয়াদ ঃ এ সূরা তিলাওয়াতকারী আত্মমর্যাদার শীর্ষস্তরে অবস্থান

করবে। নারীপ্রেমে মত্ত থাকবে, এমনকি নারীর সাথে চলাফেরা, উঠাবসাকে সে অধিক পসন্দ করবে।

সূরা যুমার ঃ স্বপ্নে যদি কেউ এ সূরা তিলাওয়াত করছে মর্মে দেখতে পায়, তাহলে ব্যাখ্যা হবে- সে দীর্ঘায়ু লাভ করবে, এমনকি নাতির মুখ দেখতে পাবে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা এ-ও হতে পারে- সফর উপলক্ষে সে বিদেশ যাবে, কিন্তু দেশে ফেরার ভাগ্য হবে না।

সূরা মু'মিন ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর ঈমান-ইয়াকীন নিরাপদে থাকবে।

সূরা হা-মীম সাজদাহ ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী এমন একদল লোকের হেদায়তপ্রাপ্তির মাধ্যম হবে, আল্লাহ্‌র হুকুমে যারা শরীঅতের নির্দেশ পালনে তৎপর থাকবে।

সূরা শূরা ঃ এ সূরা পাঠকারী ইলম ও আমল দ্বারা প্রভূত কল্যাণের অধিকারী হবে।

সূরা যুখ্‌রুফ ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারীর আয়-উপার্জনে সংকীর্ণতা ও শেষ জীবনে দুঃখ-দুর্দশা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। উপরন্তু পার্থিব জীবনে তার সুখ-শান্তি লাভের সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

সূরা দুখান ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী যালিম লোকের অত্যাচার, কবরের আযাব, জাহান্নামের শাস্তি এবং ঈমানী দুর্বলতা থেকে নিরাপদ থাকবে।

সূরা জাছিয়াহ্‌ ঃ এ সূরা তিলাওয়াতকারী মুত্তাকী-পরহেযগার লোকদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।

সূরা আহকাফ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী মাতা-পিতার অবাধ্য হবে। কিন্তু শেষ বয়সে খাঁটি তওবা নসীব হবে।

সূরা মুহাম্মদ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর নিকট উত্তম আকৃতিতে ফেরেশতার আগমন ঘটবে।

সূরা ফাতহ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী মহান আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র সাব্যস্ত হবে।

সূরা হুজুরাত ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী মানুষের অন্তরে পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

সূরা ক্বাফ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী উত্তম জ্ঞান লাভ করবে, লেন-দেন, আচার-বিচারে এলাকাবাসী তার মুখাপেক্ষী হবে এবং তার উপর নির্ভরশীল হবে। তার শেষ জীবন প্রথম জীবনের তুলনায় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত

হবে। অধিকন্তু শেষ জীবন অত্যন্ত শক্তি-সামর্থে গত হবে।

সূরা যারিয়াত ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী উদ্ভিদ জ্ঞানে পারদর্শী হবে এবং উদ্ভিদের যে কোন পরিমাণ হাসিল করতে সক্ষম হবে। তার অপর বৈশিষ্ট্য এই হবে- প্রত্যেক ধর্মের প্রতি তার মন আকৃষ্ট থাকবে।

সূরা তূর ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতের কারণে আল্লাহ্ পাক পাঠকারীর প্রতি সন্তুষ্ট ও রাজী থাকবেন।

সূরা নাজম ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী অধিক সন্তানের পিতা হবে। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং সে মুত্তাকী-পরহেযগার বান্দা হিসাবে জীবন কাটাবে।

সূরা কামার ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর উপর জাদু করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্র অনুগ্রহে তার কোন ক্ষতি হবে না, জাদুর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে সে নিরাপদে রক্ষা পাবে।

সূরা আর রাহ্মান ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী পার্থিব জীবনে আল্লাহ্র অশেষ নেআমত এবং আখেরাতে তাঁর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে।

সূরা ওয়াকিয়াহ্ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী সৎকর্ম এবং আল্লাহ্র আনুগত্যে সর্বদা অগ্রগামী থাকবে।

সূরা হাদীদ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর উত্তম প্রভাব সমাজে প্রতিফলিত হবে এবং দ্বীন-ঈমানের ক্ষেত্রে সঠিক পথের অনুসারী হবে।

সূরা মুজাদালাহ্ ঃ এ সূরা পাঠ করছে মর্মে যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখতে পায়, সে মিথ্যা ও বাতিলপন্থীদের সাথে ঝগড়া-বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং তাদেরকে নিজের প্রভাব বলয়ে দাবিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।

সূরা হাশর ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর হাশর হবে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অবস্থায় এবং তার দুশমনকে আল্লাহ্ ধ্বংস ও বিনাশ করে দিবেন।

সূরা মুমতাহিনাহ্ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী বিপদগ্রস্ত হবে। কিন্তু এর জন্য সে সওয়াবের অধিকারী হবে।

সূরা আস্সাফ ঃ এ সূরা স্বপ্নে তিলাওয়াতকারী শহীদ অবস্থায় মারা যাবে।

সূরা জুমুআহ্ ঃ যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে এ সূরা তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণে ভূষিত করবেন।

সূরা মুনাফিকূন ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী নিফাক তথা কপটতামুক্ত জীবন যাপন করবে।

সূরা তাগাবুন ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী হেদায়ত ও ঈমানের উপর

কায়েম থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে।

সূরা তালাক ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর ব্যাখ্যা স্ত্রীর সাথে তার ঝগড়া–মনোমালিন্যের পরিণাম বিচ্ছিন্নতা পর্যায়ে গড়াবে। কিন্তু স্বামী তার স্ত্রীর মোহর আদায় করে দিবে।

সূরা তাহ্রীম ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকবে।

সূরা মুল্ক ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীকে আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ভূষিত করবেন। অধিকন্তু তার বিষয়–সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে এবং অধিক মঙ্গলের অধিকারী হবে।

সূরা কলম ঃ এ সূরা স্বপ্নে তিলাওয়াতকারীর যাবতীয় প্রয়োজন আল্লাহ্ পূরণ করে দেবেন। জীবনে সে ব্যক্তি সফল হবে এবং মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহ লাভে ধন্য হবে।

সূরা হাক্কাহ ঃ এ সূরা স্বপ্নে তেলাওয়াতকারী সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মারামারি, খুনাখুনি ও প্রাণভয়ে ভীত–শংকিত অবস্থায় দিন কাটাবে।

সূরা মা'আরিজ ঃ এ সূরা স্বপ্নে পাঠকারী নিরাপদে জীবন কাটাবে। আর আল্লাহ্র সাহায্যে সে জয়ী থাকবে।

সূরা নূহ ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ–কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। দুশমনের উপর বিজয়ী থাকবে।

সূরা জিন ঃ এ সূরা স্বপ্নে তিলাওয়াতকারী জিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

সূরা মুয্যাম্মিল ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে এবং বিপদে ধৈর্যশীল হবে।

সূরা মুদ্দাছ্ছির ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী আর্থিক অনটনের শিকার থাকবে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে আল্লাহ্ তার অভাব দূর করে দেবেন।

সূরা কিয়ামাহ্ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী কসম খাওয়া থেকে সর্বদা বেঁচে থাকবে, আলাপ–আলোচনায় কখনো কসম খাবে না।

সূরা দাহর ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীকে দান–খয়রাতের তাওফীক দেয়া হবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নেআমত দ্বারা তাকে ভাগ্যবান করা হবে।

সূরা মুরসালাত ঃ আল্লাহ্ পাক স্বপ্নযোগে এ সূরা তিলাওয়াতকারীকে সচ্ছলতা দান করবেন এবং তার দুশমনের বাকশক্তি রহিত করে বোবা বানিয়ে দেবেন।

সূরা নাবা ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর অন্তর থেকে চিন্তা–ভাবনা দূর

করে দেবেন। সমাজে তার মর্যাদা বেড়ে যাবে এবং তার সুনাম-সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

সূরা নাযিআত ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর অন্তর থেকেও চিন্তা-ভাবনা দূর করে দেয়া হবে।

সূরা আবাসা ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী অধিক পরিমাণে দান করবে আর যাকাত আদায়ে যত্নবান থাকবে।

সূরা তাকভীর ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী অধিক পরিমাণে পূর্ব দেশীয় সফরে যাত্রা করবে এবং কামিয়াব হবে।

সূরা ইনফিতার ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী রাজা-বাদশাহ্দের নৈকট্য লাভে সক্ষম হবে এবং তাঁরা তার প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাবে।

সূরা মুতাফ্ফিফীন ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর অঙ্গীকার পূরণ করা এবং ন্যায়-নীতি অনুসরণের ভাগ্য হবে।

সূরা ইন্শিকাক ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর সন্তান-সন্ততি অধিক হবে এবং বংশধারা বৃদ্ধি পাবে।

সূরা বুরূজ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীকে আল্লাহ্ চিন্তামুক্ত রাখবেন এবং তাকে সকল প্রকার জ্ঞানের অধিকারী করা হবে।

সূরা ত্বারিক ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী অধিক পরিমাণে যিকির, তাসবীহ ইত্যাদি পাঠ করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশপ্রাপ্ত হবে।

সূরা আ'লা ঃ এ সূরা স্বপ্নে তিলাওয়াতকারীর যাবতীয় কাজকর্ম সহজ-সাধ্য করে দেয়া হবে।

সূরা গাশিয়াহ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং তার জ্ঞানের আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

সূরা ফাজর ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সৌন্দর্য পোশাকে বিভূষিত হবে।

সূরা বালাদ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী ক্ষুধার্তকে আহার করানো, পিতৃহারা ইয়াতীমের সেবাযত্ন এবং দুর্বলের সাহায্য করার তাওফীকপ্রাপ্ত হবে।

সূরা শামস ঃ এ সূরা স্বপ্নে পাঠকারীকে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি ও যথোপযুক্ত বিবেক-বিবেচনা দ্বারা মর্যাদাবান করবেন।

সূরা লাইল ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর ইযযতের পর্দা ছিন্ন হওয়া থেকে নিরাপদ থাকবে। (অর্থাৎ, তার মান-মর্যাদা সুরক্ষিত থাকবে।)

সূরা যোহা ঃ এ সূরা স্বপ্নে পাঠকারী ব্যক্তি ইয়াতীম-মিসকীনের সেবাযত্ন ও

ইযযত-সম্মানে যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

সূরা ইনশিরাহ্ ঃ ইসলামের হুকুম-আহকাম, ঈমানের মর্মবাণী অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ্ পাক এ সূরা স্বপ্নে পাঠকারী ব্যক্তির অন্তর খুলে দিবেন। তদুপরি তার সকল কাজ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সহজসাধ্য করে দেয়া হবে।

সূরা ত্বীন ঃ এ সূরা স্বপ্নে পাঠকারীর যাবতীয় প্রয়োজন, অভাব-অনটন, আল্লাহ্ পূরণ করে দিবেন এবং তার রিযিকের উপায় সহজ করে দিবেন।

সূরা আলাক ঃ এ সূরা স্বপ্নে পাঠকারী ব্যক্তির আয়ু দীর্ঘ হবে এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

সূরা কাদ্র ঃ এ সূরা স্বপ্নে তিলাওয়াতকারীর অবস্থা উত্তমরূপে গত হবে এবং সে কল্যাণের অধিকারী হবে।

সূরা বাইয়েনাহ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর হাতে আল্লাহ্ একদল লোকের হেদায়ত দান করবেন।

সূরা যিলযাল ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীর মাধ্যমে আল্লাহ্ কাফেরদের পায়ের তলার মাটি উড়িয়ে দিবেন।

সূরা আদিয়াত ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারীকে আল্লাহ্ পাক উত্তম ঘোড়া দান করবেন এবং এ দ্বারা সে উপকৃত হবে।

সূরা ক্বারিআহ্ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেযগারীর তাওফীক দ্বারা সম্মানিত করবেন।

সূরা তাকাছুর ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ জমা করার মোহ পরিহার করে তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করবে।

সূরা আস্র ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ধৈর্যের তাওফীক দিবেন এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে তাকে সাহায্য করবেন।

সূরা হুমাযাহ্ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি সম্পদ জমা করবে এবং সৎকাজে ব্যয় করবে।

সূরা ফীল ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী দুশমনের মুকাবিলায় আল্লাহ্র সাহায্য লাভ করবে এবং ইসলামের বহু বিজয় তার মাধ্যমে সূচিত হবে।

সূরা কুরাইশ ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী গরীব-মিসকীনদের আহার করাবে এবং আল্লাহ্ পাক তার মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তরে ঐক্যের বাঁধন সৃষ্টি করে দেবেন।

সূরা মাউন ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তি দুশমন ও বিরোধী পক্ষের উপর জয়লাভ করবে।

সূরা কাওসার ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তি উভয় জাহানে অশেষ কল্যাণ হাসিল করবে।

সূরা কাফিরূন ঃ স্বপ্নে এ সূরা পাঠকারী ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার তাওফীক লাভ করবে।

সূরা নাস্‌র ঃ স্বপ্নে যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে, দুশমনের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করবেন। দ্বিতীয়ত, স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করা অচিরেই পাঠকারীর মৃত্যু ঘনিয়ে আসার ইঙ্গিতবাহী। কেননা, এ সূরার মূল ভাষ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুকূলে খাস বা নির্দিষ্ট ছিল। (অর্থাৎ, এ সূরা নাযিল হওয়ার অল্প কিছু দিন পরই তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

–উর্দূ অনুবাদক)

এক ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল ঃ হুযূর! স্বপ্নে দেখতে পেলাম আমি যেন সূরা 'নাস্‌র' পাঠে রত আছি। ব্যাখ্যায় তিনি বললেন ঃ তোমার মৃত্যু নিকটবর্তী, ওসিয়ত ইত্যাদি যাকিছু করার সমাধা করে প্রস্তুত হয়ে থাকা দরকার। সে বলল ঃ হুযূর! এ কথা কেন, এর কারণ কি ? উত্তরে তিনি বললেন ঃ এজন্য যে, আসমান থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাযিলকৃত এটিই হল সর্বশেষ সূরা। (এটি নাযিল হওয়ার অল্পদিন পরেই হুযূর (দঃ) ইন্তেকাল করেন।)

সূরা লাহাব ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী আপন উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হবে, তার খ্যাতির চর্চা ছড়িয়ে পড়বে, তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস তার সুদৃঢ় হবে, তার পরিবারের লোকসংখ্যা হবে সীমিত ও অল্প পরিমাণে এবং তার জীবনধারা সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত হবে।

সূরা ইখলাস ঃ এ সূরা পাঠ করেছে মর্মে স্বপ্ন দেখলে তার ব্যাখ্যা দু' ধরনের বর্ণিত আছে। (ক) যে ব্যক্তি স্বপ্নযোগে এ সূরা তিলাওয়াত করবে, তার তওবা করার তাওফীক হবে। কিন্তু তার কোন সন্তান জীবিত থাকবে না। কেননা, এ সূরায় আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন ঃ তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (খ) এর অপর ব্যাখ্যায় কোন কোন মুফাস্‌সির আলেম বলেছেন ঃ স্বপ্নে কেউ সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলে তার ব্যাখ্যা হবে– সে আল্লাহ্‌র একত্ববাদে পূর্ণ বিশ্বাসী। বংশের সকলকে দাফন করার পূর্বে পাঠকারীর ছেলে মারা যাবে না। অর্থাৎ ,সকলের শেষে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সে মারা যাবে, বংশের কেউ তখন জীবিত থাকবে না।

সূরা ফালাক ঃ স্বপ্নে এ সূরা তিলাওয়াতকারী যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে

নিরাপদে বেঁচে থাকবে।

সূরা নাস ঃ এ সূরা স্বপ্নে তিলাওয়াতকারী ব্যক্তি বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে আর অভিশপ্ত শয়তানের ধোকা থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় লাভে ধন্য হবে।

পরিশেষে স্বপ্ন ব্যাখ্যার বিশ্ববরেণ্য ও অদ্বিতীয় ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) সূত্রে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত ব্যাখ্যা সমষ্টি এ পর্যন্ত শেষ হল। তাঁর বরকতে আল্লাহ্ আমাদের এবং সকল মুসলমানকে উপকার লাভে ধন্য হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন !

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ

সমাপ্ত